স্বয়ম্বরা

(সামাজিক উপন্যাস)

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত।

বরেন্দ্র লইব্রেরী
২০৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
১৩২৫

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

প্রকাশক

শ্রীবরেন্দ্র নাথ ঘোষ

২০৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রিণ্টার

শ্রীবলাইচন্দ্র দাস

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস,

১২ নং নারিকেল বাগান লেন কলিকাতা।

এই গ্রন্থখানি

আমার

____

____

প্রদত্ত হইল।

তারিখ
সন __________

স্বাক্ষর
____
____

স্বয়ম্বরা।

(১)

যে রূপ লইয়া দামিনীর বাঙ্গালীর ঘরে মেয়েজন্ম লওয়া উচিত ছিল, তাহা সে লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু যে পরিমাণ অর্থে সে বিকাইতে পারিত, এমন কিছু সম্বল লইয়া পিতৃগৃহের পুণ্যতীর্থে দুধ সাগরের কোলে লক্ষ্মীটির মত উদয় হইতে পারে নাই।

তাই তাহার জন্মবাসরে সিমন্তিনীরা যখন মঙ্গল শঙ্খ লইয়া হুলুধ্বনি দিতেছিল, তখন তাহার মা সুতিকা-গৃহ হইতেই এমন চাঁদপানা মেয়েটির দিকে চাহিয়া হাত নাড়িয়া বারণ করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, কাজ নাই, এ তো একটা আশা লইয়া আসিতে পারে নাই—এ যে আসিয়াছে কন্যাদায় লইয়া—

তথাপি কিন্তু সে আসিয়াছিল পিতার কন্যা হইয়া।—যাহা তাহার পাওয়া উচিত ছিল তাহার অতিরিক্তই সে পাইয়াছিল। পিতা তাহার মাতৃহারা কন্যার সমস্ত অভাব ও বেদনা আপনার মাথায় তুলিয়া বক্ষের কাছেই এক নিরাপদ নীড় রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। এইজন্য শারদাগমে দামিনীর দিদি স্বর্ণলেখা যখন স্বামীগৃহ হইতে পিতৃগৃহে আসিত, তখন বলিত, বাবা দামিনীর

জন্যই আপনার পনর আনা ছাড়িয়া দিয়াছেন, আমাদের জন্য এক আনা রাখিয়াছেন মাত্র।

ভবনাথবাবু হাসিতেন, বলিতেন, তোমাদের বিয়ে হয়ে গেছে মা, তা ছাড়া ওর আড়াই বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হ'য়েছিল। আমাকে যে ওর মা হ'য়েও সময়ে সময়ে খোঁজ নিতে হয় স্বর্ণলেখা—

স্বর্ণ পিতার হৃদয় বুঝিত, তাই ভগিনীটিকে বাহিরে বাহির করিয়া "ক'নে" দেখাইবার দিনে যে পরিমাণ চিন্তা ও উদ্বেগ তাহার পিতার মস্তিষ্কেও প্রবেশ করে নাই সে পরিমাণ চিন্তা ও উদ্বেগে স্বর্ণ আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। যত রকম উদ্যোগ আয়োজন ও খাবারদাবারের যোগাড় করিতে হয় স্বর্ণ তাহার কিছুই বাদ রাখে নাই। ভগিনীটিকেও ঘসিয়া মাজিয়া সাজাইয়া গোজাইয়া যতদূর মোহিনী রূপে দাঁড় করানো যাইতে পারে তাহার ত্রুটি রাখে নাই। কপালে টিপ, গালে পাউডার বা ব্লুম অব রোজ, হাতে মেহেদির পাতলা ছোপ কিছুই সে বাদ দেয় নাই। কিন্তু হইলে কি হয় সবার উপর অদৃষ্টই যে বলবত্তর।

মেয়ে দেখিয়া দুই এক জনের পছন্দ হইল যদিবা, কিন্তু টাকার অঙ্কে কম দেখিয়া, কোন বরেরই পিতৃকুল মাতৃকুল সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। সকলেই এক বাক্যে কহিয়াছিল এত সস্তায় এ রকম বয়স্থা কন্যাকে ঘরে বরণ করিয়া লইয়া যাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

স্বর্ণ ব্যাকুল হইয়া কহিল, তবে কি বাবা দামিনীর অদৃষ্টে বর লেখা নাই?

ভবনাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, সেই রকমই ত দেখা যাচ্ছে স্বর্ণ!

স্বর্ণ তাহার স্বর্গগতা মাকে ডাকিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিল। মা তুমি দেখে যাও এমন অরক্ষনীয়া মেয়েও তুমি পেটে জায়গা দিয়েছিলে। এত লোক এলো, গেলো, কারও কি মনে ধরলো না?

স্বর্ণ রাগ করিয়া দামিনীকেও কহিতে লাগিল—রাক্ষুসী এমন অদৃষ্টে নিয়েও তুই জন্মিয়েছিলি; তোর জন্য আমার বাবার ঘাড় হেঁট হতে হ'লো। তোর মরাই উচিত ছিল।

দামিনী একথার কোন সদর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। সে যে কেন অমনোনীতা হইল, তাহার একটা কৈফিয়ৎ তাহার কাছে ত নাই!

ভবনাথ কহিলেন, যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে।

স্বর্ণ কহিল, যা আছে তাই কি বাবা? এই ত আমরাও ত তোমার ঘরে কন্যাদায় নিয়ে ঢুকেছিলুম। কই আমাদের জন্য ত তোমায় এত ভাবনায় পড়তে হয় নি। জন্মাবার পর মাকে খেয়েছে, এইবার তোমাকেও খাবে।

ভবনাথ দেখিলেন দামিনীর চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া উঠিতেছে। স্বর্ণকে কহিলেন, সে আমার টাকার অভাব; দামিনী তার কি করবে, তোমাদের বেলায় হাতে টাকা ছিল, চাকরী কর্ত্তুম ভাল। আর আজ যা পেন্সন পাই তা খেতে, আর বাসা ভাড়া দিতেই ফুরিয়ে যায়।

"আর দামিনীর স্কুল কলেজের মাইনেতেও কম খরচ হয় না

বাবা সেটাও ব'লো; বলিয়া স্বর্ণ মুখটা ভার করিয়া দামিনীর দিকে চাহিয়া রহিল।

ভবনাথ কহিলেন, ছেলে থাকলেও ত খরচাটা হতো।

স্বর্ণ কহিল, হ'তো বটে, আবার সেই খরচাটা ঘরে ফিরে আসতো; ছেলের বিবাহের সময়! আর এ মেয়েকে পড়ানো "ন দেবায় ন গোবিন্দায়" এই আর এক তোমার অনাসৃষ্টি বাবা।—মেয়ে মানুষ হ'লো সংসারের দাসী বাঁদী।—সে খাবে, পাট ক'রবে, ছেলে মানুষ ক'রবে তার পক্ষে এসব কেন?

ভবনাথ কহিলেন, মা স্বর্ণ বাপের ছেলের প্রতি যে কর্ত্তব্য মেয়েরও প্রতি সেই একই কর্ত্তব্য; তোদের বেলায় তা পালন করিনি ব'লে আজ তোদেরি মুখ হ'তে এমন কথা শুনতে হ'লো। ছাখ্ সংসারে মেয়েরা শুধু দাসী বাঁদী পাটকরুনীই নয়। তারা মানুষও বটে। ভার যদিও তাদের জন্য একটু বেশী বইতে হয় বটে, তাই ব'লে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত রাখাও কর্ত্তব্য নয়।

সেই জন্যেই ত বাবা ওর বিয়ে হতে এত দেরী হচ্ছে, মেয়ে মানুষের লেখা পড়া শেখানো এক বালাই। বাবাকেও ভাব্তে হয়, আহা আমার এমন লেখা পড়া জানা মেয়েটিকে......... কথাটাকে পাল্টাইয়া দিয়া—স্বর্ণ আবার কহিল, যা হোক বাবা এইবার পাকা দেখা শুনো ক'রে তবে আমাদের নিয়ে এসো, আমরা ত মাসেক ছমাস এখানে থাকৃতে পারবো না।

পিতা কহিলেন, সেই ভাল।

যাইবার দিন স্বর্ণ, ভগিনীকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া

কহিল, কিছু মনে করিস্‌নে ভাই। ঘরে মেয়ে বয়স্থা হ'লেই আত্মীয়স্বজনেরা দু'কথা বলে থাকে, আমাদের পত্র লিখিস, আর ফাল্গুন মাসে সেই বাসন্তী পূজার সময় যদি যেতে পারিস্ পত্র দিস। দামিনী হাসিয়া কহিল। আমি রাগ করিনি দিদি। তোমার কথায় আমার কখনো রাগ হয় না।

স্বর্ণ চলিয়া গেল। দামিনীও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। আর তাহাকে রোজ রোজ তাহার দিদির খেয়ালের মুখে দাঁড়াইতে হইবে না। পমেড বা রুম অব্‌রোজ—মাথা ঘসা এসব যেন তাহার ভারের মত বোধ হইতেছিল। তাহার উপর এই টান করিয়া ফিরিঙ্গী খোঁপাটাকে লইয়া সে কি যন্ত্রণাতেই না পড়িয়াছিল।

কয় দিনের পর সই অনিমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া. দামিনী ডাকিল, সই।

সই উপর হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, কি ভাই দামিনী এলি? কোন্ দাড়িমুখো পছন্দ করে গেল এবার?

দামিনী চারিদিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া কহিল, এবার আর পছন্দ—অপছন্দের বালাইটা কেটে গেছে ভাই, বাবা হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

"বলিস কিরে তাহ'লে ত তোর ভাগ্যি ভাল।"

হাঁ ভাই বাবা ব'লেছেন এমন ধারা আর তিনি পেরে উঠ্‌বেন না, মেয়ে যদি কোন দিন স্বয়ম্বরা হ'তে পারে তবেই—

"তোর ত খুব ভাগ্যি দামিনী। তোর শাপে বর হ'য়ে গেছে। এখন খুব নিশ্চিন্তে ফুলের মালা কবিতার মালা গাঁথতে পারবি।

একটা মাস যে কলেজ কামাই হ'য়ে গেল সে গুলো সেরে নিবি ত?"

"নিশ্চয়ই! এগ্‌জামিনটা ত দিতেই হবে।"

তাহাদের কথা হইতেছে এমন সময় অনিমার মা সারদাসুন্দরী ও অনিমার দাদা শাক্যসিংহ রায় আসিয়া কহিলেন, কিরে দামিনী তোর বিবাহের দিনটা ফস্কে গেল।

অনিমা কহিল, হাঁ দাদা ও এখন নিশ্চিন্তে একটু পড়া শুনো ক'রতে পারবে।

শাক্যসিংহ কহিলেন, আর ভবনাথ বাবুরও ভার অনেকটা হাল্কা হ'য়ে গেল। যে টাকাটা জামাইটিকে ঘুস দিতেন। সেই টাকাটা মেয়ের পড়াতে খরচ করলে ঢের ভাল ফল হ'য়ে যাবে। এ যুক্তি আমিই তাঁকে দিয়েছিলাম।

সারদাসুন্দরী কহিলেন, দেশের লোকের কি সে দিকে হুঁস আছে বাবা। আট হাজার দশ হাজার এক একটা মেয়ের বিয়েতে পণ দিচ্ছে, জামাই বাবাজী সেটাকা রোশনাইয়ে উড়িয়ে দিলেন। তারপর মেয়ের নিত্য লাঞ্ছনা, নিত্য দুর্গতি।

শাক্যসিংহ কহিলেন, না মা দেশের স্রোত আমরা ফেরাবো তুমি দেখো, আমাদের অনিমাকেও স্বয়ম্বরা হবার সুযোগ দিতে হবে। সমাজে দিনকতক এতে কানাঘুসো চলবে বটে। কিন্তু পরিণামে এই বড় শ্রেয়োটার কাছে সবাইকে মাথা হেঁট করতেই হবে।

সারদাসুন্দরী কহিলেন, দামিনী এমন পরীর মত মেয়েটি, তার বিবাহেও যখন তার বাবাকে এতখানি ভাব্‌তে হয়েছে

তখন আমাদের অনিমা টনিমার ত কথাই নাই। আগে ত ছিলই কন্যার সুপাত্র না জুটলে কন্যাকে চির অনূঢ়া রেখে ঘরেই রাখা যেতো, তবু অপাত্রে কন্যা দেবার কোন কথাই ছিল না। আজ সব উল্টো চলচে, জামাই গোমূর্খ হোক যাই হোক মেয়েটাকে হাতে পায়ে বেঁধে, তার পায়ের তলায় ফেলে দিতেই হবে; নইলে তার মুক্তি নাই।

শাক্যসিংহ কহিলেন, আগে টিকিনেড়ে যা হয়ে গেছে এখন পুঁথি নেড়েও তা করতে পারবে না। চমৎকার হয়েছে। দামিনী এফে পাশ করুক। ওর বরের আবার ভাবনা।

দুই সখীতে লজ্জিত হইয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। ইতি মধ্যে ধূর্জ্জটি আসিয়া রঙ্গমঞ্চে উপনীত হইল। ধূর্জ্জটি শাক্যসিংহের বন্ধু, আগে নাম ছিল রমণীমোহন, শাক্যসিংহ তাহা কাটিয়া ধূর্জ্জটি করিয়াছেন।

এ বিষয়ে শাক্যসিংহের মত এই যে সংসারে নাম জিনিষটাও নিতান্ত ফেলনা নয়। তাহারও একটা মূল্য আছে, এই জন্য যাহারা দেশের কাজ করিবে, তাহাদের পক্ষে রমণীমোহন হইলে চলিবে না, তাহাদের হইতে হইবে, ধূর্জ্জটী, শাক্যসিংহ, প্রবুদ্ধানন্দ ইত্যাদি।

চা-সভার যাত্রীরা আসিতেছেন দেখিয়া সারদাসুন্দরী কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

শাক্যসিংহ অন্দরের দিকের দুয়ারটার পর্দ্দা টানিয়া টেবিলের পশ্চিম ধারটায় বসিয়া পড়িলেন।

ধূর্জ্জটি পূর্ব্বধারে একখানা খবরের কাগজ হাতে লইয়া বসিল।

(২)

একথা সে কথার পর শাক্যসিংহ কহিলেন, ওহে ধূর্জ্জটীবাবু তোমাদের সেই রেশম কলটার খবর কিহে!

ধূর্জ্জটি কহিল, শুভই; এক রকম সেই খবরটা শোনাবার জন্যই তোমার কাছে বিশেষ করে এসেছিলুম।

শাক্যসিংহও একখানা খবরের কাগজে মুখ দিয়া ছিলেন, একটু উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, কি রকম শুনি? তবু ভাল যে দেশের একটা লুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাব চলেছে।

ধূর্জ্জটি কহিল, সে প্রস্তাব এক রকম কার্য্যে পরিণত হবারই উপক্রম হয়েছে।

"বল কি?"

"হাঁ! আর আমাকেও—"

"তোমাকেও কি হে—খুলেই বলে ফেল না।"

"শ্রীভগবানের কৃপায় না কাজে লাগলে, ঠিক—"

"বলি তোমাকেই কি ম্যানেজারী পোষ্টটা নেবার অনুরোধ হয়েছে নাকি?"

"হাঁ সেই রকমই শোনা যাচ্ছে—"একটু আমতা আমতা করিয়া ধূর্জ্জটি মাথা চুলকাইল।

"খুব ভাল ধূর্জ্জটিমোহন। আজ আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদেরি এক বন্ধু দেশের একটা লুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনরুত্থানের জন্য প্রাণ মন দিতে চলেছেন।" টেবিলের নিম্নে সকালবেলাকার লুণ্ঠিত সূর্য্য কিরণ যেন শাক্যসিংহের এ আনন্দে যোগ দিল। শাক্যসিংহ কহিলেন, কবে যাবে তার কিছু ঠিক হয়েছে।

"বোধ হয় পরশু……"

'মাকেও তা হ'লে ত খবরটা দিতে হচ্ছে। মা ও এতে কম সুখী হবেন না। দামিনী অনিমা তারাও শুনে কত খুসী হবে। বেহারাকে ডাকিয়া কহিলেন, ওরে—রামশরণ তোদের ধূর্জ্জটি বাবুর জন্য ভাল এক পেয়ালা চা।

ধূর্জ্জটি হাসিয়া কহিল, আর তোমার জন্য ?

শাক্যসিংহ কহিলেন,—আমার ত সব সময়ের জন্য আছেই হে। ভাত না হোক চা টা চাই। ইতিমধ্যে পেছনের দরজা ঠেলিয়া আর একটি চায়ের উমেদার সকালবেলাকার বন্ধু, রুক্মিণী-কান্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শাক্যসিংহ আবার হাঁকিয়া কহিলেন, আর এক পেয়ালা চা রুক্মিণী বাবুর জন্য।

রুক্মিণী আসন গ্রহণ করিলে শাক্যসিংহ কহিল, ওহে রুক্মিণী-হরণ শুনেছ ? আমাদের ধূর্জ্জটি বন্দরপুরের রেশম কুঠির ম্যানে-জার হয়ে যাচ্চে।

রুক্মিণী কহিল, সুসংবাদই বটে। আমাদেরও কাছে মাঝে মাঝে স্যাম্পেল আসবে।

শাক্যসিংহ কহিলেন, ওহে না—না স্যাম্পেলটাই কিছু বড় না। এতে দেশের কত অনাথ আতুরের অন্নের সংস্থান হয়ে যাবে। ওঁরা দাদন দেবেন, আর গৃহস্থেরা রেশমকীটগুলি এদের কারখানায় দিয়ে যাবে। সেখানে সুতো তৈরী হবে। জাপান ফেরৎ বিশেষজ্ঞও একজন মিলে গেছে। ঠিক হবে। বাস্তবিক দেশের বড় মানুষদের মতিগতি যদি এই রকম হয়—

রুক্মিণী একবার ধূর্জ্জটির মুখের দিকে চাহিয়া চার পেয়ালাটায় একটা চুমুক দিয়া কহিল, কাপ্তেনটি তোমার কেহে ধূর্জ্জটি বাবু!

ধূর্জ্জটি তখন খবরের কাগজের আড়াল হইতে পর্দ্দার ফাঁক দিয়া মুহূর্ত্তের জন্য বাড়ীর ভিতরকার এক তরুণীর গৌর তনুলতাটির পানে চাহিয়া লইতেছিল। উত্তরের বাতাসে যখন পর্দ্দা একটু একটু সরিয়া যাইতেছিল তখন তাহার মুখখানিও বাদ যাইতেছিল না। অনেকবারই ধূর্জ্জটি এ লতার পানে চাহিয়াছে। এবং সে মুখও তাহার অপরিচিত নহে। এ যে অনিমার সখী দামিনী।

দামিনীও যে ধূর্জ্জটির গোপন দৃষ্টি সঞ্চালন না দেখিতে পাইতেছিল তাহা নহে। তাহারও বয়স ধর্ম্মে সে স্থির হইয়াই বসিয়াছিল এবং বই মুখে দিয়া দৃঢ় পাঠানুরক্তার ভাণ দেখাইতেছিল। আর এক একবার বাহিরের ঘরটার পানে চকিত দৃষ্টি হানিয়া সম্মুখের গৃহকর্ম্মারতা সখী অনিমার সহিত কথা কহিতেছিল। এরকম মূঢ় অভিনয় দামিনীর আজ নূতন নয়—মাঝে মাঝে অনেকবার করিতে হইয়াছে এবং তাহার সখীরও সেটা দৃষ্টি এড়ায় নাই।

রুক্মিণীকান্তের কথায় ধূর্জ্জটি একটু হাসিল মাত্র। কোন উত্তর দিল না। আবার একবার অন্দরের দিকটায় দৃষ্টিপাত করিয়া লইল।

রুক্মিণী কাগজটার উপরে তাহার বেড়াইবার ছড়িটা দিয়া আঘাত করিয়া কহিল, ওহে কাপ্তেনের খবর নাই দাও, কথাই কও, বলি বন্দরপুর জায়গাটি কোথায়?

ধূর্জ্জটি মুহূর্ত্তে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া কহিল, আমার এমন কবিতাটিকে মাটি করে দিলে হে।

রুক্মিণী কহিল, ইংরাজী সাপ্তাহিকের আবার কবিতা,—তাই আবার পড়তে হয়?

ধূর্জ্জটি কহিল, না হে মন্দ না, আমি তার একটা তর্জ্জমাও কর্‌ছিলুম মার্জ্জিনে লিখছিলুম, দেখো—

তুমিই কি সেই লক্ষ্মী আমার—
চাঁদনী রাতের প্রেমের ধারা
সন্ধ্যা ঘুমে হারিয়ে গিয়ে স্বপ্নে এসে দিলে ধরা।—

নীল পেন্সিল দিয়া দাগ দিয়া কবিতাটা রুক্মিণীকান্তকে দেখাইল।

শাক্যসিংহ কহিল, তোমার যে দেখছি কবিত্বটা এখনও সংসারের হাটে দম বন্ধ হয়ে মারা যায় নি। আমরা ওসব অনেক দিন চুকিয়ে বুকিয়ে এসেছি।

ধূর্জ্জটী হাসিয়া একটু উচ্চ কণ্ঠেই কহিল, কি করি শাক্য। বু জীবনটাকে কেবল নিছক কাজ দিয়েই ভরিয়ে তুলতে পারিনে—

কবিতাও চাই বৈকি। সে যে প্রেয়সীর চুম্বনের মত! তার মধ্যে মধুর রকম একটা মাদকতা আছে!

রুক্মিণী কহিল, কবিতার ব্যখ্যা আমরা শুনতে চাইনি ধূর্জ্জটি-বাবু! বলি কাপ্তেনটি কে—পাড়া গেঁয়ে? না এই কলকাতাতেই বাড়ী? বেশ দুপয়সা আছে ত?

নিশ্চয়ই! তা নইলে একটা রেশমের কারবার খুলতে পারেন? এই কলকাতাতেই বাড়ী, তাঁর পিতা এককালে বড় উকীল ছিলেন। দেশের কাজে তাঁর কি উৎসাহ তাব কি বল্‌বো!

শাক্যসিংহ কহিলেন, তিনি মহৎ!

রুক্মিণী। হাঁ তাতে আর ভুল নাই। অতি মহৎ তিনি, নইলে এ সর্ব্বনেশে খেলায় মাত্‌বেন কেন? তাঁর অভিভাবকও কেউ নাই, বোধ হয় বটে হে ধূর্জ্জটিচরণ। বড় লোকের ছেলে, যুবা বয়স, হাতে অগাধ পয়সা পেয়েছে। তাতে পেছনে স্তাবকের দল।...

ধূর্জ্জটি গম্ভীর স্বরে কহিল, জানো তিনি বি, এ পাশ করেছেন।

নিশ্চয়ই জানি নইলে তোমরা তাঁর প্রাণে এ সুর কি জাগাতে পারো? কুঠি করো, কুঠিয়াল হও, ক্ষতি নাই বন্ধু কিন্তু, বাবুগিরীর চোটে শেষকালটায় বাবুটিকে শুদ্ধ ফতুর করে পথে না দাঁড়াও।

শাক্যসিংহ কহিলেন, রুক্মিণীকান্ত তোমার দেখছি নিজের জাতটার পরে মোটেই শ্রদ্ধা নাই, বা তাদের ভিতরে যে একটা কার্য্যকরী শক্তি আছে সেটার দিকেও আস্থা নাই। কি অন্যায়, ধূর্জ্জটির দিকে চাহিয়া কথাটা যেন একটা আর্ত্তস্বরে স্তনিত হইয়া উঠিল।

রুক্মিণী কহিল, অন্যায় কিছুই নয়। কথাটা ঠিকই, আমি বরাবর দেখে আসছি বাঙালী কবিতা লিখতে পারে, কলম পিশতে পারে, কেজো কাজে সে কিছুই নয়। তার কারণ প্রাণে স্ফূর্ত্তি নাই। এই রকমই আমার ত অভিজ্ঞতা। অবশ্য কেজো লোক ন[illegible] নয়। আছে। হয়ত তাদের কেউ চেনে না কিম্বা হুজুকেই ও খোসামুদি বিদ্যাটা ভাল অভ্যাস নাই।

শাক্যসিংহ কহিলেন, কিন্তু তোমরা এইবার দেখো এই সমস্ত জীবন্ত উৎসাহ হতে কি রকম কাজ আদায় হয়।

রুক্মিণী কহিল, হয়ত ভালই। আমরাও জানবো যে আমাদের পরিচিতদের মধ্যে কয়জন লোক এসেছিল যারা দেশের কাজ করে গেছে।

ধূর্জ্জটি কহিল, ওহে রুক্মিণীবাবু, গাছে কাঁটাল গোঁপে তেল দিতে নাই। কাজ দেখে তারপর সমালোচনা করতে হয়।

রুক্মিণী কহিল, অবশ্য।

ইতিমধ্যে বেলা সাড়ে আটটা বাজিয়া গিয়াছিল। আফিসের বেলা হয় দেখিয়া রুক্মিণী উঠিয়া পড়িল। শাক্যসিংহও বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। ধূর্জ্জটিও একাকী কতক্ষণ বসিয়া থাকিবে? খানিক কাগজ পত্র পড়িবার ছল করিয়া এধার ওধার ঘুস ঘাস করিয়া ঘুরিয়া উঠিয়া পড়িল।

পর্দ্দার আড়াল হইতে কিন্তু আর একবার স্বপ্নসুন্দরীদের দর্শন মিলিল না। যেন বাস্তবের একটু কোলাহল হইতেই তাহারা সরিয়া পড়িয়াছে।

তবু ঘরখানা ছাড়িয়া যাইতেও কি বেদনা। যেন হাজার রকম যাদু তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, লুব্ধ ভ্রমরের মত এখানে একটা নন্দনের গোপন গন্ধ পাইয়াছে, একটা গুঞ্জরণ গীতি না ছড়াইতে পারিলে যেন তাহার পক্ষে সোয়াস্তি নাই!

আবার একটা কি মনে পড়ায় খবরের কাগজট[illegible] ন খস্‌খস করিয়া খানিকটা লিখিয়া উঠিয়া পড়িল। বেহ[illegible]াকে [illegible], দ্যাখ তোদের বাবুকে বলিস আজ বোধ হয় সন্ধ্যে বেলাটায় আসতে পারবো না।

বেহারাটাকে জানানো হইল যেন সে এখানকার সন্ধ্যা বেলা-কার একটা অত্যাবশ্যক সামগ্রী। বেহারাটিও তাহা বুঝিত, তাই সে ঘাড় নাড়িয়া সেলাম দিল।

ধূর্জ্জটি চলিয়া গেল।

ধূর্জ্জটি চলিয়া যাইতেই দামিনী ও অনিমা খবরের কাগজ পড়িতে এই ঘরে প্রবেশ করিল।

যে চেয়ারটিতে রুক্মিণীবাবু বসিয়াছিল অনিমা সেইটাতে আসিয়া বসিল। দামিনী পূর্ব্বদিকের চেয়ারটাই দখল করিল।

অনিমা একখানা কাগজ তুলিয়া সখীর দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া কহিল, ঘর থেকে চলে গেল, তবু গন্ধটুকু বিদায় নেয়নি। ধূর্জ্জটি বাবুর রুমালের গন্ধে ঘরটা ভরে আছে।

ধূর্জ্জটিবাবু ছাড়া আর কেউকি রুমালে গন্ধ মাখেন না বলিয়া দামিনী খবরের কাগজটা মেলিয়া ধরিল।

অনিমা কহিল, ঐ দেখ সই ধূর্জ্জটিবাবুর সম্বন্ধে একটা কথা

পাড়লেই তোমার যেন কেমন রাগ! এ ভাই ভারি অন্যায়। কেন ধুর্জ্জটিবাবুটি ত আর ব্রহ্মচারী নন, যে তাঁর বাস মাথা নিষেধ, টেরি কাটা নিষেধ—জুতো পায়ে দেওয়াটাও ঐ নার মধ্যে, হাঁ এঁ তো ভালই যে তিনি একজন সৌখীন পুরুষ।

দামিনী কোন উত্তর না দিয়া একখানা খবরের কাগজের দিকেই মন নিবিষ্ট করিয়া রহিল এবং ধুর্জ্জটি বাবুর পরে অনিমার খোঁচাটা ভুলিতে চেষ্টা করিল।

অনিমা তাড়াতাড়ি নীল পেন্সিলে দাগ দেওয়া কবিতাটা বাহির করিয়া বলিয়া উঠিল, ও সই দেখেছিস। একি কীর্ত্তি ধুর্জ্জটিবাবুর। বলিয়া মার্জ্জিনে লিখিত ধুর্জ্জটিবাবুর নাম সহি করা তর্জ্জমাটা পড়িয়া গেল।

অস্তরবির যত্নে গড়া রক্তলালের গোলাপদলে
হাসিটি ভাসিয়া বিমল অধরে গিয়াছে মেলে......
তুমিই কি সেই লক্ষ্মী আমার, চাঁদনী রাতের প্রেমের ধারা
সন্ধ্যা ঘুমে হারিয়ে গিয়ে স্বপ্নে এসে দিলে ধরা।

ভাই অবাক্ করলে! এতবড় কাঠ খোট্টাই ধরণের মানুষের ভিতর হ'তেও কবিতা বেরুতে পারে? আশ্চর্য্য!

দামিনী কবিতাটির পানে চাহিতে চাহিতে ধীর স্বরে কহিল, কবিতা হচ্চে অন্তরের সামগ্রী, আনন্দাবেগে নির্ঝরের মত নৃত্য করতে করতে কল্প রাজ্য দিয়ে ছুটে আসে, সে ত সরু মোটা কালো সাদার অপেক্ষা রাখে না।

অনিমা কহিল, রাখে না সত্য, কিন্তু ঐ পাশের বাড়ীর চৈতন

পোদ্দার, সকাল হ'তে সন্ধ্যা পর্যান্ত, গহনা বন্ধক রাখা আর সুদ কসাই যার কাজ, সে যদি নাচুনি ছন্দে একটা বিলেতী কবিতার ও তর্জ্জমা করে নিয়ে আসে তা'হলে যে কবিতার উপরেও ঘেন্না হয়। দামিনী কহিল, জটিবাবুকেও তোমরা তাই পেয়েচ নাকি। অনিমা পরিহাস করিয়া কহিল, ঐ দেখ এতেও তোমার যেন একটু রাগের আমেজ বেরিয়ে আসচে, কেন ভাই জটি বাবুটি তোমার কে? উনি ত আর...........

দামিনী অনিমার মুখটায় হাত দিয়া কহিল, ছাখ, কেউ নয় সত্যি! কিন্তু ব্যঙ্গের লোক ছাড়া আর কাউকে ব্যঙ্গ ক'রলে আপনি রাগ হয়। তুই ঐ চৈতন পোদ্দারের উপর যত খুসি ব'লে যা না আমার মোটেই রাগ হবে না। কিন্তু এমনতর একটা আস্ত মানুষকে নিয়ে......

এমন সময় আপিসের পোষাক পরিয়া শাক্যসিংহ অন্দর হইতে এই বাহিরের ঘরটায় উপস্থিত হইয়া, রামচরণকে আদেশ করিলেন, এক ক'লকে তামাক নিয়ে আয় ত রামচরণ।—

দামিনী ও অনিমা খবরের কাগজ রাখিয়া সরিয়া পড়িতেছিল।

শাক্যসিংহ কহিল, তোদের কাগজ পড়া হয়ে গেল? অনিমা কহিল, হাঁ দাদা হার্টল্যাণ্ড বলে আটল্যান্টিকে একটা দ্বীপ আছে সেখানেও যুদ্ধ বেধে গেছে। দেখছি, যুদ্ধটা নিতান্ত অসভ্যদের ভিতরেও হয়। নিশ্চয়ই—বলিয়া শাক্যসিংহ কহিল, শুনেছিস্ তোমাদের ধুর্জ্জটি বাবু পুরবন্দরের রেশম ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার হয়ে যাচ্ছে।

অনিমা সবিস্ময়ে কহিল, তা ত শুনিনি দাদা তা'হলে ত সে খুব সুসংবাদ বটে—বলিয়া দমিনীর দিকে চাহিয়া লইল। দমিনী তখন পর্দ্দার ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

শাক্যসিংহ কহিল, হাঁ ভদ্রলোকের বেশ হবে। দেশের বিষয়গুলো যেমন অযত্নে হারিয়েছে, তেমনি যত্নে একটা ভাল চাকরী জুটে গেছে, মাইনেও অনেকগুলো টাকা!

অনিমা কহিল, পুরবন্দর সে কোন্ জেলায় দাদা ?

শাক্যশিংহ কহিল, বুঝি সিউরি জেলায় অজয়ের ধারে কোথায় হবে।

• অনিমা কহিল, বেশ হবে দাদা ধুর্জ্জটিবাবু সেখানে যান তারপর আমরাও একবার দামিনীকে নিয়ে সেখানে বেড়াতে যাবো।

দামিনী আমি আর দাঁড়াতে পারি নি ভাই বলিয়া পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইল।

অনিমা কহিল, একটা ভাল কথা তোর দুদণ্ড দাঁড়িয়ে শুনতেও লজ্জা বলিয়া ঘড় হইতে বাহির হইয়া দামিনীকে জড়াইয়া ধরিল।

দামিনী একটা কোপ কোপ কটাক্ষ হানিয়া কহিল, একি তোর রকম? •

অনিমা কহিল, ঐ রকম ভাই। তারপর দামিনীর বুকটায় মাথা রাখিয়া কহিল, আমি শুনতে পাচ্চি তোর ভিতর হতে যেন একটা আওয়াজ আসচে সে যেন বলচে আমি পেয়েচি আমি চিনেছি এই পৃথিবীর বুকের উপরেই তুমি আছো!

দামিনী অনিমাকে ছাড়াইয়া লইয়া এবাড়ী হইতে আপনাদের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

(৩)

স্বর্ণ তাহার শ্বশুরবাড়ী হইতে পিতা ভবনাথকে একখানি পত্র লিখিল। তাহা এইরূপ,—

"বাবা আমাদের বর্দ্ধমানে একটি পাত্র আছে, সম্পর্কে আমাদের দূর আত্মীয়। লেখাপড়ায় দামিনীর অপেক্ষায় কম যদিও তবু বিষয়আশয় যথেষ্ট আছে। প্রথম পক্ষের পত্নী মারা যাওয়াতে তিনি দ্বিতীয় পক্ষে সংসার করিবেন। খরচ পত্রও হইবে কম। এখানে বিয়ে দিলে মেয়ের খাওয়া পরার কোন কষ্ট হইবে না। পত্রপাঠ উত্তর দিবেন।"

ভবনাথ পত্রখানি হাতে করিয়া শাক্যসিংহের সন্ধানে গমন করিলেন। শাক্য তাঁহাকে দামিনীর বিবাহসম্বন্ধে একটু আশা দিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার এ গমনের উদ্দেশ্য! নহিলে যে কাল পড়িয়াছে, তাহাতে ঐ দ্বিতীয় পক্ষের বরেই কন্যা সমর্পণ সম্বন্ধে ইতস্তত করিবার তাঁহার কোন কারণ ছিল না।

শাক্যবাবু তখন তাঁহার প্রভাতিক চার আসরে বন্ধুবান্ধব লইয়া মজলিস জমাইয়া তুলিয়াছিলেন। আজকের বক্তৃতাটী হইতেছিল নারীর অধিকার লইয়া, বৈদিক যুগেই বা নারীর কি অধিকার ছিল, মধ্য যুগেই বা কি ছিল, এখনই বা কি আছে এবং ভবিষ্যতে কতদূর অধিকার তাহাদের দেওয়া যাইতে পারিবে

এই সম্বন্ধের তর্কবিতর্ক হইতেছিল। সেখানে প্রধান বক্তাই ছিলেন শাক্যবাবু, এবং তাঁহার যুক্তিপূর্ণ কথায় কাহারও টুঁ করিবার উপায় ছিল না। প্রথম খানিক রুক্মিণীকান্ত তাহার স্বভাব-সমালোচনাতীক্ষ্ণ রসনা লইয়া লড়িয়াছিলেন, এখন নিশ্চিন্তে টেবিলের ধারটীতে বসিয়া চার পেয়ালার সহিত আলাপ জমাইতেছেন।

নারী যে সংসারে শুধু অনাবশ্যক আবর্জ্জনা মাত্র নহে; বা বাঁদী পাটকরুণীও নহে; তাহারা যে লক্ষ্মী, কল্যাণী, জননী, একথাটা শাক্যসিংহ সকলের মনে দৃঢ় মুদ্রিত করিয়া দিলেন। আরও তাহারাও যে মানুষের অধিকার লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহে, মুক্তির স্বাদ অনুভব করিতে তাহারাও যে সক্ষম,—একথাটা বেশ জোর দিয়াই বলিয়া গেলেন।

পর্দ্দার আড়ালে অনিমা ও দামিনী দাঁড়াইয়াছিল। সেদিন একটু তর্কবিতর্কের গন্ধ পাইয়া আপনাদের পাঠগৃহ হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল; এ রকম তাহারা মাঝে মাঝে আসিয়াও থাকে।

বৃদ্ধ ভবনাথও খানিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে আলোচনা শুনিয়া লইলেন। পেন্সিল দিয়া পকেটের নোটবুকখানাতে দু একটা টুকিয়াও লইলেন। ভাবিলেন এই সব কথা লইয়া, হিন্দু সপ্তাহিকে বেশ একটা প্রবন্ধ লেখা যাইতে পারিবে। এ বাইটা ভবনাথ-বাবুর কখন কখন চাগিয়া উঠে।

ঘড়ির কাঁটা যখন সআটটার ঘরে পৌছিল তখন সভা ভঙ্গের

আর বিলম্ব নাই বুঝিয়া ভবনাথ টেবিলের ধারের একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, "তাহ'লে আমিও একটা কথা ব'লতে পারি শাক্যবাবু? সবই ত শুনলাম। কথা খুব স্পষ্ট বটে, কিন্তু দেশের লোক স্পষ্ট কথা শুনতে চাইবে কি? তারা চাইবে শাস্ত্র-পুরাণ, তারা রং দিয়ে বুঝবে পরাধীনতাই নারীর ধর্ম্ম!

শাক্যসিংহ কহিলেন, সেইজন্য আমরাও আর কোন তর্ক-বিতর্কে কান দিই নে—আমাদের যেটা করবার সেটা কাজে দেখিয়ে, যেটা ব'লবার সেইটে ব'লে যাচ্চি।

ভবনাথ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, এখন আমার একটা কথা যে শুনতে হ'চ্চে! বলিয়া শাক্যসিংহের অতি কাছে মুখটি লইয়া গিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে দামিনীর বিবাহসম্বন্ধে সমস্ত খবর বলিয়া, পরে কন্যা স্বর্ণলেখার পত্রখানি দেখাইলেন।

শাক্যসিংহ পত্রখানা পড়িয়া কহিলেন, আমি যখন আশা দিয়েছি তখন মিছে কেন এর জন্যে আপনি ভাবছেন, আর আজ-কাল ভদ্র-গৃহস্থ-ঘরের কন্যারা ত একটু বয়স্থা হয়েই বিবাহিতা হয়।

"তোমাদের কথামত আমি বরাবর চলেও এসেছি শাক্যবাবু, কিন্তু উপস্থিত ঐ যে সমাজের চক্রবর্ত্তী অধিকারীগুলি, ওদের :—"

"বুঝেছি ওদের সবাইকার সঙ্গে যোগ রেখে চ'লতে হবে আপনাদের—"খানিক ভাবিয়া কহিল, একটি পাত্র স্থির করেছি। পাত্রটির খাঁই নাই কিছু যদিও; কিন্তু মেয়েটিকে বিয়ে পাশ অবধি

দেখতে চায়; অন্ততঃ একে অবধি পড়া, আমি তাঁকে দামিনীর সম্বন্ধে বলেছি।

ভবনাথ কহিলেন, কে বল দেখি বাবা?

শাক্যসিংহ কহিল, ঐ আমাদের ধূর্জ্জটি।

"ধটিবাবু যাঁকে ব'ল, আহা তিনি ত অতি পবিত্র লোক। পূর্ব্বদেশে না কোথায়—তাদের বড় জমিদারী ছিল না?

"হাঁ। আর মাস পাঁচছয় সবুর করতে পারবেন না? তাহ'লে ভাল হয়, ততদিন দামিনীরও পরীক্ষাটা শেষ হ'য়ে যায়। আর আমরাও কাজ গুছিয়ে নিতে পারি, তিনি আবার সংপ্রাপ্ত পূর্ববঙ্গ-এর রেশম-কুঠির ম্যানেজার হ'য়ে গেছেন কি না?

ভবনাথ এক নিঃশ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, তাঁদের যদি মত করিয়ে রাখতে পারো—শাক্যবাবু। তা'হলে পাঁচমাস কেন আমি এক বৎসরই অপেক্ষা করে থাকতে পারি; কারণ শাস্ত্রে বলেছেন, বরং কন্যা অনূঢ়া রাখা যায়, তবু

"হাঁ সে ঠিকই কথা। শাস্ত্র কথানুসারে কাজ আপনাকে করতেই হবে, অপাত্রে কন্যা দেবেন কেন?"

একটু আশার আলোক পাইয়া ভবনাথ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, বলবো কি দুঃখের কথা শাক্যবাবু, আমার বড় মেয়ে স্বর্ণ পত্র লেখে কি জানো? লেখে, মেয়েমানুষকে বেশী লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের মনে খানিকটা বেশী করে নৈরাশ্য পুরে দেওয়া কেন? তারা ত আর পয়সা উপায় করবে না।

শাক্যসিংহ চেয়ার হইতে উঠিয়া হাসিয়া কহিল,—তিনি জানেন

না হয় ত, তাই ঐরকম বলতে পেরেছেন ; কিন্তু আপনি এবার লিখে দেবেন, লেখাপড়া শিখে পয়সা উপায় করতে পারুক না পারুক, ভাল মা, ভাল গৃহিণী, হ'তে পারে—আর চাকরীই বা না করবে কেন? আমাদের দেশে এখনও লক্ষ লক্ষ শিক্ষিতা নারীর প্রয়োজন রয়েছে, তাঁরা দেশের নারীদের মধ্যে শিক্ষার বীজ বপন করে বেড়াবেন। কলম পিশতে নাই পারুক, কিন্তু এর ত প্রয়োজন রয়েছে।

ভবনাথ এসব কথার যৌক্তিকতা ভাল রকমই বুঝিতেন, তাই ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন,—তোমরা বোঝো তোমরা জানো, তোমরা ভালমন্দ সম্বন্ধে দু'কথা ব'লতে পারো, কিন্তু আমরা, যারা দেশের লোক সম্বন্ধে, দেশ সম্বন্ধে আদৌ ভাবি নি তাদের যে চারিদিকে পাথার দেখতে হয়।

"যান আপনাকে পাথার দেখতে হবে না। আগামী বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাসেই দামিনীর বিবাহের দিন স্থির করে দেব। বলিয়া ঘড়ির কাঁটাটার দিকে চাহিয়া শাক্যসিংহ স্নান-আহার করিবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

ভবনাথ শাক্যসিংহকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময় আর একবার কহিলেন,—ওকে তোমাদেরই একটি ছোট ভগ্নীর মত করে দেখো বাবা! আমি আর অধিক কি ব'লবো।

আহারের সময় শাক্যসিংহের জননী সারদাসুন্দরী কহিলেন,—হাঁ শাক্য, আজ বুঝি ভবনাথবাবু এসেছিলেন?

শাক্য কহিল,—হাঁ।

"বুঝি ঐ দামিনীর বিবাহ সম্বন্ধেই ব'লতে ?"

"হাঁ মা, দামিনীর জন্য আমাকে অনিমার চাইতে বেশী ভাবতে হ'য়েচে।"

সারদাসুন্দরী কাছটীতে বসিয়া কহিলেন,—তা ভেব, তোমার পিতার আমল হ'তে ভবনাথবাবু আমাদের বড় অনুগত। এক রকম আমাদেরই কথামত তিনি মেয়েটিকে এত বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখতে পেরেছেন, আর লেখাপড়াও শেখাচ্চেন—দেখো শেষকালে যেন কেউ না ব'লে বসে মেয়েদের শিক্ষার নামে আমরা সমাজে যথেচ্ছাচার আনচি। সুপাত্রে আর বিনা টাকায় দামিনীর বিবাহ দিতে হবে।

শাক্য কহিল,—ধুর্জ্জটিবাবুকে একরকম নিমরাজী করিয়েচি, এখন আর একবার তাঁর কাছে যেতে হবে। কিন্তু দেখ মা দামিনীর ত এই সতের আঠার বয়স, কুলীনের ঘরে পঁচিশ ত্রিশ পর্য্যন্ত অনূঢ়া কনে দেখেছি।

তা যাই দেখ, কিন্তু এই সমাজের কথা আমাদের মানতেই হবে। তোমার স্বর্গগত পিতা কি রকম সমাজ মানতেন তা তো অনেকবার তোমাদের ব'লেছি। আর একটা কথা শোন। একটু লেখাপড়া শিখে যখন আমরা সব বৈজ্ঞানিক মত দিয়ে আমাদের দেশের দুর্গোৎসব পূজা পার্ব্বণের বিচার ক'রতে লাগলুম এবং ওগুলোর উপরে ক্রমেই তামসিক ব'লে বীতশ্রদ্ধ হ'তে লাগলুম, তখন তিনি একদিন আমায় বল্লেন, দেখ এই পৌষপার্ব্বণ, সেজুতি

পূজো, ষষ্টি পূজো, মাকাল পূজো দুর্গা পূজো, এর ভিতরে একটা জাতির বৈশিষ্ট্য লুকানো আছে; ওগুলোকে বাদ দেওয়া আত্ম-বিসর্জ্জনেরই নামান্তর। সমাজের উচ্চ নীচ সবাইকারই সঙ্গে যে যোগ রাখা যায় তা তো ওরি মধ্য দিয়ে—আমি যে হিন্দু, আমি যে তেলী, তামলী, সদ্‌গোপ, ছুতোর, কর্ম্মকার হতে পৃথক নই—তার প্রাণ স্পন্দন ত ঐ নাড়ীতে।—কথাটা ক্রমে বুঝতে লাগলুম, তারপর হ'তে আর একটাও বাদদিই নি!

শাক্য ভক্তিপ্লুত নেত্রে মায়ের দিকে চাহিল এবং মনে মনে কহিল,—তোমার মত মায়ের সন্তান ব'লেই সকল দুর্গম পথে হাসতে হাসতে চ'লে যেতে পেরেছি। শাক্য আহার সমাধা করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল নয়টা বাজিয়া পনের মিনিট হইয়াছে, অফিস পৌঁছিতে হয় ত একটু বিলম্বই হইয়া যাইবে। সেদিন আর আহারের পর তামাক খাওয়া হইল না।

(৪)

কবে অনিমা বলিয়াছিল ধূর্জ্জটি দা, তুমি যে নূতন জায়গায় যাইতেছ সেখান হইতে আমাদের নিমন্ত্রণ করিও। সেই কথাটি মনে করিয়া ধূর্জ্জটি পত্রের পর পত্র লিখিতে লাগিল। এবার আরও একটু নূতন করিয়া লিখিল এখানে ঐতিহাসিক তত্ত্বেরও কিঞ্চিৎ গুঁড়া পড়িয়া আছে। রাজা বিক্রমাদিত্য লইয়া একটা

কিম্বদন্তী প্রায় এখানকার সকল লোকের মুখেই শোনা যায়। আর একটা ভগ্ন দুর্গ ও একটা প্রকাণ্ড রাজবাড়ীর ধ্বংশাবশেষও প্রায় ক্রোশেক জুড়িয়া পড়িয়া আছে।

পত্র পড়িয়া অনিমার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। ঐ সমস্ত ভগ্ন প্রাকার তাহার চক্ষে দেখিতে বড় সাধ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত দেখিবার সে সুযোগ জীবনে ঘটিয়া উঠে নাই। বইয়ে পড়িয়া ছবি দেখিয়া তাহাতেই যা কিছু তাহার কল্পনাপ্রিয় চিত্তবৃত্তির কৌতূহল চরিতার্থ হইয়াছে।

শাক্যসিংহকে, মাকে দিয়া ধরিল—যাইতেই হইবে। দামিনীকেও রাজী করিয়া লইল। দামিনীর মত ত ছিলই, তবে তাহার পিতামাতার মত হইবে কি না ভাবিয়া যে একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিল। অনিমা ভবনাথবাবুর কাছে যাইয়া মত করিয়া লইয়া সেই ইতস্ততঃটুকু ভাঙ্গাইয়া আসিল। ভবনাথ কহিলেন,—তোমরা যেখানে যাবে দামিনাও সেখানে যাবে। ছেলে বেলা হ'তে ও কলকাতার বার হয় নি। একটু বেড়িয়ে চেড়িয়ে দেখে আসতে পাল্লে, সে ত ভালই।

এখন পড়িতে হইল শাক্যসিংহকে লইয়া। শাক্যসিংহ কহিলেন,—দাঁড়া আমার ছুটি একটা হোক। না তোর ভাঙ্গা-কেল্লা দেখতে ছুটির দরখাস্ত ক'রবো। তোদেরও কলেজ আছে, পড়া শুনো কর। শীতের ছুটিটারও ত বড় আর বিলম্ব নেই। দুপাঁচদিন মাত্র আছে, ধূর্জ্জটিকে পত্র লিখে দে, ঐ শীতের ছুটিটার মধ্যেই যাওয়া হবে।

আনিমা কি করে, অগত্যা তাহাই স্থির করিয়া দিন গণিতে লাগিল। এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় দামিনীকে বলে,—ভাই কবে সে দিন আসবে। দামিনী হাসিয়া বলে, জানি নি। আনিমা আবার ইতিহাস ভূগোল ম্যাপ লইয়া লেখা জোখা করিতে বসিয়া যায়।

দামিনা হাসিয়া কহিল,—তুই কি পাগল হলি অনিমা।

অনিমা কহিল,—"না সই, মেপে দেখি তাই কত-দূর পথ। পুরে কিম্বা নাহি পুরে মনোরথ।" সে ভাঙ্গা দুর্গটার পরে যেন আমার সমস্ত মন অন্ধ পাখীর মত ঘুরে বেড়াচ্চে, যেন তার নীড় খুঁজে পাচ্চে না। ইতিহাসেওত ঐ জায়গায় কোন বিক্রমাদিত্যের খবর দেয় না।

দামিনী কহিল,—জানিস নি ও এক গুপ্ত বিক্রমাদিত্য, আমাদের দেশে অনেক বিক্রমাদিত্য, ওম্নি অনুসন্ধানের অভাবে আঁধারেই লুপ্ত হয়ে যাচ্চেন।

আমদেরত তবে এইবার পুরাতত্ব নিয়ে ঘাঁটতে হবে।

দামিনা কহিল,—তুই সব করবি, যা দেখবি তাতেই ওমনি লাফিয়ে উঠবি। তা হয় না, জীবনের লক্ষ্য এক দিকেই রাখতে হয়।

অনিমা একটু হাসিয়া কহিল,—তুই আমায় ঠিক ধরেছিস দামিনী। মনটাতে আমার কোন দ্বিধা সঙ্কোচ নেই কিনা, তাই যেথান হ'তে একটু আঘাত পাই, অমনি সেথানে একবারে কেঁদে ফেলি। তাই ত জীবনে কিছু করতে পারলুম না। কেবল

ভেসে ভেসেই চললুম। তবু পোড়া গানটাকেও যে থামাতে পারিনে,—"সে এক রজনী সুন্দরী অতি। নদীভার চলে তীরপথ ধরি। শরবন ভাঙ্গি……"

ইতিমধ্যে বর্দ্ধমান হইতে স্বর্ণ আবার ভবনাথকে পত্র দিল যে সেই দ্বিতীয়পেক্ষের পাত্র স্বয়ং কন্যা দেখিবার জন্য যাইতেছেন। লেখা পড়া জানা কন্যার নাম শুনিয়া পাত্রটির বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছে ইত্যাদি।

দামিনী আমিনাকে এ পত্র দেখাইল।

অনিমা কহিল,—বাবা কি ব'লচেন।

দামিনা। বাবার ত মত নাই-ই। তবু কি করবেন তিনি দায়গ্রস্থ, তাকে জোগাড় যত্ন করতে হবে বৈকি।

অনিমা। ঘরে ত সেই ঝি ছাড়া আড়া কেউই নাই। আমাদেরও নিশ্চয় ডাক পড়বে তুমি ত ক'নে হয়ে আর, বরের সামনে দাঁড়িয়ে খাবার-দাবার দিতে পারবে না।

দামিনী। তাতো না-ই—

অনিমা। আচ্ছা একবার তাকে দেখবো। ভদ্রলোকের মেয়ে ঘরের কোণে, একটু নিশ্চিন্তে লেখাপড়া করবে তাতেও তাদের সোয়াস্তি নাই। বিয়ে দাও! বিয়ে দাও! কেন পুরুষের শ্রীচরণের চট্টোপাধ্যায় না হলে বুঝি নারীর গতি মুক্তি নাই?

দামিনী কহিল,—এখন সেই রকমই ত দেখা যাচ্ছে।

অনিনা কহিল,—"চির কুমার সভা'খানা আর একবার আজ পড়তে হবে।

দামিনী কহিল,—না সই দেখিস, আমার বুড়োবাপ, কিছু বাড়াবাড়ি করে ফেলিসনে।

দামিনীদের বাড়ীর ঝি আসিয়া খবর দিল, যে, বর্দ্ধমান হইতে পাত্রী-দর্শনার্থী স্বয়ং আসিয়াছেন।' দামিনী অনিমা দুই জনকেই যাইতে হইবে।

দামিনী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

অনিমা তড়োতাড়ি ঝিকে কহিল,—কেমন লোকটি বল দেখি ঝি। বেশ জমকালরকম বাবু গোচের ত?

ঝি মুখটা বাঁকাইয়া কহিল,—নাগো অনিমা দিদি, তা হতে যাবেন কেন? গায়ে গরদের কোট কি চাদর সে সব কিছু নাই। এমন শীতকালে বড় লোকের ছেলে কিনা, একখানা চট ধোসা গায়ে দিয়েই এসেছেন। একেবারে ডাহা গোঁসাই গোবিন্দ মানুষ, ইয়া চৈতন ইয়া তিলক, ইয়া গলাবেড় কাঠের মালা, পায়ে ইয়া নাগরা জুতো। তোমরা না দেখলে আমি ঠিক বলতে পারবো না দিদি বাবু, তিনি কেমন! স্বর্ণ দিদির ত আর কাজ নেই! বলিয়া ঝি বাজারটা সারিয়া লইতে আগেই সরিয়া পড়িল।

দামিনী কহিল,—তুই যা অনিমা, আমি যাবো না। অনিমা কহিল,—যাবো, না বল্লেই তোর নিষ্কৃতি আছে? তুই ত আর খৃষ্টানের মেয়ে নস্! বাপ মা যাঁকে ইচ্ছা ধরে দেবেন মাথায় পেতে তাই নিতে হবে।

দামিনী শঙ্কিত স্বরে কহিল,—না ভাই তবু যেন ভালমন্দ

জিনিষটাকে চিনতে পেরেছি, তার কারণ আমরা ত আর ছেলে-মানুষটি নাই।

অনিমা একটা কটাক্ষ করিয়া কহিল,—তুই ভাবিস কেন দামিনী, আমরা বেঁচে থাকতে কি তোর বিয়ে ঐ খানে ঐ ঘাটের মড়াটার সঙ্গেই ঘটতে দেব? কখনও না?

দুই সখীতে দ্রুত বাহির বাড়ীর সম্মুখের ঘরটা দিয়া যেখানে ভাবীবররূপে আগন্তুকটী বসিয়াছিলেন সেইদিক দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় অনিমা একবার চকিতে ভাবীবরটির পানে চাহিয়া লইতেও ভুল করিল না। সেই চকিত সন্দর্শনেই বুঝিল, এটি গোবিন্দজীই বটেন! চাকরটাকে উচ্চকণ্ঠে কহিল,—হাঁরে বাবুকে তামাক দিসনি? বাবু খালি বসে বসে, কড়া বিড়ি খাচ্ছেন।

ভবনাথ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—বাবুটী যে তামাক খান তাতো জানিনি মা কিন্তু আমার ঘরেতে হুঁকার পাট নাই।

অনিমা কহিল,—যান পাড়ার পোদ্দারদের বাড়ী অনেক রং বেরংএর হুঁকা আছে, নিয়ে আসুন। জামাই বেহাই এলে হুঁকো জোগাড় করতে হয় তাও ভুলে গেছেন বাবা?

ভবনাথ ব্যস্ত হইয়া হুঁকার সন্ধানে বাহির হইলেন। অনিমা সেই অবসরে একবার আগন্তুকটিকে বুঝিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিল না। ঝিকে বেশ করিয়া শিখাইয়া পড়াইয়া এবং অনিমাও তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কথা কহিবে বলিয়া, বাহিরের ঘরের অন্দরের দিক্‌কার দরজাটার কাছে দাঁড়াইল। ঝি মাথায়

খুব খানিকটা ঘোমটা টানিয়া কহিল,—ওগো বাবু আপনাকে যে আমাদের দামিনী দিদির সই দেখতে চাইছেন।

ভাবীবরমহাশয় একবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন, তাড়াতাড়ি হাতের বিঁড়িটা ফেলিয়া চৈতন দোলাইয়া কহিলেন, আমার ভাগ্যি! বলিয়া একটু ওম্নি মুচকি হাসিয়াও লইলেন।

অনিমা কবাটের আড়াল হইতে কহিল,—জিজ্ঞাসা কর আমাদের স্বর্ণ দিদি বেশ ভাল আছেন ত?

ঝি বাবুটিকে একটু চেতাইয়া দিয়া কহিল,—শুনতে পাচ্ছো গো বাবু, উত্তর দাও?

ভাবীবর একটু রসিকতা করিবার জন্য কহিল,—যার জিজ্ঞাসা করিবার দরকার তিনিই করুন না? আমরা একেবারে কথা কইবার অযোগ্য না।

অনিমা অন্তরাল হইতে কহিল,—অযোগ্য নইলেও এখনও সে সময় আসেনি—

বরবাবু ঘাড় বাঁকাইয়া কহিলেন,—ভাল আছেন বৈ কি সব, আসবার আগে পর্য্যন্ত সবাইকার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল।

"স্বর্ণ দিদির বর, তিনি বেশ ভাল আছেন?"

"আছেন বৈ কি! আহা বড় ভদ্রলোক তিনি।"

অনিমা অসাবধানে একটু উঁকি দিতেই আগন্তুকটির সহিত চোখোচোখী হইয়া গেল। পিছাইয়া জনান্তিকে ঝিকে কহিল,—তুই বল, আমাদের দামিনীর বড় ভাগ্য যে অনেক শিব পূজা করে এমন গুণনিধির দর্শন পেয়েছে।

গোবিন্দের ইচ্ছা—বলিয়া আগন্তুক একবার হাসিয়া লইলেন।

ঝি জিজ্ঞাসা করিল,—বাবুর নাম কি বটেন?

"আমার নাম শ্রীজলধর হালদার।"

অনিমা আর সামলাইতে পারিল না। কবাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল,—আমরা এতদিন ধরে জলধরেরই অপেক্ষা করছিলুম, ভগবান এতদিন পরে চাতকীর পিপাসা মেটাবেন বলেই বোধ হয়। যে একটু সঙ্কোচ এতক্ষণ তাহাকে পীড়া দিতেছিল।—সেটা একেবারেই বিসর্জ্জন দিয়া ফেলিল।

জলধর বলিয়া উঠিলেন,—আহা গোবিন্দজীর ইচ্ছা!

অনিমা কহিল,—আপনার বাড়ীতে গোবিন্দজী ঠাকুর আছেন নাকি? জলধর বাবু?

জলধর কহিলেন,—আছেন বৈ কি, ঐ গোবিন্দজীর জন্য অনেক মামলা করতে হয়েছিল। এক রকম ঐ মকর্দ্দমার কাগজ-পত্র পড়া শোনা আর দেখানর জন্যই লেখাপড়া জানা মেয়ের খোঁজ করছিলুম। তা ঈশ্বরেচ্ছায়—

অনিমা কহিল, ঈশ্বরেচ্ছায়—তা মিলে গেছে যদিও কিন্তু লেখাপড়া জানার একটা ফল যা, আমাদের দামিনী ত ঐ আপনার গোবিন্দজীর কাঁছে দিনরাত মাথা নোয়াতে পারবে না। সে পরম দেবতার পদতলেই মাথা নুইয়েছে।

জলধর হাসিয়া কহিলেন,—আমরাই কি সবদিন নোয়াই মনে করেন? কালে ভদ্রে মকর্দ্দমার রায় বেরোবার আগে যা দেবতার দুয়ারে মাথা খুঁড়তে আসতে হয়। নইলে—

অনিমা। তাহ'লে বেশ খাপ খেয়ে যাবে কিন্তু ওর আবার একটু পিয়ানো বাজাবার সখ আছে।

ঝিও সায়ে সায় দিয়া কহিল, লেখাপড়া জানা মেয়েদের আজ-কাল ত পিয়ানো নাহ'লে চলেই না। আমাদের ওপাড়ার মল্লিকদের বাড়ীর বৌরা—

অনিমা ঝিকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া চুপ করিতে বলিল। জলধর একমুখ হাসিয়া কহিল,—পিয়ানো ঐ ত গড়ের বাদ্যি,—তা আমাদের বৰ্দ্ধমান সহরে আছে।

ঝি হাসিয়া কুটিকুটি হইয়া—ওগো তা নয় বলিয়া পিয়ানোর ব্যাখ্যা করিতে যাইতেছিল। অনিমা তাহাকে এবারও ইঙ্গিতে থামিতে বলিয়া কহিল,—তাহ'লে আমাদের আপত্তি কমই আছে। আর একটা কথা বলি। ওর আবার একট গাউন পরে না বেড়ালে চলে না। আমরা যেমন সেমিজ পরি ও আবার সেটা তেমন পছন্দ করে না।

জলধর কহিলেন,—মেমের পোষাক সেত আমাদের ইষ্টিসানের হোটেলে অর্ডার দিলেই পাওয়া যায়। আর বেড়াবার কথা বলছেন। বৰ্দ্ধমান সহরের মত বেড়াবার জায়গা ত্রিভুবনে আছে! কত সাহেব মেম রাজার গোলাপবাগে হাওয়া খেতে যায়।

অনিমা কহিল, আর আপনাদের বোধ হয় সংসারে নিরামিষ-টাই বেশী চলে—গোঁসাই-গোবিন্দর সংসারের মত কেমন? আমিষটারও তত চলন নাই?

জলধর কহিলেন,—আজ্ঞে হাঁ আপনারা ঠিক ধরেছেন, বড় সাত্ত্বিকের সংসার আমাদের—আমার প্রপিতামহ লোককে টাকা কর্জ্জ দিয়ে সুদ পর্য্যন্ত গ্রহণ করতেন না। আমরা কি করি পেট চলে না, তাই নিতে হচ্চে।

"আপনার ত ঢের টাকার তেজারতি আছে শোনা গেছে?"

জলধর একটু মুচকি হাসিয়া কহিলেন, গোবিন্দজীর ইচ্ছা! কি জানেন ও কিছুই নয় সামান্য মাত্র পঁচানব্বই হাজার টাকা, দাদনে খাটচে, আর বাকী বিরাশী হাজার কাগজ করেছি।

অনিমা কহিল,—তা যাই হোক এ আয়ে দুটো মানুষের বেশ চলে যাবে একরকম; কিন্তু দামিনীর যে কারি-কোর্ম্মা নইলে দিন চলে না, এটা মনে রাখতে হবে ত? ফাউল কারি হ'লে অবশ্য ভালই হয়।

জলধর এইবার মহা দ্বিধায় পড়িয়া গেল, খানিক ইতস্ততঃ শির সঞ্চালন করিয়া কহিল,—দেখুন, জানিও সব, বুঝিও সব, ছকু খানসামার আমলে, অনেক সচল অচল মাংসেরও আমদানি করা গেছে, কিন্তু কি জানেন অনেক দিন ওগুলো বিদেয় দিয়ে দিয়েছি।

অনিমা কহিল,—বিদেয় দিয়েছেন যখন, তখন নূতন করে সেধে আন্‌তে কতক্ষণ!

জলধর একমুখ হাসিয়া কহিল,—ঠিক বলেছেন আপনার কথাগুলির তারিফ করতে হয়, কি বল্লেন আপনি এবাড়ীর সই বুঝি? যেমন রাধার ছিলেন বৃন্দে, রুক্মিনীর ছিলেন সত্যভামা।

"ঠিক ধরেছেন। আপনাকে লাঙ্গুলরাজ উপাধি দেব।"

ঝি আর থাকিতে পারিল না কহিল,—সে কি বাবু? রুক্মিণী সত্যভামার যে সতীন সম্পর্ক।—

অনিমা ঝিকে একটা তাড়া দিয়া কহিল,—তুই আপনার কাজে যা তো—শাস্ত্রের কথা ভুল হতে পারে, এসব গোঁসাই-গোবিন্দের কথার ভুল হওয়াটাই যে অসম্ভব!

জলধর অনিমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনিমা কহিল,—আর দেখুন ও অসভ্য রকম রান্না বান্নার পাটে দামিনী নেই, বাঁধুনীর বন্দোবস্ত আছে ত?

"নিশ্চয়ই। একি আর যেমন তেমন সংসার পেলেন?"

"সংসারে আর পুষ্যি কে আছেন?"

"একটা ভাইপো দিনকতক এসে ছিল, তা তাকে আমি বিদেয় করে দিয়েছি, এখন একলা। তাও শূন্য ধরে রেখে দিন, আমার আবার শিষ্য সেবকের বাড়ী বেড়াতেই বছরে ছমাস কেটে যায়।

"তা হলে সব সম্পত্তি স্বকৃত?"

"নিশ্চয়ই! আমি আগে পাঁচ টাকা মাইনের গোমস্তাগিরি করেছি, তার পরে নিজের ক্ষমতায়—"

"জাল-জুয়াচুরি করে—"

জলধর হাসিয়া কহিলেন,—না না সে সব কথা আর তুলবেন না। দু এক স্থলে আমাকে একটু গর্হিত কার্য্য করতে হয়েছিল বটে। তাই বলে আমার প্রকৃতিটা খুব ভাল।—

সব কথা পরে বলবো বলিয়া অনিমা সরিয়া পড়িল। তার

কারণ ভবনাথের জুতার শব্দটা ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। দামিনী আড়ালে ছিল; সেও দ্রুত সরিয়া পরিয়া ডাইলের হাঁড়িটায় জোরে কাটি দিতে লাগিল। বাড়ীতে কোন লোকজন কি পূজাপার্ব্বনের একটু ধুয়া পাইলেই দামিনী রাঁধিতে আসিত। রাঁধুনী বামনী বারণ করিলেও শুনিত না। পাঠের সময় নষ্ট হইতেছে বলিয়া পিতা আপত্তি তুলিলেও কথাটা গ্রাহ্য করিত না। বলিত,—লেখা পড়া শিখ্‌তে হবে বলে সময় নষ্ট হবার ভয়ে বাঙ্গালীর মেয়ের প্রধান কাজ রান্না বাড়াটা ভুলব কোন দুঃখে? বিশ্ব-রাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা যিনি, তাঁকে যে নিজের হাতে অন্নবিতরণ করতে হয়।

অনিমাও এক কেলাসের; সেও সায়ে সায় দিয়া মতটাকে খুব প্রবল করিয়া তুলিত।

(৫)

অনিমার প্রস্থানের পর জলধর খানিক ভাবিয়া লইল। ভাবী পত্নীটি সত্যই যদি ঐ মেয়েদের ধরণেই হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য কতখানি অর্থ ব্যয় করিতে হইবে, তাহাও ঠিক দিয়া দেখিয়া লইল। ব্যয়ের অঙ্ক দেখিয়া একবার শিহরিয়াও উঠিল এবং সরিয়া পড়িবেও মনে করিল; কিন্তু সেই যে দুটো টানা চোখ যাহা সে বর্দ্ধমানে স্বর্ণর বাড়ীতে ফটোগ্রাফে দেখিয়াছিল, সে যে একবারে তাহাকে যাদু করিয়াছিল! এখনও জীবন্ত প্রতিমার

সহিত চাক্ষুস হয় নাই যদিও, কিন্তু বৃন্দার রূপেই ত রাধাকে চিনিতে পারা গিয়াছে। এ যে রাজার ঘরের ঐশ্বর্য্য, তাহার উপরে এত লেখাপড়া জানা!—জলধর আপনার ক্যাম্বিসের ব্যাগটাতেই একটা চাঁটি মারিয়া কহিল,—যতটাকা খরচ হয় গ্রহণ করিতেই হইবে!

শুভ সময়ের অপেক্ষা করিয়া গুণগুণ তানে একটা প্রসাদী গানের কিয়দংশ গাহিতে লাগিল—

ভুলালি নাগর, নয়ন ঠারি!—
এবে নিজ কালো, তনু রেখা ভালো—
প্রিয় তব এবে যমুনা-বারি!!

আহারান্তে দামিনী যখন তাহার পিতার অনুরোধে পানের ডিবাটি লইয়া নীচু মুখে জলধরের সম্মুখে রাখিয়া দিল, জলধর তখন এই নারীর পানে চাহিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহার মনে হইল এ যে একেবারে ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী! চোখে দেখিয়া বিচার করিবার ইহার কিছুই ত নাই! তাহার ইচ্ছা ছিল নামটাও একবার জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু তাহাও ঘটিয়া উঠিল না, প্রবল একটা বিদ্যুৎ রঙ্গেই সে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। সে ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিতেছিল না—উর্ব্বশী না তিলোত্তমা না রম্ভা? এযে তাহার মরুতপ্ত প্রাণে বসন্ত রাগিনী বাজাইয়া তুলিল! জীবন যে তার সব রস, সব গন্ধ লইয়া এই খানেই মরিয়া থাকিতে ঘুরিয়া আসিতে চাহিতেছে। যখন আস্তে আস্তে আবার চলিয়া গেল, তখন জলধরের মনে হইল সঙ্গে সঙ্গে তাহার

সকল শক্তিটুকুই লইয়া গেল। আর আপনাকে সম্বরণ করিয়া রাখা যায় না। তাহার এই পয়সার তাপে শুকানো কখানা ভাঙ্গা পাঁজরের ভিতর হইতে যেন একটা প্রাণ, প্রেমের জয়-পতাকা তুলিয়া বাহিরে বাহির হইয়া আসিল। জলধরের মনে হইল যেন তিলোত্তমার মত ইহা সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্যের, সারভাগ দিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। ভবনাথ যাহা যাহা প্রস্তাব করিলেন জলধব তাহাতে আপত্তি মাত্র করিল না।

ভবনাথ কহিলেন,--পণস্বরূপ টাকা কিছু দিবার সাধ্য আমার নাই।

জলধর কহিলেন,—আপত্তি নাই।

"দান সামগ্রীও আমি তেমন দামী দামী বোধ হয় দিতে পারিব না।" উত্তব হইল দানসামগ্রী না হইলেও চলিয়া যাইবে।

ভবনাথের ইচ্ছা—তাহাব প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অস্বীকার করিয়াই আপনার আপত্তি জানাইবেন। মুখে ফুটিয়া আর কিছু বলিবেন না। কিন্তু এ যে অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল, দিনস্থিরের জিদাজিদ হইতে লাগিল।

ভবনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন, বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনিমাকে ডাকিয়া সবটা খুলিয়া কহিলেন,—বলত মা কি করা যায়, আমি যে আর উত্তর দিতে পাচ্ছি না। অনিমা কহিল,—এটাত দিদির মান রক্ষে। আচ্ছা উত্তর দিয়ে দিন দাদার নাম করে—যে শাক্যবাবুর মত নিয়ে শীঘ্রই পত্র লেখা হবে। তারপর পত্রে আসল কথা খুলে লিখলে হানি কি ?—

ভবনাথ কহিলেন,—ঠিক বলেছিস্ ঐ স্বাথ্ তোরা ছেলেদের মাথায় যে কৌশলটুকু আছে, আমার ভিতরে সে প্যাঁচ টুকুও নাই। ঐজন্যই ত মাঝে মাঝে আমায় অপদস্থ হতে হয়। বলিয়া বাহিরের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

অনিমা দামিনীকে কহিল। দামিনী আমারও দুটো কথা বলবার এই সময়।—ব'লবো। ওগো নব জলধর। তুমি আমাদের যাই ঠাওরাও বিলাতী লেডি মনে করে, বিলাতী বাগান তৈরীর ফরমাস করে ব'সনা। এরা সব নন্দন বনেরই স্থল পদ্ম! তারা সেঁজুতিও করে, পুণ্যিপুকুর ও করে, আবার ব্রত উপবাস পোবপার্ব্বন কিছুই বাদ দেয় না। পিয়ানো বাজনাও মিছে—আর বাবুর্চ্চির হাতের খানাও তারা ঘৃণা করে। রান্নাবাড়া করতে, দিতে থুতে, তারা বাঙ্গালীরই ঘরের মেয়ে।—

কথাগুলা এমন উঁচু গলায় বলিয়া যাইতে লাগিল যে, সবকথা গুলিই জলধরের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, এবং সে তখন সবে এই মাত্র ভবনাথ বাবুর কাছ হইতে, বিদায় লইয়া ব্যাগটি হাতে করিয়াছিল।

জলধর ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"সেকি, অমি ত তার জন্য একটুও অনুযোগ করিনি, আমি ত ঐ রকমই চাই, এই বাঙালী ঘরেরই মেয়ে—তাহ'লে আর যাই হোক অন্ততঃ হাত পুড়িয়ে রান্না খাওয়াটা হতে ত বাঁচতে পারি।"

এই কথায় ঝি ও অন্যান্যগণ হাসিয়া উঠিল। দামিনীই সকলকে ইঙ্গিত করিয়া কথা কহিতে বারণ করিয়া দিল।

ভবনাথ গাড়ী ডাকিয়া আনিয়া দিলেন।

জলধর গাড়ীতে উঠিয়া বার বার করিয়া কহিতে লাগিল—"দেখবেন সংবাদ দিতে যেন মোটেই ভুল না হয়। শাক্যবাবুকে পেলে আমিও একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আস্‌তুম। যাই হোক আপনার আশাতেই রইলুন।"

ভবনাথ আপনার পাকা চুলে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া কহিতে লাগিলেন—"আচ্ছা।"

জলধরের প্রস্থানের পর সন্ধ্যাবেলা দামিনী তাহার পিতার সন্ধ্যা আহ্নিকের পর, পিতাকে জল খাইতে দিয়া কাছটিতে দাঁড়াইয়া একটু অভিমান ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল—"বাবা, একটা কথা তোমায় বলবো।"

ভবনাথ কহিলেন—"কি কথা মা।"

দামিনা। তুমি আর যাই আমায় আদেশ কর বাবা, মাথা পেতে নোবো। কিন্তু রোজ ঐরকম বাইরের লোক ডেকে নিয়ে এসে আমার রূপটাকে যাচাই করতে বলা—সত্যি বলচি বাবা, এতে আমার বড্ডই অপমান বোধ হয়। বিশেষ যাঁরা নিজেই নিজের জন্য পাত্রী দেখতে আসেন। তাঁদের কথার স্বর হ'তে চাওনি পর্য্যন্ত কেমন পীড়াদায়ক।

ভবনাথ ঈষৎ একটু ভাবিলেন, তার পর জল খাওয়া শেষ হইলে, উঠিয়া দামিনীর মাথায় হাত দিয়া কহিলেন—"তুমি ত আমার অবুঝ মেয়ে নও, দামিনী! তোমার যে এতে অপমান হয়েছিল তা আমিও বুঝেছিলুম। কিন্তু কি করি বল, আমাকে

যে সমাজের মধ্যে থাকিতে হয়েছে, পাছে লোকে বলে—ভবনাথ এত বড় অনূঢ়া কন্যা ঘরে রেখে নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিচ্ছে, আর আজকের ব্যাপার ত তোমার দিদি স্বর্ণলেখার কীর্ত্তি। তারও অভিমানটাকে ভাবতে হয়। সে যে রোজ পত্র লিখচে "বাবা দামিনীর বিবাহের যোগাড় করো।" সে নিজে স্বামী পুত্র নিয়ে সুখী হয়েছে, তাই ভগিনীটার জন্য তার এত ভাবনা।—ভাবে মেয়েমানুষের যাই হোক একটা বিবাহ হলেই সুখী হয়।

দামিনী মস্তক অবনত করিয়া কহিল।

(৮)

এইবার পুরবন্দর যাইবার পালা। ছুটির দুদিন আগে হইতে সাজসাজ রব পড়িয়া গেল। অনিমার একদণ্ড বিরাম নাই, অনিমা এ জিনিষটা গোছাইতেছে ওজিনিষটা বাঁধিতেছে, বিছানা পত্র, চায়ের সরঞ্জাম, কেটলি, চা, দুধ, বিস্কুট, কিছুই বাদ দিল না।

সারদা সুন্দরী কহিলেন, তোরা কি সেখানে ঘর বাঁধতে যাচ্ছিস না—কি?

অনিমা মার দিকে এক কোপ-কটাক্ষ করিয়া কহিল, হাঁ তাই।

শ'ক্যাসিংহ কহিলেন, সে কালের গৃহস্থ-লোকেরা যেমন তপোবন দর্শনে যেতো এরা তেমনি পুরবন্দর দর্শনে যাচ্ছে,—সেখানে আছে কি? খানকতক পড়ো বাড়ী, আর রেশম-কুঠির ঘর্ঘর শব্দ। এদের ত আর ব'লে নিবারণ কর্ত্তে পারি নি। দামিনী বেশী কথা কয় না—তবে ওরও এতে সায় আছে।

অনিমা কহিল, আছেই ত।—

নির্দ্দিষ্ট দিনে ধুর্জ্জটিবাবুকে টেলিগ্রাম করিয়া জানানো হইল,—রেল ষ্টেশনে যেন পানসী কিম্বা গাড়ী প্রস্তুত রাখা হয়।

বৈকালের গাড়ীতে সকলে রওনা হইল। ডাকগাড়ীতে চারি ঘণ্টা লাগে। গাড়ীতে উঠিয়া দামিনী ও অনিমার কি আনন্দ! তবে দামিনী একটু চাপা বলিয়া সকল বিষয়েই সংযত। অনিমা একেবারেই অসংযত, সর্ব্বদাই শাক্যসিংহকে এটা কি ওটা কি; প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল।

শেষ কালটায় শাক্যসিংহ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, আর পারিনি! তুই নিজেই দ্যাখ্ শোন্। অবশেষে যখন গাড়ী মনোহরপুরে উপস্থিত হইল—তখন কহিল, বাঁচা গেল।— সকলেই একটু আরাম অনুভব করিল।

অনিমা অমনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কই দাদা সে ভাঙ্গা কেল্লা কই?

শাক্যসিংহ কহিলেন, আমি কি এখানে সেথো এসেছি তাই সব ব'লে দেব? ভাল বিপদেই পড়া গেছে!

অনিমা কৃত্রিম অভিমানে কহিল, নাই জানো দাদা—তা রাগ করো কেন? আমরা খাঁচার বাইরের জগতে না হয় একটু এসেই পড়েছি। তুমি শুদ্ধ যদি মন ভারি করো—তা হ'লে আমাদের ফিরে যাওয়াই উচিত।

শাক্যসিংহ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, তবে ফিরেই চল্। পাল্টা গাড়ীতে কলিকাতা যাওয়া যাবে।

অনিমা খানিক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া দেখিল, তাহার অভিমান করাটা ক্রমে তাহারই পক্ষে ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। হাসিয়া কহিল, না দাদা রাগ নয়, দেখ ধূর্জ্জটীবাবু লোক পাঠিয়েছেন কিনা ?

বলিতে বলিতে রেশম-কুঠির তকমা পরা এক চাপরাসী আসিয়া শাক্যসিংহকে দীর্ঘ নমস্কার করিল, এবং কহিল, আপনারই নাম বোধ হয় শাক্যবাবু হবে ?

শাক্যসিংহ কহিলেন, হাঁ। তুমিই কি রেশম কুঠি থেকে আসচো।

চাপরাসী মস্তক অবনত করিয়া কহিল, হাঁ হুজুর।

অনিমা কহিল, তোমার নাম কি চাপরাসী ?

চাপরাসী পুনর্ব্বার মস্তক অবনত করিয়া কহিল, আজ্ঞে আমার নাম কৃত্তিবাস দলুই।

অনিমা। তোমার বুঝি পুরবন্দরেই ঘর ?

উত্তর হইল, আজ্ঞে হাঁ।—

"ভালই হ'লো। তুমি এই দেশের লোক যখন, তখন এখানকার সব জানা শোনাই আছে।" বলিয়া অনিমা যেন একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিল।

"আজ্ঞে রাস্তাও ত আপনাদের বেশী দুর হবেন না। ক্রোশ" দেড়েক মাত্র।"

শাক্যসিংহ কহিলেন, তোমাদের বাবু কিসের বন্দোবস্ত করেছেন হে। নৌকা না গরুর গাড়ী ?

"আজ্ঞে শীতকালে অজয়ের জলে পান্‌সী বড় একটা চলেন না। গোরুর গাড়ীতেই সকলে যাতায়াত করেন।

অনিমা কহিল, হাঁ কৃত্তিবাস—তবে যে বলে অজয় বড় নদী, তাতে বান হয় ?......

"আজ্ঞে এখুনি দেখতে পাবেন, চলুন না···তবে—বর্ষাকালে বিভিষিকারী হন।"

দামিনী কহিল, পাহাড়ে নদী কি না তাই বর্ষাকালে—খেপে উঠে।

অনিমা দামিনীর দিকে চাহিয়া একটু সকৌতুকে হাসিয়া লইল। যেন সে হাসির মধ্যে কি একটা গোপন রহস্য মেশান ছিল।

দুইখানি গাড়ী প্রস্তুত ছিল।

অনিমা কহিল, কৃত্তিবাস, আমাদের সব বিছানাপত্র আর দাদা একটা গাড়ীতে উঠুন, আর তুমি আমাদের গাড়ীর সামনে-টাতে বস, গাড়োয়ানকে বল, সে নেমেই চলুক! মোটে দেড় ক্রোশ পথ বৈ ত না।

কৃত্তিবাস শশব্যস্তে কহিল, আজ্ঞে না হুজুর আমিই না হয় নেমে যাচ্চি।

অনিমা কহিল, না না, তোমাদের এখানকার রাজবাড়ীর স্বম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করবো কিনা তোমায় ?

কৃত্তিবাস কহিল, কোন রাজবাড়ীর কথা বলছেন ?

অনিমা কহিল, কেন ? তুমি কি তোমাদের ঐ বিক্রমাদিত্য রাজার স্বম্বন্ধে কিছু জানো না ?

কৃত্তিবাস ঘাড় নাড়িয়া কহিল, বুঝেছি হুজুর, খুব জানি। কৃত্তিবাস গাড়ীর সামনে জাঁকিয়া বসিল।

গরুর গাড়ী ঝিনকি তালে চলিতে লাগিল। অনিমা কহিল, আর কত দূরে সে রাজবাড়ী কৃত্তিবাস?

কৃত্তিবাস কহিল, মোটেই বেশী নয় হুজুর, আর একটু আগেই।

অনিমা সামনেটিতে বসিয়া হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল। তখন সবে পূর্ব্ব-আকাশের তীরে দ্বিতীয়ার চন্দ্রোদয় হইতেছিল। দূরে অজয়ের শীর্ণ জলধারাটি, চন্দ্রকিরণরেখা সম্পাতে চিক্‌মিক্‌ করিয়া উঠিতেছিল। সে দিনকার শীতের কুয়াশাটা যেন গ্রামের দিকেই গ্রামের ধূপ-ধূনার ধূমের মধ্যেই জমাট হইয়া গিয়াছিল। নদীর দিকে আইসে নাই।

অনিমা কহিল, বল ত কৃত্তিবাস তোমাদের রাজার কথাটা শুনি?

কৃত্তিবাস হুকা কলিকাটা গাড়ীর ঝোলার মধ্যে রাখিয়া, বলিতে লাগিল, আমাদেরও ত কিছু চোখে দেখা নয় মা ঠাকরুণরা, ঐ ঠাকুমাদের কাছে শোনা।...ঐ যে বড় ডাঙ্গাটা দেখতে পাচ্ছেন, যার উপরটাতে একটুখানি জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, ঐ অনেক দূরে, ওটা একটা দেউল-ভাঙ্গা। ওখানে রাজার ঠাকুরবাড়ী ছিল। তার পাশে এখনও তেলপুকুর প'ড়ে আছে।

অনিমা সবিস্ময়ে কহিল, এখনও কি সেখানে তৈল, সেই আগেকার অবস্থাতেই আছে না কি?

কৃত্তিবাস কহিল, না হুজুর, সে পুকুর এখন দামদল শেওলায় ভর্ত্তি হয়ে গেছে, তবে তার নীচে পর্য্যন্ত ইট দেওয়া ছিল তা দেখতে পাওয়া যায়, রাজার বাড়ীর কীর্ত্তি কি না!

অনিমা কহিল, সে ত বোঝাই যাচ্ছে, রাজার বাড়ীর হাতী-শালা, ঘোড়া-শালা, কি ফুল-বাগিচা এসবের চিহ্ন কিছুই নাই?

কৃত্তিবাস কহিল, না চিহ্নের মধ্যে খালি ঘরবাড়ীর ভাঙ্গা ইট্ পাটকেল।

অনিমা কহিল, রাজার সম্বন্ধে কি জানো তাই বলো, যা তোমাদের ঠাকুরমার কাছ হতে শুনেছ।

কৃত্তিবাস কহিতে লাগিল, রাজা নাকি ভারি মস্ত লোক ছিল, কথায় বলে যার নাম রাম-রাজ্যে বাস, তেমন রাজারও কিন্তু অদৃষ্টে সুখ হলো না। কোথা থেকে কালাপাহাড়, ঠাকুর দেবতার মূর্ত্তি কাট্‌তে কাট্‌তে এসে আমাদের বিক্রমাদিত্য রাজার রাজ্যেতে উপস্থিত হ'লো। রাজাকে এসে বল্লে হয় তোমার গৃহ-দেবতা মহামায়াকে দাও। আমরা তাকে কাটবো, নয় যুদ্ধ করো। রাজা বল্লেন, সে কি! সর্ব্বস্ব যায় সেও স্বীকার, মাকে দেব কি ক'রে। যুদ্ধই স্থির হয়ে গেল—কালাপাহাড়ের ত আর হাতিয়ারের সীমা পরিসীমা ছিল না। পঙ্গপালের মত দেশ ছেয়ে হাতিয়ার এসেছিল। রাজার দুই যোয়ান পুত্র যখন একে একে রণক্ষেত্রে শুলেন, তখন রাজা দেখলেন আর উপায় নাই, বিশ্বাসী চাকর দিয়ে রাণীকে বলে পাঠালেন আমার সর্ব্বস্ব,—স্ত্রী বালক বালিকা আর মা মহামায়াকে নিয়ে ক্ষীর সাগরের পাতালপুরীতে গিয়ে

আশ্রয় নাও। রাণী দুমাসের খাবার নিয়ে মহারাজের কথানু-সারে সেই পাতালপুরীর দেশেই গেলেন। পাতাল পুরীতে যাবার আসবার মাত্র একটি পথ ছিল। সে পথও তখন একখানা বড় জগদ্দল পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হ'য়েছিল। এদিকে রাজা ত যুদ্ধে কাটা প'ড়ে মারা গেলেন, আর পাথর সরাবে নড়াবে যে তারও কি রকম দুর্ব্বুদ্ধি, কালাপাহাড় চলে যেতেই যে গাছটায় সে লুকিয়ে ছিল—সেখান হতে বাঁশী বাজিয়ে ফেল্লে, কালাপাহাড় শুনতে পেয়ে ফিরে এসে একেবারে তাকে কেটে গেল। রাজাও গেলেন রাজার স্ত্রী পুত্র তারাও আর বের হতে পারলেন না। তবে মা মহামায়া তিনি পালিয়ে এসেছিলেন, তিনি কি পাতালপুরিতে যেতে পারেন? যখন পুরোহিত রাণীর সঙ্গে মা মহামায়াকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এমনি পুরোহিতের হাত হতে পড়ে গেলেন, যে আর মাকে খুঁজেই মিল্‌লো না, তারপর মা অনেক দিন ঐ দুধসাগরের ধারে ধোপার পাটা হয়ে পড়ে ছিলেন। চলুন, মা মহামায়াকেও দেখবেন।

অনিমা কহিল, এই হলো তোমাদের রাজার বৃত্তান্ত?

কৃত্তিবাস কহিল, হাঁ।—

অনিমা দামিনীকে কহিল, কিছু বুঝলি?

দামিনী কহিল, ঐ রাজা আর কালাপাহাড় পর্য্যন্তই বুঝলুম। কিন্তু মার ধোপার পাটা পর্য্যন্ত এগুতে পার্লুম না।

অনিমা কহিল, ঐখানেই প্রত্নতত্ত্ব। প্রত্নতাত্ত্বিককে ঐ কিম্ব-দন্তীর ভেতর থেকে সত্য উদ্ধার করতে হবে। দেখিতে দেখিতে

গাড়ী প্রান্তরের উপর দিয়া ভগ্ন রাজপ্রসাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনিমা কহিল, হাঁ কৃত্তিবাস আজ কাল কি এই রাজ-বাড়ীর উপর দিয়েই রাস্তা হয়েছে?

কৃত্তিবাস কহিল, আজ্ঞে হাঁ হুজুর।

অনিমা একটু ব্যথিত হইয়া উঠিল।

ক্রমে চন্দ্রালোকে এক ভগ্নদুর্গপ্রাকার, এবং তাহার অর্দ্ধভগ্ন গম্বুজ দেখা যাইতে লাগিল।

অনিমা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, কৃত্তিবাস ঐ কি তোমাদের রাজ-বাড়ীর কেল্লা দেখা যায়?— ঐ যেটার গায় হাজার গবাক্ষ দেখা যাচ্ছে—

কৃত্তিবাস কহিল, হাঁ।

অনিমা। এখান হতে কুঠি কতদূর।

কৃত্তিবাস। খুব কাছেই—

অনিমা কহিল, এ টুকু পথ আমরা হেঁটেই যাব মনে কচ্ছি— কৃত্তিবাস তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে? একবার ঐ নদীর ধারের টিপিটার উপর হ'তে চারিদিক দেখে নিতে হবে।

কৃত্তিবাস কহিল, কেন কাল দিনের বেলাতেই দেখবেন।

অনিমা কহিল, না। গাড়ী থামাইতে বলা হইল; গাড়ী থামিল। দামিনীর এ রাত্রির বেলায় বিদেশ-বিভুম যায়গায় যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না, তবু না বলিতেও পারিল না। কারণ তাহার সখীর কৌতূহলের সহিত, তাহাকে বরাবর যোগ রাখিতে হইবে।

অনিমা গাড়ী হইতে নামিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে ঢিপিটার উপরে উঠিল। এবং ঐ দুর্গটার পানে চাহিয়া তাহার ভিতর হইতে বড় রকম একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল। কত শত বর্ষ পূর্ব্বেকার রাজার দুঃখে তাহার হৃদয় ব্যথিত বেদনাতুর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার চোখের প্রান্তও ভিজিয়া আসিয়াছিল, সেইজন্য কথাও বেশী কহিতে পারিতেছিল না।

দামিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আজ হতে প্রায় সাতশো বছর আগে এর এমন দশা ছিল না। তার তখন গরিমা ছিল।

অনিমা কহিল, আজও কি সেই অতীত বীরদের একটুও চরণ-ধূলি এ ইট পাথরের উপরে পড়ে নাই? নাই কি? তাদের দুর্গ যখন দাঁড়িয়ে...

দামিনা কহিল, আছে। যায়নি, কিছু যাবেও না। যাদের ইতিহাসের মালমশলা আছে, তারা আশাশূন্য নয়। তবে বিশেষ অভাব, মানুষকে অনেকদিন আত্মবিস্মৃত করে রেখে দেয়। এই পর্য্যন্ত বলতে পারা যায়।

অনিমা কহিল, দামিনী তত্ত্ব কথা নয়, একবার কাণ পেতে শোন্ না, ওই জলের ছল্‌ছল্‌ শব্দের সঙ্গে যেন একটা কোথাকার কান্না ভেসে আসছে, আমি যেন দেখতে পাচ্চি, ঐ জীর্ণ দুর্গ-প্রাচীরের উপরে জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশিয়ে কে এক বিধবা নারী দাঁড়িয়ে কাঁদচে, চক্ষে তার কি করুণা!...দীর্ঘশ্বাসের শীতল শ্বাসটুকু যেন আমার বুকেও এসে বাজচে,...তার সাদা কাপড়ের আঁচলটি দুর্গপ্রান্তে লুটিয়ে পড়চে।

দামিনীও একদৃষ্টে অনেকক্ষণ সেই দুর্গপ্রাচীরের
রহিল, এবং তাহারও চক্ষের কোণ ভিজিয়া আসিয়াছিল।

এমন সময়ে তাহাদের ডাকিয়া লইয়া যাইতে—পুনর্ব্বার আর্দ্দালী আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং অকারণে তাহারা যে অনেকক্ষণ এখানে প্রেতের মত ঘুরিয়াছে, তাহার জবাব দিহি করিবার জন্য সকলকেই দায়ী হইতে হইবে—এ-কথাটা দামিনী ভাল করিয়া ভাবিয়া রাখিয়া দিল।

অনিমা এখান হইতে নড়িতে চাহে না।

দামিনী জোর করিয়া তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া গেল।

(৭)

তাহারা উচ্চ ঢিপিটা হইতে নামিতেছে, দেখিল নীচে শাক্য ও ধুর্জ্জটি আসিতেছে, ধুর্জ্জটি একটু ব্যস্ত হইয়াই তাহাদের আগ বাড়াইয়া লইয়া যাইবার জন্য আসিতেছিল।

অনিমা শাক্যসিংহের দিকে চাহিয়া কহিল, দাদা তুমি এর আগেই এসে উপস্থিত হয়েছো ? তোমাদের গাড়ী যে পেছনে পড়ে ছিল।

শাক্যসিংহ গম্ভীরস্বরে কহিলেন। তোর পাগলামীর চোটে আমায় ব্যতিব্যস্ত হতে হবে দেখচি, কেন—ঐ দামিনীও তো তেমন না।

অনিমা কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ধুর্জ্জটি হাসিমুখে অনিমাকে ও দামিনীকে নমস্কার করিল। তাহারাও প্রতি নমস্কার করিয়া ধুর্জ্জটির সঙ্গে যাইতে লাগিল।

ধুর্জ্জটি কহিল, বড় কষ্টই পেতে হয়েছে আপনাদের......

অনিমা তাড়াতাড়ি কহিল, কষ্ট—কিছুই না—যেটুকু কষ্ট পথে পাওয়া গিয়েছিল—তা আপনার এই ভাঙ্গা দুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে বিস্মৃত হয়ে গেচি। এখানে মন যেন কেমন এক অপূর্ব্ব বিষাদে নুয়ে পড়ে। এককালে যে রাজবাড়ীর চারি ধারে হাজার প্রহরী পাহারা দিত—আজ তার উপরে কৃষক গাড়ী হাঁকিয়ে যাচ্চে আর—চাকার লাল ধুলোতে আকাশ ছেয়ে উঠ্‌ছে।

ধুর্জ্জটি কহিল, প্রকৃতির নিয়মই ঐরকম। সে নিক্তির ওজনে বিচার করে। তাই বাদ কেউ যায় না। পৃথিবীতে অনেক রাজবাড়ী অমনি ধুলায় মিলিয়ে গেছে।—কিন্তু যাদের রক্ত দিয়ে পাথর গাঁথা হয়েছিল, তারা ঠিক আছে—অত্যাচারে প্লাবনে তারা মরেনি। তারা সেই গরুর গলায় ঘণ্টা দিয়ে ধুলি উড়িয়ে চলেছে।—

শাক্যসিংহ কহিল, ওহে ধুর্জ্জটি দর্শনতত্ত্বের ব্যাখ্যা একটু থাকলে ভাল হয় না?—কারণ বাইরের ঠাণ্ডাটা বেশ আমার মধুর লাগচে না। তার চেয়ে বরং তোমার "কোয়াটারে" আরামে বসে চায়ের ব্যবস্থা করে ফ্যালো।

ধুর্জ্জটি কহিল, সে বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই হয়েছে। পেছন দিকে চাহিয়া চকিতে একবার চন্দ্রালোকে সমুজ্জ্বল দামিনীর মুখখানির দিকে চাহিয়া লইল। অনিমার সেটা দৃষ্টি এড়াইল না!

ঘরের মধ্যে চা বিস্কুট ও গল্পের ধুম লাগিয়া গেল।

ধুর্জ্জটি, সারদাসুন্দরী হইতে পাড়ার প্রত্যেক লোকের খবর

দামিনী ও অনিমার কাছে লইতে লাগিল। তাহারাও উত্তর দিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু এক একবার দামিনীর কেমন প্রবল সঙ্কোচ অনুভব হয়। সে মুখ তুলিয়া চাহিতেই পারে না। দামিনীর জন্য ধূর্জ্জটিকে যে মনোনীত করা হইয়াছে—সেটা ত আর কাহারও অবিদিত ছিলনা।

শাক্যসিংহ বুঝিতে পারিয়া দামিনীকে কহিল দামিনী, অনিমা আর তুমি—তোমাদের ঘরে যাও,—আমরা এখন আমাদের কথাবার্ত্তা কইব। আরদালী আলো লইয়া ঘর দেখাইয়া দিয়া আসিল। দামিনী সেখানে বসিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সঙ্কোচটা যেন তাহাকে দৈত্যের মত চাপিয়া ধরিয়াছিল।

অনিমা কহিল, এইবার নিঃশ্বেষ ফেলে বাঁচলি ত দামিনী ?

দামিনী কহিল, এইবার যত খুসি তুমি কবিতা, ইতিহাস আউরে যাও—আমার কোন আপত্তি হবে না। ওখানে পুরুষমানুষদের সামনে বসে থাকা চলে কি? বলিয়া সটান খাট্‌টাতে শুইয়া পড়িল।

অনিমা পূর্ব্বদিকের জানালাটা খুলিয়া দিয়া একবার দামিনীর দিকে চাহিয়া—একবার আকাশের দিকে চাহিয়া নিচু গলায় গাহিতে লাগিল।

তুমি আকাশের শশী আকাশে হাস...ও
থাকো স্বরগ পরে আপন গরব ভরে—
মরতের ব্যথা জানিতে না পার...ও।
কেমনে চকোরী কাঁদে জোছনা কিরণ ফাঁদে—
কেমনে তার ঝরে বারি...অমিয় পাথারে...ও।

যত হাসো তুমি—

তত কাঁদে অভাগিনী,

হিমধারা সনে আঁখিধারা ধরা পরশে ও !—

দামিনী কোনরূপ সমালোচনা করিল না, জানিত একটি কথা কহিলে অনিমা হাজার কথা শোনাইয়া দিবে।

এদিকে ধুর্জ্জটির ঘরে ধুর্জ্জটি ও শাক্যসিংহে কথা হইতেছিল।

শাক্যসিংহ কহিলেন, আমাদের এবারকার অভিযানটা এক রকম বৃদ্ধ প্রজাপতির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট জেনারেল হয়ে।—শুনতে পাচ্চি নাকি কালে কালে প্রজাপতি দেব বৃদ্ধ হয়ে যাচ্চেন—এখন মানুষের উপরেই পনের আনা ভার প'ড়েছে, গরজ যে বড় বালাই। আর ত ঘাড় নাড়তে পারবে না ধুর্জ্জটি বাবু!...—

ধুর্জ্জটি হাসিয়া কহিল, জানই ত আমার এখন সাংসারিক অবস্থায় কিছুমাত্র স্বচ্ছলতা আসে নি। পাড়াগাঁয়ে পৈতৃক যা কিছু ছিল তা তো—না দেখা শোনার অভাবেই নষ্ট হয়ে গেছে। এখন কলকাতায় যে জায়গা রত্তি আছে—তাতে একটু কুঁড়েও ত বানাতে হবে। নইলে লক্ষ্মীকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করবো কোথা? সে কি তোমার খোলার চালায়—বলতে চাও?

"চাকরীতে যখন ঢুকেছ তখন তোমার চাকরীস্থানে এমন তোফা জায়গায় বেশ ত স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারবে।"

ধুর্জ্জটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না দাদা চাকরী তালপাতার ছায়া আজ আছে কাল নাই। চিরকাল ঘরভাড়া দিয়ে বোম্ বোম্

ক'রে দেশে দেশে কাটানো, সেও এক অসম্ভব কল্পনা—অসুখ বিসুখের ভাবনা আছে—তার চেয়ে কিছুদিন—

শাক্যসিংহ কহিল, ঐ তোমার অন্যায়...সবুর করতে করতে যে বেলা ফুরিয়ে এলো। বিয়ে ফুরুলে রোশনাই জ্বেলে কি করবে ধূর্জ্জটি? ডুবে যখন মরতেই হবে তখন দিন থাকতেই ডুবে মরা ভাল। ভেসে ভেসে যদি কূল পাও।...

ধূর্জ্জটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না দাদা মরবার ভয় করিনে, কিন্তু স্ত্রীকে নিয়ে একটা আশ্রয় স্থলেও দাঁড়াতে পারবো না! এতে যে আমার নিজের লজ্জা বোধ হয়। ভাবটাও ঠেকে যেন নেহাৎ লক্ষীছাড়া—

"তোমার বাড়ী হ'তে হ'তে এদিকে যে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসবে। পারের কর্ত্তা যে তখন ডাক দেবেন। তার খবর রাখো?"...কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে যখন রাত্রি অধিক হইয়া পড়িল তখন বামুন খাবারের ডাক দিল।

শাক্যসিংহ কহিল। তোমাদের স্বত্ত্বাধিকারী বাবু তিনি কোথায়? এখানে থাকেন না বুঝি?

ধূর্জ্জটি কহিল, থাকেন—আজ তাঁর, কাছেই—কোন গ্রামে যাবার কথা আছে। গেছেন নিশ্চয়—লোকটি যেন উৎসাহের অবতার—দেশের কাজ বলতেও যেন অজ্ঞান।

শাক্যসিংহ কহিল। যাই হোক তাঁকেও তোমার কথা একটু ব'লতে হচ্ছে, নইলে বিবাহের দিন স্থির না হ'লে আমার যে লোকের কাছে মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠবে।

ধূর্জ্জটি তাড়াতাড়ি কহিল, আর একটা বৎসর সবুর করো দাদা। এতদিন ত অপেক্ষা ক'রে করেই গেছে। কিন্তু খবরদার স্বত্বাধিকারী বাবুটির কাণে যেন কিছু না ওঠে।—তিনি বলেন কি জানো?—বলেন যারা সংসারে কাজের লোক হবে তাদের পক্ষে বিয়ে করাটা একবারেই অন্যায়।—

শাক্যসিংহ হাসিয়া কহিল। নিজে বোধ হয় বিবাহ করে ঠকেছেন।

ধূর্জ্জটি কহিল তাই।—"ফ্যামিলিটি" একদণ্ড কাছছাড়া হ'তে চান না—এখানে পর্য্যন্ত, এরি মধ্যে ক-বার আসা যাওয়া করে গেছেন। বাবু ব'লছিলেন তাদের থাকবারও একটা বাড়ী করতে হবে।

(৮)

রেশমকুঠির স্বত্বাধিকারী সোমেশ্বর বাবুর ব্যাক্তিয়ারপুর হইতে গত দিনেই আসিবার কথা ছিল। আসেন নাই যখন, আজ দ্বিপ্রহরের মধ্যে নিশ্চয় আসিয়া পৌঁছিবেন্। একথা দামিনী ও অনিমাকে ধূর্জ্জটি-শোনাইয়া গেল।

স্নান করিবার পর হইতে দামিনীর তাই সাজ পোষাকের একটু যেন বাড়াবাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। অনিমা এখানে ছিল না,—সে সকাল সকাল স্নান সারিয়া, কাছেই এক কুম্ভকারের বাড়ী অতিথি হইয়াছিল। সেখানে বসিয়া তাহাদের চাষবাস,

তাহাদের সংসার, তাহাদের শিল্প-সামগ্রী হাঁড়ি, গামলা, গড়ার সারঞ্জম, মহাআগ্রহ সহকারে দেখিয়া লইতেছিল। কখন বা কুম্ভকার পত্নীর অনুরোধ মত মোড়াটাতেও বসিয়া লইতেছিল। অবশেষে কুম্ভকার পত্নীর নিতান্ত অনুরোধে একটু টাটকা গরম দুগ্ধ ও তাহাদের ঘরেই প্রস্তুত চাষের গুড়ের তৈরি পক্কান্নের নাড়ু খাইয়া, কুম্ভকার বাড়ীতে একটা আনন্দের ছাপ রাখিয়া চলিয়া আসিল। আসিবার সময় প্রায় তাহারই সমবয়সী—একটি ছেলের মা—কুম্ভকারের বড় পুত্রবধূ ভাবিনী, নদীর ঘাট পর্য্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিয়াছিল।

অনিমা কুম্ভকারের সরল আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। পাড়াগাঁয়ে সে কখন আইসে নাই, পাড়াগাঁয়ে লোকের এই অপূর্ব্ব অমায়িকতায় উচ্ছসিত হইয়া উঠিল—এবং দেশের নাড়ী যে কোন্ খাতে বহিতেছে, তাহা এই কুম্ভকার পরিবারটির পানে চাহিয়া অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইল।

দামিনা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবল চুলই আঁচরাইতেছিল, অনিমা আসিয়াই দামিনীকে একটা ধাক্কা দিয়া কহিল। ও দামিনী—তোদের সভ্যতার সবটা ত কেবল ফাঁকি—বস্তু যা তা কেবল ভড়ং মাত্র। খাঁটি যা দেখলুম তা এইখানেই—

দামিনী বুঝিল, অনিমা কুম্ভকার বাড়ী দিয়া বেড়াইয়া আসিয়াছে, তাই একটু উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়াছে কহিল, বিরক্ত করো না সই—মাথার চুলটা আঁচরাতে দাও! যা দেখে এলে তা খুব ভাল। তা আমি জানি।

অনিমা কহিল। তুমি জানিনা ব'ল্লেই কে ছাড়তো? আমি যে জোর করে, স্বীকার করিয়ে নিতুম।

দামিনী কহিল, আমি স্বীকার কচ্চিই যে...

অনিমা, দামিনীকে একটা নাড়া দিয়া কহিল, এত সহজ ভাবে নয়—বেশ প্রাণ দিয়ে বলো।—দামিনীর সোজা সম্মতিটাতে সে মোটেই আমলে আনিত না, তাহার ধারণা ছিল, দামিনী যেখানে ছোট্ট একটু হাঁ বলে, তার ভিতরে বড় একটা না থাকে, তাই সে চাপিয়া ধরিল।

দামিনী সহসা খানিকটা রাস ভারী করিয়া কহিল—শোননি? আজ এই কারখানার স্বত্বাধিকারী সোমেশ্বর বাবু আসচেন। তোমার এই রকম অভদ্র অশিষ্টাচার দেখলে—শাক্যদাদা কি মনে করবেন? বলা নাই, কহা নাই, হুট্ হুট্ ক'রে যে যেখানে সেখানে যাচ্চো।—

অনিমাও দামিনীর দিকে মুখটা ভার করিয়া কহিল, দাদা ফাঁসির হুকুম দেবেন! খানিক চুপচাপ থাকিয়া একটা কটাক্ষ হানিয়া কহিল। বলি সইএর যে আজি সাজগোজের ধুম ভারি। নূতন কুঠিয়াল বাবুটির সঙ্গে দেখা করতে হবে বলে নাকি?—বলিহারী দামিনী! আমি কিন্তু তোর অন্ত পেলুম না।

দামিনী কহিল, এর আবার অন্ত পাওয়া পাওয়ি কি—ভদ্র লোকের সামনে বেরুতে হ'লে একটু শ্রীছাঁদ নিয়েই ত বেরুতে হয়। কেন জানিস্‌নি যে মেয়েরাই হ'লো সমাজের সৌন্দর্য্য।

"ও তাই বুঝি সৌন্দর্য্য দেখাতে ক'সে আয়োজন করতে

লেগে গেছ? তা চমৎকার মানিয়েছে বিদ্যাধরী—তোমার রূপ তোমার ভঙ্গিমা—ব্যর্থ হবে না। আবার তাতে যদি কটাক্ষ এসে যোগ দেয়।

দামিনী গম্ভীর হইয়া কহিল। তোমার সব তাতে ছেলে-মানুষী—ছ্যাব্‌ল্যামী।

অনিমাও গম্ভীর হইয়া কহিল, ছ্যাবল্যামী নয় দামিনী—স্পষ্ট কথাই বলবো; সৌন্দর্য্য রূপ নিয়ে দাঁড়াবে কার কাছে? ঘরের ছেলেদের সম্মুখে? যারা আমাদের ভগ্নী বলেন, মাতা বলেন, পত্নী বলেন—তাদের কাছে ত আমাদের সনাতন পরিচ্ছদ, শাঁখা শাড়ী আছেই......রূপ দেখাবো সৌন্দর্য্য দেখাবো রেলের গাড়ীতে উঠে......সেখানে কত দেশ বিদেশের, কত সাগর পারের যাত্রীরা আছে।......অন্ততঃ তারা বাঙ্গালীর মেয়ের হৃদয় ব'লে জিনিষটার না পরিচয় পাক, বাইরের দিকটার খানিক পরিচয় পাবে। রূপের সেখানে কতকটা প্রয়োজন আছে বটে।

দামিনীও কথাটা বুঝিল। কিন্তু সে তাহার পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিবার সে অবসর পাইল না। শুনিল, ইতি মধ্যেই সোমেশ্বর বাবু বাঙ্গলাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহাদেরও এই সময় যাইতে হইবে!

দামিনী ও অনিমা যখন বাঙ্গলাতে উপস্থিত হইল, তখন শাক্য বাবুর সহিত সোমেশ্বরের ইতি পূর্ব্বেই আলাপ পরিচয় হইয়া গিয়াছে। উভয়ে এক টেবিলের সম্মুখে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন।

দামিনী ও অনিমাকে দেখিয়া সোমেশ্বর সসম্মানে চেয়ার হইতে উঠিয়া উভয়কে নমস্কার করিলেন। দামিনী ও অনিমা তাহারাও সসম্মানে প্রতি নমস্কার করিল এবং চাহিয়া দেখিল কুঠিয়ালবাবু একজন উৎসাহী ও সুপুরুষ বটেন।

ধুর্জ্জটি, দামিনা ও অনিমাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল। এই ইনিই আমাদের এই রেশম কুঠির স্বত্বাধিকারী বাবু—ইঁহারই প্রচেষ্টায় দেশের একটা লুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে। ইনি দেশের লোকের টিট্‌কারী গ্লানি কিছুই না ভ্রুক্ষেপ ক'রে আপনার অগাধ ধনের সদ্ব্যবহার কচ্ছেন। ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরেই ক্ষোদিত থাকবে। দেশের কাজে, ইনি এক উৎসাহের অবতার! প্রথম কার্য্যারম্ভ করেই যেরকম সুফল দেখা দিয়েচে। তাতে আশা করা যায়—ভবিষ্যতে এ কুঠি খুব লোভনীয় কুঠিতেই দাঁড়াবে।

ধুর্জ্জটির কথা একটু থামিতেই দামিনী একখানা কারুকার্য্য খচিত রুমাল বাহির করিয়া সোমেশ্বরের সম্মুখে রাখিয়া দিল।

বলাবাহুল্য ধুর্জ্জটির নির্দ্দেশ ও উপদেশ মতই তাহাকে এটুকু করিতে হইয়াছিল, নহিলে তাহার কোন প্রয়োজনই ছিল না। ধুর্জ্জটি কুহকী মায়ায় সোমেশ্বরকে ভুলাইয়া—জানাইতে চায়—জগতে সেই শুধু মাত্র সোমেশ্বরের জয় গাহে না। দেশের লক্ষীরাও তাহাকে প্রীতি-উপহার দিয়া বাংলার ভবিষ্যতের ভরসা বলিয়া অভিবাদন করিতে চাহে।

কিন্তু রুমালখানি সোমেশ্বরের সম্মুখে স্থাপন করিতে, দামিনার এই শীতের দিনেও ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল।

অনিমা ইহার কিছুই জানিত না। সে বিস্মিত হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

ধুর্জ্জটি, দামিনী ও অনিমাকেও একটু গৌরবান্বিত করিবে মনে করিয়া সোমেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিল। আপনি এঁদের পরিচয় ত আগে হ'তেই পেয়েছেন। শাক্যসিংহ বাবুর এই ভগ্নিদুটি যেমনি সুশীলা তেমনি বুদ্ধিমতী। কলেজেও এঁরা ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হ'য়েই থাকেন। আপনি যদি অনুমতি করেন এর চেয়ে ভাল রুমাল এঁরা তৈরি করতে পারেন—ইটালীয় ধরণে ..এবং......

সোমেশ্বর মাথা অবনত করিয়া কহিলেন, না—না। অনুমতি করবার আমি কি স্পর্দ্ধা রাখি? যদি অনুগ্রহ ক'রে আমায় দেন—তা আমার ভগ্নীদের তৈরি বলে, চিরকাল একটা সম্পত্তির মত মাথায় করে রেখে দেব।

ধুর্জ্জটি দামিনীর দিকে চাহিয়া কহিল, ঐ শুনলেন ত? এমন মহাপুরুষকে—একখানি ইটালিয় ধরণের রুমাল—বেশ ফুঁপিতেও শুদ্ধ ফুল দেওয়া, তৈরি ক'রে দিতে হবে, এবং আমিও এই সঙ্গে অনুরোধ কচ্ছি।

সোমেশ্বর তখন রুমালটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিলেন ধর্জ্জটি কহিল, ও কিছুই নয় দু দশ মিনিটে তৈরি মাত্র। তবু

এঁদের শিল্পে কি রকম হাত আছে সেটাও আপনাকে অবশ্য বিচার করে ব'লতে হবে।

সোমেশ্বর কহিলেন হু দশ কি এক ঘণ্টার মধ্যেই যদি এ হ'য়ে থাকে তা ভালই...ব'লতে হবে। কারণ খুব দক্ষ না হ'লে এরূপ করা অসম্ভব। আমি আমাদের বাড়ীর মেয়ে ছেলেদের অনেক-বার এরকম শিল্পী হ'তে অনুরোধ করেছি, শিক্ষয়িত্রী এনে দিয়েছি, কিন্তু কোন ফল পাইনি.........এ—আমায় খুব ভাল লেগেছে, চমৎকার!—দামিনীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, ইনিই তৈরি করেছিলেন বুঝি? ধূর্জ্জটি তাড়াতাড়ি কহিল হাঁ।

দামিনী আপনার ন্যায্য প্রশংসাটা পাইয়া সখীর হাত ধরিয়া আপনাদের ঘরের দিকে আসিল! আসিতে আসিতে অনিমা কহিল, তুই যে অবাক করলি দামিনী, রুমালটার উপরে তুই আবার নক্সা ক'রলি কখন?

দামিনী কহিল। তুই পাগল অনিমা—হু এক ঘণ্টায় কখন এত বড় নক্সাটা আর লেখাটা সম্পন্ন হয়? ধূর্জ্জটি বাবু বল্লেন—আমি আর তার কি প্রতিবাদ করবো?

অনিমা কহিল রুমালটা যে নিয়ে যাচ্ছিস—সেটাও কই আমায় শোনাস্‌নি—ত?

"ভূলে গিয়েছিলুম। যখন তুমি কুমারদের বাড়ী যাও, তার একটু পরেই ধূর্জ্জটি বাবু ঐ রুমালখানি আমায় ওম্নি ভাঁজ করা অবস্থাতেই এনে দিয়ে, আর যা ক'রতে হবে, ব'লতে হবে,

সেই সময়ই ব'লে যান। আমি তোমায় বলবার অবসর পাইনি সই! রাগ করো না।"

"না রাগ করিনি! কিন্তু"—

"কিন্তু কি…ঐ দেখ, ঐ আবার তোমার এক অনাসৃষ্টি ভয় দেখানো। আমি ত খুলেই বল্লুম!"—

"তুই অন্তরে অন্তরে এই মিথ্যাটার অনুমোদন ক'রতে পাচ্ছিস্? ঠিক সত্য ব'লবি?"

"না ভাই মনে হচ্ছে যেন এটাতে আমারও সায় ছিল। এটা একটা হ'য়ে গেছে যেন লুকোচুরি"—

অনিমা দৃঢ়স্বরে কহিল—হাঁ তাই তুমি ধুর্জ্জটি বাবুকে ডাকাও, ডাকিয়ে অনুযোগ করো এরকম করা—এবং বলা—অন্যায় হয়েছে।

দামিনী কহিল, জানো সই—উনি যখন বলেছিলেন যে ওটা আমাদেরই তৈরি—তখন আমি এই ব'লে আপনাকে প্রবোধ দিচ্ছিলুম, যে ওরকম আমরাও তৈরি করতে পারি—

"যাইহোক তুমি কথাটা ধুর্জ্জটি বাবুকেও বলো—তাঁরও এতে শিক্ষা হবে।"

দামিনী অপরাহ্ন বেলার মধ্যেই একবার ধুর্জ্জটি বাবুকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল। এরকম মিথ্যাটা বলা অন্যায় হইয়াছে, কথাটা শুনিয়া দামিনীর দিকে এক সকৌতুক কটাক্ষ করিয়া ধুর্জ্জটি কহিল, সত্য যেখানে হীনপ্রভ সেখানে মিথ্যারই আশ্রয় নিতে হয়, বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। দামিনী অবাক হইয়া ধুর্জ্জটির পানে চাহিয়া রহিল।

(৯)

আজ সকলের কলিকাতা ফিরিবার দিন; ধূর্জ্জটি জনে জনে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। এ তিন দিন তাহার প্রাণে দুর্গোৎসব আসিয়াছিল আজ বিদায়ের করুন গীতিতে বুক ভরিয়া আসিতেছে। চাকর বাকরদিগকে তাড়াতাড়ি চারিটি রান্নাবান্নার বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া শাক্যসিংহের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। পথে একবার দামিনীর সহিত চোখোচোখী হইল। দামিনীও দৃষ্টি অবনত করিয়া লইল, ধূর্জ্জটিরও একটা কি বলিবার ছিল, বলা হইল না। চলিয়া গেল···শুধু চোখে দেখা আর চ'লে যাওয়া...এ দুদিন এ দুজনাকার মধ্যে যেন রোগের মত দাঁড়াইয়াছে।

দামিনী আপনাকে একটু সম্বৃত করিয়া লইতে চাহে, কিন্তু খোঁড়ার পা-টার খানার দিকে পড়িবার মত, দামিনীর চোখ দুটারও যেন বাইরের দিকটার পানে তাকাইয়া লইবার একটা বিশেষ ঝোঁক আছে। আর চাহিলেই পড়ুক ত সম্মুখে আসিয়া ধূর্জ্জটিই...অনিমা বিছানায় শুইয়া বইয়ে মুখ দিয়া পড়ে, আর দামিনীর জানালার ধারে না দাঁড়াইয়া পড়াও হয় না--চুল আঁচড়ানাও হয় না। কেহ ধরিবার ছিল না তাই, কিন্তু দামিনী এ দুই দিনের কথা চিন্তা করিয়া আপনার মনে ভাবি লজ্জিত হইল। আজ যাত্রা করিবার দিনে দামিনী—তাই খুব গম্ভীর হইয়াই জিনিষপত্র গোছাইতে লাগিল।

অনিমা তখন ইত্যবসরে কুমোরবাড়ী হইতে বিদায় লইয়া আসিতে গিয়াছিল।

কুম্ভকার পত্নী কহিল—বাছা তুমি দুদিনের জন্য শুধু মায়া বাড়াইতে এসেছিলে—

অনিমা কহিল, না—কুঠি যতদিন থাকবে, ততদিন আসবো।

ইহার মধ্যে তাহারা অনিমার একটু পরিচয়ও সংগ্রহ করিয়াছিল, সেদিন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে নাই। আজ কহিল হাঁ—মা জিজ্ঞাসা ক'রতে ত সাহস করিনি, মাথায় সিঁদুরও দেখিনি। কেউ বলে সিঁদুরে মাথার চুল উঠে যায় বলে নাকি মেয়েরা ওটা পরে না। আমরাও তাই মনে করেছিলেম। তাহ'লে যা শোনলাম বিবাহ কি হয় নাই?

অনিমা হাসিয়া কহিল, না! আমাদের একটু বড় বয়সেই বিবাহ হয়ে থাকে বলিয়া, কুম্ভকারদের পুত্রবধূর কাছে দাঁড়াইল। সে তখন সকাল বেলায় ঘর নিকাইতেছিল। তাড়াতাড়ি হাতটা ধুইয়া অনিমার কাছে ছুটিয়া আসিল। আসিয়াই প্রণাম করিয়া কহিল, দিদি।

অনিমা আনন্দে ও বিস্ময়ে কি আশীর্ব্বাদ করিবে ঠাহর পাইল না। কুমার বৌএর দেড় বৎসরের ছেলেটি হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছিল। অনিমা তাহাকে বুকে তুলিয়া লইল। এবং সন্দেশ খাইবার জন্য একটি টাকা ছেলেটির হাতে গুঁজিয়া দিল।

কুমার বৌ ব্যস্ত হইয়া কহিল। লোক দিদি ঠাকরুণ আপ্‌নারা হ'লেন ব্রাহ্মণ সজ্জনের ঘরের মেয়ে—আপনাদের কি

আমাদের ছেলে ছুঁতে আছে? তুমি কোলে তুলে নিলে, আবার সন্দেশের টাকা দিলে—কাতরস্বরে জোড়হাত করিয়া কহিল, না দিদি, নামিয়ে দাও, অপরাধ হবে। আর টাকাটাই, বা কেন দেওয়া?—

অনিমা কহিল। আর বেশী বথা বলো ত দুঃখ করবো। বলিয়া কুমার বৌকে, একটু লজ্জিত করিবার অভিপ্রায়ে কহিল, হাঁ ছেলে—ওরে ছেলে, তোর বাবাকে ত দেখলুম না।

কুমারবৌ একবার লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া মুখ ফিরাইল। পরক্ষণেই আপনার সঙ্কোচ দমন করিয়া কহিল, সবাই বাড়ীতে বসে হাঁড়ী গড়লে ত পেট ভরে না দিদি ঠাকরুণ। তাকে চাষ আবাদ করতে হয়, দিনমান মাঠের কাজেই থাকে।

অনিমা কহিল, আর গৃহস্থালীর রান্না বাড়া তুমিই করো কেমন? সেদিন ত দেখলুম তুমিই রাঁধছিলে।

কুমারবৌ কহিল, হাঁ—শাশুড়ীর বয়সও হয়ে গেছে, আর দেওয়া থোওয়া, ভানাকুটো করতেও একজন লোক লাগে, তাছাড়া ঘরে নিত্যসেবার ঠাকুর আছেন। ঠাকুরের পাঠ ঝাঁট আলাহিদা সব শুদ্ধ স্বত্ব হ'য়ে করতে হয়। আমাদের কাপড় চোপড় সর্ব্বদা ছেলেরা এঁটো করে দিচ্চে, ময়লা করে দিচ্চে, শাশুড়ী তাই ঠাকুর নিয়ে থাকেন, তাছাড়া তাঁকে মা ভগবতীর গোয়ালেও সাঁজাল দিতে হয়। আর আমরা বাসন মাজা, ঘরে নিকানো ধানসিদ্ধ করা রাঁধাবাড়া, যত মোটা কাজ নিয়ে থাকি, আমাদের এখন গায়ে জোর আছে, এখন খাটবোনা ত খাটবো কখন্।

অনিমার মনের মধ্যে পল্লী-লক্ষীর এক মহিমাময় দৃশ্য জাগিয়া উঠিল। সে ঐ কুম্ভকার বধূর দিকে চাহিয়া ভাবিল, এম্‌নিই ত নারী যুগে যুগে, কালে কালে, দেশের নাড়ীতে নাড়ীতে প্রাণের অমৃতরস ঢালিয়া মূর্ত্তিমত করুণার মত জাগিয়া বসিয়া আছে। রোগে শোকে, দুঃখে, দৈন্যে, একবারে সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত অচলা। জীবনে স্বামী পুত্র ছাড়া আর কিছু ভাবিয়াছে কি না সন্দেহ। নিজেদের হয়ত গ্রন্থিবহুল শতছিন্ন মলিনবস্ত্রে আপত্তি নাই। কিন্তু স্বামী পুত্রকে ত সে বেশে বাহিরে পাঠাইতে পারে নাই, তাহাদেরি কল্যাণের জন্য—ঘরে ঘরে ধূপ দীপ জ্বালাইয়া দেবতার দুয়ারে মাথা লুটাইয়া প্রার্থনা করিতেছে, আশীর্ব্বাদ মাগিয়া লইতেছে। কুম্ভকার পত্নীর ধানের গোলার ছায়ায় দাঁড়াইয়া তাহার মধ্যে যেন একটা পূজার আরতি জাগিয়া উঠিল। এবং নিজেকেও এই বাঙালী মেয়ের দলে মনে করিয়া একটা পরম গর্ব্ব অনুভব করিল।

বেলা বাড়িয়া যায় দেখিয়া অনিমা কহিল, তবে আসি কুমারবৌ আবার কবে দেখা হবে তার ঠিক নাই।

কুমারবৌ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কবে দেখা হবে তার ত কিছুই ঠিকানা নাই—হয়ত আর এ জীবনে দেখা হবেও কি না—কি বলা যায়—কিন্তু...বলিয়াই তাড়াতাড়ি চালার ধারটা হইতে ঘুরিয়া আসিয়া কহিল। ফেলেইত যাবেন তা···একটু মিষ্টি মুখ না করিয়ে দিয়ে ত ছেড়ে দিতে পারিনে দিদি।—আমার শাশুড়ী কাপড় ছেড়ে, গঙ্গাজল নিয়ে, দুধ জ্বাল দিচ্চেন, আর মোটে দেরি নাই।

অনিমা কহিল, এই দেখ আবার তুমি খানিক জ্বালাবে। ঐ জন্যই ত......যাও বৌ আমি এখন খাবো না!

কুমারবৌ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না দিদিঠাকরুণ ওকথা বলবেন না আপনাদের পাবো কোথা? আমাদের পরম ভাগ্যি যে দয়া করে এসেছিলেন। আপনারা হলেন বড় লোক।... আমাদের কি আছে আর কি-ই বা দেব? ঘরের গরুর দুধ, আর চায়ের গুড়ের মিষ্টি।

অনিমা আহত হইয়া কহিল। না কুমারবৌ, আমার কোন আপত্তি নাই তুমি নিয়ে এসো।

কুমারবৌএর শাশুড়ী ঘরের মধ্যে আসন পাতিয়া, পরিষ্কার গেলাসে একগ্লাস জল দিয়া, কিছু গুড়ের সন্দেশ, গুটিকতক মুড়কী, ও একবাটী দুধ রাখিয়া দিল।

অনিমা পরম পরিতৃপ্তির সহিত সেটুকু খাইয়া লইয়া এবং কুমারবৌএর পুত্রটিকেও তাহার কিছু অংশ দিল।

অনিমা মুখ ধুইয়া উঠিয়া কহিল, দেখ কুমারবৌ—তোমার এই যত্ন আত্তি দেখে আমার যেন তোমাদের আর ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হ'চ্চে না।

কুমারবৌএর শাশুড়ী আসিয়া কহিল, তোমাদের মত লোকের মেয়ের, মা কি করতে পারলাম। তবু বিদুরের খুদ-কুঁড়ো।—

অনিমা কহিল, হাঁ জানই ত বাছা—বিদুরের ঘরের খুদকুঁড়োয় স্বয়ং ভগবান যিনি, তিনিও সন্তুষ্ট হ'য়েছিলেন।

অনিমা, নিজেও ব্যথিত আহত হইয়া এবং কুমারবৌকেও আহত করিয়া বিদায় লইল। বিদায় দিবার সময় কিন্তু কুমারবৌ আর চোখের জল রাখিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল।

দামিনী বসিয়া বিছানা পত্র বাঁধিতেছিল। পেছন হইতে কে আসিয়া বলিল, ওগুলো ত ঠিক বাঁধা হয় নি। দামিনী চমকিয়া চাহিতেই দেখিল, ধূর্জ্জটি—এবং মুহূর্ত্তেই সে তাহার হাত হইতে বিছানা বাঁধিবার চামড়ার দলটা অধিকার করিয়া ফেলিল। দামিনী একটু সন্ত্রস্ত হইয়াই দাঁড়াইয়া গেল।

ধূর্জ্জটি কহিল, অনিমা বুঝি এখনও আসেনি ?

দামিনী কহিল। না।

"ঐ এক মেয়ে মানুষের এক খেয়াল—বিদেশ বিভূম জায়গায় পরের বাড়ী যাওয়া কেন বাবু ? কিন্তু দামিনী—তোমার ব্যবহারে আমি খুব তুষ্ট হয়েছি। কালকের সে রুমাল দেওয়ার ব্যাপারটার মধ্যে তুমি না থাকলে, হয়ত একটা গোলযোগই বেধে যেতো—তবে আমাকে একটা মিথ্যাকথা বলতে হয়েছিল বটে! তার জন্য আমার বিবেকের কাছে আমায় মোটেই জবাবদিহি করতে হয়নি, আমি জানতাম যে সে রকম পারো। মিথ্যাও ত সকল সময় দোষের হয় না। যখন সে স্বার্থকে কূল দেয়......প্রাণকে সঞ্জীবিত করে......এই কথাটা বলবার জন্যই তোমার কাছে আমাকে ছুটে আসতে হয়েছিল। তুমি একটু কাল ক্ষুন্ন হয়েছিলে...না—? আসল কথাটা কি জানো—জীবনে নিজেকে আগে বড় করতে হবে! তারপর পরের দিকে দৃষ্টিপাত করবার সময়!

আমাদের শাস্ত্রও ঐ উপদেশ দিয়ে গেছেন—"আত্মানাং সতত রক্ষেৎ পশ্চাৎ পুত্র ধনৈরপি" কথাটা খুবই প্রনিধান যোগ্য।

দামিনী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল.কোন উত্তর দিতে পারিল না। তবে বুঝিল এতদিন যে তাহার পরে আপনি সম্বোধনটা চলিত সেটা ঘুচিয়া সহসা "তুমি আমিতে" আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!

ধুর্জ্জটি আবার কহিতে লাগিল, আর ঐ যে তোমার কালকার পরিচ্ছদটা—আমার ভারি মনে ধরেছিল—লজ্জা করোনা।—আমি ঐ রকমই চাই—নারীরাই ত সৌন্দর্য্যের ঝরণা—প্রাণকে আনন্দের রসে রসিয়ে রাখ্‌বার অমোঘ রসায়ন......তার মধ্যে দৈন্যের ভাবটা কল্পনা করতেও কেমন ব্যথা লাগে। তবে যারা থাকতেও দৈন্যের ভাণ করে—দুঃখের মধ্যেই পড়ে পচবার জন্য প্রার্থনা করে—আমি তাদের ভণ্ডই বলি।—প্রাণ যা চায়—তাই প্রাণকে দিতে হবে। জোর করে তার টুটি চেপে, ওষুধ গেলাবার মত সংযম গেলানো সে আত্মহত্যারই নামান্তর। যার বিষময় ফল আমাদের সমাজের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করেচে। বিধবারাই যার দৃষ্টান্ত। দামিনী দেখিল এ যে একেবারে উৎসাহ উদ্যমের ফোয়ারা। অবনত হইয়াই শুনিতে লাগিল।

ধুর্জ্জটি কহিল, ভেবো না তোমার সহিত আমার একটা বিবাহের সম্বন্ধ এসেছে বলে, আমি আবেগ ভরেই তোমার কাছে কতকগুলো কথা বলতে এসেছি—তাহলে ভুল বোঝা হবে।—বিবাহ ত কিছুই না। ও একটা জীবনের বাহ্য সংস্কার মাত্র—তাতে আমি উৎসাহিত হই না। আমি চাই, আমার চিন্তাধারার

এক জীবন্ত প্রতিমা, তিনি নারীই হোন কি দেবীই হোন !—যিনি শ্মশানে অভয়া হয়ে দাঁড়াতে পারেন !—যুদ্ধক্ষেত্রে মদের মোহের মত শিরায় শিরায় আগুণের স্রোত বহাতে পারেন !···আমি প্রেমের সন্ন্যাসী কখনো নই, হতেও চাই না।—ভক্তিও আমার কাম্য নয়। আমি চাই শক্তি! শক্তি! আমি তাই শক্তির সন্ধানেই পথে বেরিয়ে পড়েছি।

দামিনীর বুঝিতে বাকী রহিল না, এই যে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বাক্যের ঘূর্ণিজাল···তাহাকেই ভবিষ্যতে যাহা হইতে হইবে তাহারই একটা নীরব অনুজ্ঞা মাত্র। দামিনী কি তাহা হইতে পারে না? দেশের সন্তান, দেশের পুরুষ, তাঁহারা যদি দেশের কাজে ভৈরব সাজিতে পারেন···দামিনী এই দেশেরই মেয়ে সেই বা ভৈরবী না হইতে পারিবে কেন? সেও ত সহধর্ম্মিনী হইতেই চাহে···বিবাহের চরম উদ্দেশ্য যে তাহাই। উৎসাহে তাহার মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল। ধূর্জ্জটি আবার কি বলিতে যাইবে এমন সময়ে পাশের রোয়াকে অনিমার পায়ের সাড়া পাওয়া গেল।

ধূর্জ্জটি তাড়াতাড়ি আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া অনিমাকে কহিল। এই তোমারি খোঁজে এসেছিলুম অনিমা—তুমি বুঝি কুমারদের বাড়ীর ওখানে গিয়েছিলে? তোমার মনটি নিতান্ত সরল কিনা। এদিকে তোমাদের বিছানাপত্রও বাঁধা হয়েছে ত দেখলুম। বাস্তবিক এ দুদিন তোমাদিগকে নিয়ে কি সুখেই ছিলুম! আজ তাই বিদায় দিতে—বুকের ভিতরটা যেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে...যাই আবার শাক্য বাবুকেও একটু তাড়া

দিতে হবে, তিনি সোমেশ্বর বাবুর সঙ্গে বসে গল্প পেড়েছেন, উনি গল্প হ'লে ত আর কিছু চান না।

দামিনী ধুর্জ্জটির এই মুহূর্ত্তের ভাববিন্যাস দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

অনিমা কহিল, কি ব'লছিলেন দামিনী, ধুর্জ্জটি বাবু? তোরও চখে মুখে দেখছি উৎসাহের একটা রক্ত আভা......

দামিনী একবার মনে করিল খুলিয়াই বলি, বলি যে ধুর্জ্জটি বাবু তাঁর চিন্তাধারার জীবন্ত প্রতিমা—মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে চান। কিন্তু কেমন সঙ্কোচ আসিল কিছুই বলিতে পারিল না। ঈষৎ হাসিয়া মুখ ফিরাইল, এবং কহিল কিছুই না।

অনিমা কহিল। কিন্তু আমি কুমোরবাড়ী গিয়ে যা পেয়েছি জীবনে তা অতুল। দুদিনের মাত্র পরিচয়—আজ বিদায় দেবার সময় কুমারবৌ কেঁদে ফেল্‌লে, হৃদয় তাদের মধ্যেই আছে! বলিয়া কুম্ভকার বাড়ীতে পৌছিবার পর হইতে আনুপূর্ব্বিক বলিয়া গেল। দামিনীও আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু তাহার মধ্যে শক্তিস্বরূপিনী হইবার কল্পনাটাই বড় প্রবল হইয়া উঠিতে ছিল। তাহাকে আশা দিতে হইবে—উৎসাহ দিতে হইবে! জীবনের অমর সঙ্গীত সে গাহিবে!

বিদায় নমস্কারের পর, যখন সকলে গাড়ীতে উঠিবে, তখন কুমারবৌ ভাবিনীর শ্বশুর, হাঁড়ীতে করিয়া এক হাঁড়ি খৈচুর ও গুড়ের নাড়ু ও একটা বড় ভাঁড়ে করিয়া এক ভাঁড় দুধ আনিয়া হাজির করিল।

শাক্যসিংহ ব্যস্ত হইয়া কহিল, ব্যাপার কি ?—

অনিমা কহিল, কুমারবৌ ভাবিনি আমায় পাঠিয়েছে। নিতে হবে দাদা—ফিরুলে চলবে না।

ধূর্জ্জটি ফিরাইয়া দিবারই উপক্রম করিতেছিল। আর ঘটিয়া উঠিল না। অনিমা কহিল, দাও বুড়ো বাবা আমি মাথায় করে নেবো। বলিয়া হাত বাড়াইয়া তুলিয়া লইয়া হঁড়িটা গাড়ীর মধ্যে বিছানাটার পার্শ্বে রাখিয়া দিল। বুড়া কৃতজ্ঞতায় গলিয়া কহিল। আমরা নেহাৎ গরীব মা—তোমাদের সম্মান রক্ষা কববার সে ক্ষমতা নাই। কোন রকমে দিন গুজরাণ করি !—যদি দয়া করে গ্রহণ করলেন······আমার পরম ভাগ্যি—

অনিমা কহিল, আমি চিঠি দেব বুড়া বাবা—তুমিও বৌকে চিঠি লিখতে বলো।

বৃদ্ধ মস্তক অবনত করিয়া কথাটা স্বীকার করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। শাক্যসিংহ কহিল, এ সব কি ব্যাপার—আমি ত কিছুই জানিনে।

অনিমা কহিল,দাদা এখানে কুমার বাড়ীতে—বুড়ার পুত্র বৌএর সঙ্গে, আমি একটা সম্পর্ক পাতিয়ে এসেছি—দেখলাম ওরা খুব ভালো। আমার মনে হয় যদি কখন ঘর করতে হয় তবে ঐ ওদের মাঝখানে—ওরা এত সরল এত বিনয়ী তার কি বলবো ! আমাকে যেন কত দিনের চেনা পরিচয়ের মত আদর করে ঘরে তুলে নিলে—ওদের বুড়োবুড়ি, বৌ, সব ভালো।

শাক্যসিংহ হাসিয়া কহিল, তুই অবাক করলি অনিমা, কোথায়

এ শুকনো বালির দেশে—ক্ষীণ নদী স্রোতের মত একটা হৃদয় স্রোত ব'য়ে যাচ্চে তাকে আবিষ্কার করে গেলি। পুরাকীর্ত্তির ধ্বংশ স্তুপ দেখতে এসে ভাল উপকরণই সংগ্রহ করে নিয়ে চল্‌লি? থৈএর নাড়ু সিড়ির মোণ্ডা, অনেক কাল এর গবেষণা চলবে।

দামিনীও মুখ টিপিয়া কহিল, হাঁ দাদা হাতে আর মুখে...... কিন্তু অন্তরে সে অনিমার কাছে না অবনত হইয়া পারিল না। অনিমার দিকে সস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

অনিমা কহিল, শোনো দাদা, পড়ো বাড়ী—আর পাথর ঘাঁটবার সক্ আমার মিটে গেছে। ইট পাথরের ভিতরে গর্ব্ব, গরিমা যাই থাক্ সেখানে প্রাণ নাই। আমরা যদি এই রকম তিমির গর্ভ হ'তে দু একটা প্রাণের আবিষ্কার করতে পারি মন্দ কি?

শাক্যসিংহ কহিল, তোর বাহাদুরিকে ধন্যবাদ দিই।

গাড়ী ছাড়িয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। সেই পূর্ব্বেকার বন্দোবস্ত মতই শাক্য এক গাড়ীতে উঠিল। এবং অনিমা ও দামিনী আর এক গাড়ীতেই উঠিল। গাড়ি যখন চলিতে আরম্ভ করিল—তখন অনিমা চুপে চুপে দামিনীর কাছে কাণ লইয়া কহিল। বড় বাজলো—নয় দামিনী? কিন্তু কি করবো বল্।

চখে চখে যারে রাখিবার সাধ, পলক ফেলিতে ঘটিল বিষাদ-
এম্নি প্রেমের ছলনা।—

দামিনী অনিমাকে অধঃপাতে যাইতে বলিল। অনিমা কহিল, আমার বক্ষেও যে ছেড়ে যাবার একটা ব্যথা জমে আছে—আমরা দুজনেই—দুজনের দুঃখে সহ দুঃখ ভাগিনী...

(১০)

সকলে কলিকাতায় উপস্থিত হইলে, খাওয়া দাওয়ার পর সারদাসুন্দরী বারান্দায় একখানা মাদুর পাতিয়া দামিনীকে ডাকিয়া কহিলেন, আয় মা দামিনী—পুরবন্দর হ'তে ত সব ঘুরে বেরে এলি। এখন বল্ ও দেশের কি দেখ্‌লি? ওদেশেরই বা কি ভালো আমাদেরি বা কি ভালো? অনিমার পরে আমার আস্থা নাই ও শুধু ভেসে ভেসে, ঘুরে ঘুরে, বেড়াতেই জানে।

দামিনী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না মা—ঘুরে ঘুরে, ভাসা ভাসা, যদি কেউ বেড়িয়েচে ত আমি।—আর দেখ্‌বার, শোনবার, পাবার, কিছু পেয়ে থাকে ত সে অনিমা,—আমি দেখেছি শুধু শীতের দিনের ঘন কুয়াসা, শুষ্ক নদীগর্ভ হ'তে আকাশের দিকে জমাট বাঁধচে, আর দেখেছি ভাঙ্গা একটা দুর্গ—কোন্ অতীত কালের—শ্মশানের একটা কঙ্কালের মত হাঁ ক'রে, অদৃষ্টের দিকে চেয়ে আছে! আমি দেখিওনি কিছু, পাইওনি কিছু, তার কারণ আমি ত আর দেশের সাধারণের সঙ্গে মিশ্‌তে পারিনি। অনিমা মিশেছিল, ওকেই জিজ্ঞাসা করো। নাড়ু সন্দেশেই তার কতকটা পরিচয়ও পেয়েছো।—

সারদাসুন্দরী কহিলেন, হাঁ, অনির ভিতরে দেখছি তবে একটু বোধ জাগ্রত হয়েছে। সেটা ঈশ্বরের দয়া। ডাকিলেন ও অনিমা একবার তবে কুমার বাড়ীর কথাটা বলেই যা না।

অনিমা উপর হইতে কহিল, দাঁড়াও মা—আমি এখন একটা স্তব রচনায় ব্যস্ত আছি! যদি তোমার কথা শুনতে যাই তবে এ ভাবটা হ'তে বঞ্চিত হয়ে যাবো।—একটু পরেই যাচ্চি।

সারদাসুন্দরী কহিলেন, দামিনী তবে তুই বল্ মা! কারখানাটির কথা। দেশের একটা নষ্ট শিল্প সেখানে প্রাণ পাচ্চে।

দামিনী কহিল, প্রাণের কিছু সন্ধান পেলুম না—মা। তবে দেখলুম—কতকগুলো কল কব্জা চাকা ঘুরচে। তাতে দেশের যেকিছু হচ্চে এমন অনুভব হলো না। শোনা গেল আশে পাশের কৃষকদের বাড়ীতে সব পলু হচ্চে, পলুর চায আবাদ যা কিছু সেই কৃষকদের বাড়ীতেই চলছে। কুঠিতে এখনও কাপড় বোনা আদি কিছুই আরম্ভ হয়নি। তবে লোকজন অনেকগুলো কারখানায় খাটচে।

সারদাসুন্দরী কহিলেন, দেশের কাজ কচ্ছি বলে—সেই লোকগুলোর মধ্যে বেশ একটু উৎসাহের ভাব দেখা যাচ্চে?

দামিনী কহিল, উৎসাহ যদি বল মা—তবে এক স্বত্বাধিকারী সোমেশ্বর বাবু ছাড়া আর কারও দেখিনি। শুনলুম তিনি সেখানেও একটা গ্রামে—স্কুল খোলবার যোগার কচ্চেন—বেশ উদ্যোগী ভাল মানুষটী। আমরা একখানা তাঁকে রুমাল উপহার দেওয়াতে তাঁর আনন্দ কতো। একখানা ভাল তৈরি করেই তাঁকে দিতে হবে।"

সারদাসুন্দরী কহিলেন, "তাই দিও মা—দেশের যাঁরা কল্যাণ চিন্তা করেন—তোমরা তাদেরি সে কল্যাণ চিন্তার দ্বারে উৎসাহের বাতি জ্বালিয়া রাখো। দুঃখে, দুর্গতিতে, তোমাদেরই অভয় হাসিতে

তাঁদের আকাশ ভরা আঁধার কেটে যাবে। তোমরা যে দেশেরই মেয়ে।—আজ ওমনি এই দেশেরই কটি মেয়ের কথা, কাগজে পড়ছিলুম, বলিয়া সারদাসুন্দরী কাগজখানা টানিয়া দামিনীকে দেখাইয়া কহিলেন, এরা সুদূর পঞ্চনদ থেকে দেশের কাজ করতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বেরিয়ে পড়েছেন, তাঁরা স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য আপনাদের একবারে উৎসর্গ করেছেন। কি তাঁদের মনের তেজ।—মুর্খ দরিদ্র নারীদের মধ্যে ধর্ম্মনীতি ও জ্ঞানের কথা শোনাবার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতেও অপমান বোধ করেন নি।"

খবরের কাগজ খানা পড়িয়া দামিনীর নয়নতারা উজ্জল হইয়া উঠিল। তাহার যেন মনে হইল সেও উৎসাহে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে,—মা আমিও সেই মেয়ে, সেই দেশেরই মেয়ে,—আমারও সে তেজ, সে উৎসাহ আছে।

সারদাসুন্দরী দামিনীর মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝিলেন—যোগ্য, পাত্রেই তিনি উপদেশ বিতরণ করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল হয় নাই।

দামিনী কহিল, আমরাই কি তা হতে পারিনা মা মনে করেছ? দেশকে আমরাও,—মনের মধ্যে খুব বড় জায়গাতেই স্থান দিই।

সারদাসুন্দরী দামিনীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, তাই হওমা—তোমরা সব দেশেরই মেয়ে হও।—তোমাদের সুর ঐ রকম উঁচুপরদাতেই রণিত হতে থাকুক।

আজ এমনি একটা কথা সারদাসুন্দরীর মুখ হইতেও শুনিয়া

লইবার তাহার দরকার ছিল। নহিলে যে তাহার আপনার নিজের পরে আর শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিতেছিল না। অনিমা তাহাকে খাটো করিয়া দিয়াছিল।

দামিনী সারদাসুন্দরীকে প্রণাম করিয়া উঠিল, সে এখনও বাড়ী গিয়া তাহার পিতার সহিত দেখা করে নাই। সাঁজের আকাশের কয়টি তারা জ্বল্ জ্বল্ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। দামিনী সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিবে;—শুনিতে পাইল অনিমা উচ্চ কণ্ঠে মার কাছে আসিয়া পড়িতেছে।

"চীনাংশুকের দিব্য ভাতি, নাই যদিও অঙ্গে বটে—
অঙ্গরাগের সুপ্তরাগে—কান্নাপুরি চাঁদের হাটে।
আল্তাপরা চরণ দুটি শাঁখা হাতে ভাগ্যবতী
সাড়ীখানি অঙ্গ বেরা লক্ষ্মী যেন মূর্ত্তিমতী"

সারদাসুন্দরী হাসিয়া কহিলেন, এ লক্ষ্মী বুঝি তোর সেই পুরন্দরের কুমার বৌ?

অনিমা কহিল, হাঁ। কিন্তু আসল কথাটা যে বলা হয়েছে তা বলতে হবে।

দামিনী আর উপরে উঠিল না, সিঁড়ির পথেই দাঁড়াইয়া কহিল, হাঁ সই, বলা ঠিক হয়েছে বটে, কিন্তু ছন্দের তাল ভঙ্গ হয়ে গেছে।

অনিমা বলিয়া উঠিল, তা হোক, এযে আমার স্তব। এ তো আর তোমার পুথির পাতের বাঁধি বুলি নহে—যে ছন্দ ভঙ্গে দেবতা রুষ্ট হবেন। এ যে পল্লীলক্ষ্মীর স্তব—স্বতঃ উৎসারিত। চেষ্টা করে ভাবতে হয় নি, ভাব আপনি মূর্ত্তি ধরে বেরিয়ে এসেছে,

এ যে বিগলিত তুষার নির্ঝরিনীর বন্যাধারা।—আমার ছন্দ ভঙ্গ হয়েছে বলে থামাতে পারবে না সই। আবেগটা যে আমার মধ্যে একটা আবর্ত্তের মত পাক খাচ্চে। তাকে রূপ দিতেই হবে।

দামিনী হাসিতে হাসিতে নামিয়া গেল।

অনিমা মায়ের কোলটিতে পড়িয়া কহিতে লাগিল—মা! মা! শোনা মা—আর একবার শোনা—আবার পড়িতে লাগিল।

দামিনী যখন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল; তখন তাহার পিতা ভবনাথ সন্ধ্যা আহ্নিকে বসিয়াছিলেন। দামিনী পিতার ঘরের সম্মুখটা দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া রান্নাঘরে—বৃদ্ধা রাঁধিবার ঝিটির কাছে আসিয়া বসিল। বুড়ি এক গাল হাসিয়া কহিল, এতদিনের পর এলে দিদি? তোমরা যে দিন চলে গেলে,—ঠিক তার পর দিনে—বর্দ্ধমান হতে ভাবী জামাই বাবু—খুব বড় একটা তত্ত্ব করে পাঠিয়েছিলেন। এক্‌মোন হবে দুটা মাছ। আর মিহিদানা সিতাভোগের ত কথাই নাই।

দামিনী নীরব হইয়া সমস্তই শুনিল। বুঝিল জলধর এখনও তাহার অদৃষ্টাকাশ হইতে সরিয়া যায় নাই। হৃদ্‌পিণ্ডটায় রক্ত দ্রুত বহিতে লাগিল।

দামিনী কহিল, তোমরা তাই খুব খেলে কি বলো?

"তা আব খাবো না—ওমা! তত্ত্বর সামগ্রী—বর্দ্ধমানের দিদিও পত্র দিয়েছেন, তাঁকেও ঐরকম পাঠিয়েছিলেন। শোনলাম নাকি টাকাকড়ি ধন দৌলতের তাঁর সীমা নাই। তালুক মুলুক ও অনেক আছে।......

দামিনী নিশ্চল হইয়াই এতক্ষণ শুনিতেছিল। কিন্তু আর তাহার অসহ্য হইতে লাগিল। বাড়ী আসিয়াই যে এতটা শুনিবে তাহার আশা করে নাই। আস্তে আস্তে উঠিয়া পিতার ঘরের সম্মুখটায় আসিয়া দাঁড়াইল।

আকাশের সেই নক্ষত্র দুটি তাহার পানে এখনও নির্ণিমেষ চাহিয়া আছে। হায়! তারালোক—মানুষের হৃদয়েব ঘাতপ্রতিঘাত তোমাদের দেশে কি প্রতিধ্বনিত হয়?

দামিনী বিস্মৃত হইয়া যাইতেছিল যে সে দেশেরই মেয়ে।—যেন এইমাত্র এখনি কে তাহার জীবনের শ্রেয়োপথটার ধারে মুষ্টি মুষ্টি স্বর্ণ রেণু উড়াইয়া—তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিবার আয়োজনে ছিল, দামিনী ভাগ্যে ভাগ্যে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে।

বারান্দাটা দিয়া একবার ঘুরিয়া আসিল। আপনার মনের কাছেও একবার সাড়া লইল দেশ! দেশ! সে দেশের মেয়ে হইতেই রাজী আছে কি না?—যাহারা দেশের সেবা করিয়াই প্রাণপাত করিতেছে তাহাদেরই মত—সেবিকা হইয়া মরিবার তাহার অভিলাষ আছে কি না?—

হাঁ।—সে সেবকের সেবিকা হইয়াই দিন কাটাইবে। দেশেরই বুকের রক্ত যাহারা শুষিয়া খায় তাহাদের দলে সে নাই। তাহা তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। টাকা আছে! জলধরের টাকা আছে; সে টাকা সে কোথায় সংগ্রহ করে তাহা ত তাহার অবিদিত নাই। যখন কেউ সর্ব্বনাশের কিনারায় দাঁড়াইয়া আর্ত্তনাদ করে। তখন

মহাজনের বেশে তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরে। তারপর আস্তে আস্তে ছুরি চালাইয়া তাহার ভিটাখানি অবধি আত্মসাৎ করিয়া লয়।—সেই পয়সায় সে বড় লোক। লোকেও সেই পয়সার মালিকের জয় গায়!

দামিনী ভিখারীর সহিত ভিখারিণী হইয়া দিন কাটাইবে, তবু জলধরের সোনার পিঞ্জরের দিকে নয়—কিছুতে নয়।…ধূর্জ্জটির মূর্ত্তি খানিও তাহাকে কম দোলা দেয় নাই।

ভবনাথ আহ্নিক সারিয়া বাহিরে আসিয়া কহিলেন, কে—দামিনী এসেছিস্ মা। জল টল খেয়েছিস্! এত উগ্রভাবে দেখাচ্চে কেন?

দামিনী অপ্রতিভ হইয়া গেল। বুঝিল সে তাল ঠিক রাখিতে পারে নাই। লজ্জিত হইয়া পিতার পদ ধূলি লইয়া কহিল, এই কদিনই বাবা তোমার পায়ের ধুলো নিইনি—জানো বাবা!—তাই—একটু অধীর হয়ে পড়েছিলাম। ভবনাথ কহিলেন, ওদেশটি কেমন দেখলি? ভাল লাগলো?—

দামিনী সংক্ষেপে কহিল, হাঁ।

ভবনাথ কহিলেন, দেশের লোকগুলিকে কেমন লাগল?

দামিনী কহিল, বেশ।

আসল কথাটাকে দামিনীও খুঁজিয়া পাইতেছিল না। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল। দেখ বাবা,—সই-মা কটি পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকের কথা আজ বললেন—কাগজেও দেখলুম, তাঁরা এককালে জলন্ধর, বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন, এখন সব প্রচারিকা, চিরকুমারী, দেশের

কাজের জন্য, জীবন উৎসর্গ করেছেন আমাদের দেশে ত এমন মেয়েমানুষ দেখি না।

ভবনাথ কহিলেন, ভারতের একপ্রান্তে যদি আলো জ্বলে থাকে তবে আরেক প্রান্তে যে সেই আলোর ছটা এসে না পড়বে—তার কে ব'লতে পারে?

দামিনী সঙ্কোচের প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া পিতাব পায়ের কাছটিতে বসিয়া কহিল। আচ্ছা বাবা, আমরাও কি সেবিকা হয়ে জীবন কাটাতে পারিনে? সেটা কি আমাদের পক্ষে একান্তই অসম্ভব?

ভবনাথ কহিলেন, অসম্ভব কিছুই নয় মা—অসম্ভব কথাটাই যা অসম্ভব!—

দামিনী তাড়াতাড়ি কহিল, তবে সংসারে মেয়েদের জন্য বাপের এত চিন্তা কেন বাবা? জন্ম হতে কেন খোঁজ করা কোথায় বর—কোথায় টাকা? এই মহাব্রতে ত কন্যাদিগকে দীক্ষিত করিয়ে দিতে পারেন।

ভবনাথ কহিলেন, পারে সত্য—কিন্তু বাপের প্রাণে যে মেয়েব সুখের চিন্তাটাই সব চেয়ে বেশী প্রবল! বাপ্‌রা দেখতে চায় মেয়ে রাজরাণী হোক। একটা তরুণ সৃষ্টি এই আদরের দুলালীদের বক্ষের সুধা ধারায় অমর হয়ে উঠুক। বাপে এই রকমই যে চাহে—মা, কোন পিতৃহৃদয় কি পারে—মেয়েকে, মরু-পথের যাত্রী ক'রে অকূলের দিকে পাঠাতে?

দামিনী পিতার কথায় আর অন্য প্রতিবাদ করিতে পারিল

না। বৰ্দ্ধমান হইতে যে তত্ত্ব আসিয়াছিল সেটাও তুলিতে পারিল না। চুপ করিয়া অনন্ত অন্ধকারের পানে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া বসিয়া রহিল।

ভবনাথই কথা তুলিলেন, কহিলেন, তোরা বোধ হয় শুনিসনি না।—সেই বৰ্দ্ধমানের জলধর বাবুটি এখানে একটা তত্ত্ব পাঠিয়েছিলেন।

দামিনী কঠোর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কেন—বাবা—? তোমার একটু লজ্জা হয় নি?—এইটুকু বলিবার জন্যই সে এতক্ষণ ছট্‌ফট্ করিতেছিল। এবং ইহারই জন্য সে এত কথার অবতারণা করিয়াছিল।

ভবনাথ কহিলেন, আমি জবাব দিয়ে দিয়েছি না, ব'লেছি আমার লেখাপড়া জানা মেয়ে—তার মতামত না নিয়ে আমি কোন কার্য্যই ক'রতে পারবো না। তাঁরাও তাতে সন্তুষ্ট হ'য়ে চ'লে গেছেন।

দামিনী পিতার চিন্তা-ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া বড় অনুতপ্ত হইয়া উঠিল।

(১১)

ধূর্জ্জটির সহিত দামিনীর বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হইয়া গিয়াছে, গ্রীষ্মের ছুটির বন্ধেই বিবাহটা হইয়া যাইবে। একদিন ধূর্জ্জটি দামিনীকে যে অনুজ্ঞা করিয়াছিল সে তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে পারিবে কি না, তাহার হিসাব দামিনী আর করে নাই! তবে ঠিক করিয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিতেই হইবে এবং বিবাহ ব্যতীত তাহার সামাজিক জীবনে মুক্তি নাই। "দেশের মেয়ে, দেশের ব্রতধারিনী হইবার সাধ" প্রভৃতি বড় কথাগুলাকে আপাতঃ দিনকতক তাহার মনের মন্দির হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইয়াছে।

সেদিন অপরাহ্ন বেলায়—দামিনী তাহার কাঁটা, সুতা লইয়া এক খানা রুমাল বুনিতেছিল। কয়দিন হইতে সে এই রুমাল-টাকে লইয়াই পড়িয়াছে, এবং অনিমাদের বাড়ীও যাইতে পারে নাই।

অনিমা তাই হাসিতে হাসিতে আসিয়া কহিল—কি সই কাজে যে নিষ্ঠা ভারি।—কদিন ধ'রে দেখাই নাই। বুঝি "কান্তের" সেই ফরমাসি রুমালটি নিয়ে পড়েছ?

দামিনী লজ্জিত হইয়া কহিল, হাঁ ভাই, এই রুমালটা ফেঁদে ইস্তক একদণ্ড আমার বিশ্রাম নাই; পড়াশুনোও একবার করতে পারি নি।

"অনুরাগের মদ যখন সীমা ছাপিয়ে ওঠে—তখন এই রকম কাজের ভুল হ'য়েই থাকে, অনেকে আবার পৃথিবীটাকেও শুদ্ধ

ভুলে বসে।' আত্মীয় স্বজন পর্য্যন্ত—তার চক্ষে তখন সবই শূন্য... অনিমা স্পষ্ট স্পষ্ট এমনি বলিল।

দামিনী হাসিয়া কহিল, তুই আর জ্বালাসনে সই, আমি শুনেছি তোরও দিন ঘনিয়ে এলো।

অনিমা হাসিয়া কহিল,—তাতে দাদা ঠিক আছেন, এদিকে গোঁড়া হিন্দু তিনি—কিন্তু ভগ্নীর বিবাহ দেবার বেলা, তাঁর ভগ্নীকে টানাও হুকুম দেওয়া আছে "স্বয়ম্বরা হও।" সে আমি যুবার গলায় দি, আর বৃদ্ধের গলায় দি, কি সামনের ঐ নারকেল গাছটার গলায়ই দি, কিম্বা মালাটা নিজের গলাতেই জড়িয়ে মরি।—আমি ত আর তোমাদের মত বড় বড় আইডিয়া নিয়ে মাথাটাকে ভারগ্রস্ত করিনে, আমার সুখপ্রিয় জীবন। সোজা সরল পথটাকেই জীবনে বড় ক'রেই দেখি। আর যদি কখন বিয়েটা ক'রতেই হয়। তবে ঐ রকম সোজা ধাতেরই মানুষ—একটি, খুজে পেতে বেছে ক'রবো।

দামিনী কহিল, সোজা পথটাই জীবনের বড় পথ বটে—কিন্তু, ওতে সংসারের বারো আনা লোকই চলে। আর অভাব অনাটন যা কিছু তাদেরি উপর দিয়ে ব'হে যায়।

অনিমা কহিল, ভয় নাই সই। তোমায় আর অভাব অনাটনের মুখটা দেখতে হবে না। শোনা যাচ্চে—ধূর্জ্জটিবাবু এরই মধ্যে ক'লকাতায় তাঁর প'ড়ো জায়গাটায় একখানা বাড়ী উঠাচ্চেন—লক্ষ্মীকে আর দুঃখ দুর্গতির হাটে বসিয়ে—লক্ষ্মীর অমর্য্যাদা করবেন না।

দামিনীর হাতের কাঁটাটা হঠাৎ থামিয়া গেল। দামিনী একবার অনিমার মুখের দিকে চাহিয়া লইল। তাহার কানের ভিতরটাও ঝাঁ ঝাঁ করিয়া তালা লাগিয়া গেল। সে জানিত দরিদ্র ধুর্জ্জটি,১০০ শত টাকায় মাহিনার চাকরী করে। চাকরীও মাত্র বৎসর খানেক চলিতেছে। ইহার মধ্যে কলিকাতা সহরে বাড়ী করিবার মত সে সামর্থ্য তাহার জন্মিয়াছে? হঠাৎ ধক্ করিয়া পুর বন্দরে ধুর্জ্জটির একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িল, ধুর্জ্জটি যে বলিয়াছিল—সংসারে বড় হইতে হইলে নিজেকে আগে বড় করিতে হইবে। তবে কি এই অর্থের সাধনাই তাঁরও জীবনের চরন লক্ষ্য হইল? দামিনী যেন একবারে বিহ্বল হইয়া গেল—কথাটা আর একবার অনিমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া তাহার সত্যতাও যাচাই করিয়া লইতে পারিল না। যেন এই রকম একটা সন্দেহ—সে অনেক দিন হইতেই মনের সুদূরতমপ্রান্তে অনুভব করিয়া আসিতেছিল—আজ সে সন্দেহ ফলিয়া গিয়াছে। মোটেই অবিশ্বাস্য নয়।

অনিমা কহিল, অবাক হ'য়ো না সই, এ সত্যই···এখন শুভ খবরের বক্‌শিস প্রার্থনা করি।

দামিনী কহিল; ঠাট্টা করিসনে অনিমা, আমায় সত্যই বল্ তাই কি?'

"কেন গো—খবরটা শোনবার জন্য বুক ফেটে যাচ্চে নাকি? তুমি শোনো নি? কুঠির ঢের টাকাই ওমনি গোপনে বন্দর পুর হ'তে কলকাতার পথে চলে এসেছে। খবরের কাগজও একদিন

দেখনি? ধুর্জ্জটি বাবু খুব বুদ্ধি খেলিয়েছেন। দাদা ব'লছিলেন এমন তর বড় একটা দেখা যায় না।

দামিনী কাঁটা সুতা ঘরের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া চাবি বন্ধ করিয়া আসিয়া অনিমাকে কহিল,—আয় আমি এখুনি দাদার কাছে যাবো।—

অনিমা কহিল, বড় যে ছট্‌ফটানি।—

দামিনী কহিল, তোর বুকে বাজলে তুই ও ছট্‌ফট করতিস্।

অনিমা কহিল, ও মা! এ আবার শেল নাকি—যে বুকে বাজবে?—এযে সুসংবাদ! ভাবি বর অগাধ পয়সা উপার্জ্জন ক'রেছেন।

অনিমা এক প্রকার তাহাকে শোনাইয়া বলিবার জন্যই—গরজ করিয়া এখানে আসিয়া ছিল। তাহার কারণ—তাহারও অন্তরে ধুর্জ্জটি বাবুর আচরণটা লাগিয়াছিল, সেইজন্য সে আর সামলাইতে পারে নাই। আবার কহিল, "তবে তোমার একটু শুনতে কষ্ট এই যা—লোকে যখন ব'লবে ধুর্জ্জটি বাবুর হাতেই দেশের একটা শিশু শিল্প অকালে নষ্ট হ'য়ে গেছে, সেই সঙ্গে অনেক গুলো অনাথ আতুরের ঘরেও হাহাকার উঠেছে। তাতে কি ভাই,...সংসারে পয়সা উপার্জ্জন করতে গেলেই একজনকার গলায় পা দিতেই হয়...তা গৌন ভাবেই হোক—আর মুখ্য ভাবেই হোক। তাই যে প্রকৃতির নিয়ম... বলিয়া নিতান্ত নিরাসক্তভাবে দামিনীকে জড়াইয়া ধরিল।

দামিনী কহিল, আমায় আর জ্বালাসনে অনিমা—যদি সত্যই তাই হয় তাহ'লে কি উত্তর দেব যে ভেবে পাচ্ছিনে—আমার যে মাথা ঘুরে আসছে—জীবনে কি অর্থের কামনাটাই এত বড়? আমার যে মানুষের পরে বিশ্বাস চলে যাচ্ছে। যিনি দেশের কাজে এত কথা কইতে পারেন—সুযোগ পেয়ে তাঁরই এই ব্যবহার? মানুষের মনুষ্যত্ব যে এত নীচে নেমে যেতে পারে তা আমার মনে হয় নি।

দামিনী বাহির হইয়া পড়িল। অনিমাও সঙ্গে চলিল। গলির ধারে মাত্র খান কয়েক বাড়ীর পর তাহাদের ঘর।

অনিমাও তাহাই চায় যে—দামিনীর ভিতর হইতেও একটা ঘৃণা উচ্ছ্বসিত হইয়া আসুক। সমস্ত পৃথিবীর লোক ধুর্জ্জটিকে ধিক্কার দিক্ এবং আকাশ তার স্বরে চীৎকার করুক—যে এ ভণ্ডামির তুলনা নাই!

দামিনী যখন অনিমাদের বাড়িতে প্রবেশ করিল—তখন শুনিল, শাক্যসিংহ ও মা সারদাসুন্দরীতে কথা হইতেছে। ধুর্জ্জটি সম্বন্ধে কথার একটু আমেজ পাইয়া অনিমা বাহিরের ঘরটাতেই থমকিয়া দাঁড়াইল। দামিনীও দাঁড়াইল।

সারদাসুন্দরী কহিলেন, সোমেশ্বর বাবুও কি তাই সত্য বলেছেন?

শাক্যসিংহ। খবরে কাগজে সেই জাপান ফেরৎ লোকটি না লিখলে কথাটা সোমেশ্বর বাবুর কাছেও পৌঁছিত না। তিনি এখন অগাধ জলের মধ্যে পড়ে গেছেন। টাকার অধিকাংশই

সোমেশ্বর বাবুর পাঁচ জন বন্ধু-বান্ধবের কাছ হতেই সংগ্রহ করা। তিনি বলেছেন হিসাব ক'রতে গেলে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ঘাটতি হবার সম্ভাবনা।

সারদাসুন্দরী কহিলেন, সব টাকা, সোমেশ্বর বাবুকে তাঁর বন্ধুদের দিতে হবে ত ?

"হবে না ? লেখাপড়া নাই তমসুক নাই ! লোকের তাঁর পরে অগাধ বিশ্বাস আছে—সে বিশ্বাস তিনি কি সহসা ভাঙ্গতে পারেন ? রুক্মিণী কলকাতায় তাঁর বাসায় গিয়েছিলেন তিনি বলেছেন কুঠি তুলতে হয় সেও আচ্ছা—তবু কারও টাকা তিনি ফেলবেন না।"

সারদাসুন্দরী কহিলেন, সোমেশ্বর হ'তে ধূর্জ্জটি কতদূরে ?—কিন্তু ব্যবহারে ভাবে ভঙ্গিমায় তার ত কিছুই জানা যায় নি !—

শাক্যসিংহ কহিলেন, না মা সংসারে ঐ সব লোকই সব চেয়ে ভয়ঙ্কর—যারা নিঃশব্দে পাখার বাতাস দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে—ভম-পায়ারের মত মানুষের রক্ত শোষণ করে। আমার মনে হয় যারা ডেকে হেঁকে চুরি করে, ডাকাতি করে, তারা এদের চাইতে ভাল।

দামিনী চীৎকার করিয়া অনিমাকে বলিয়া উঠিল। যথেষ্ট ! যথেষ্ট ! সে যেন আপনাকে আর সামলাইয়া লইতে পারিতে ছিল না—এত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল।

অনিমা কহিল, চেঁচিয়ে উঠিস্‌নে সই—সামনে দাঁড়িয়ে একবার শুনেই নে—না।

দামিনী কহিল, সোমেশ্বর বাবু এখনও তাঁকে জেলে দিতে পাচ্চেন না? তারা ত দেশের শত্রু শুধু নয়—সমস্ত মানব সমাজের শত্রু যে.........

অনিমা কহিল—এত উত্তেজিত হয়ে উঠিস্‌নে, বাড়ীর মধ্যেই আয়—দামিনীর কিন্তু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে কেমন অত্যন্ত লজ্জাবোধ হইতে ছিল—সইমা ও দাদার সম্মুখে কি বলিয়া দাঁড়াইবে? তাঁহারাই যে যোগাড় যন্ত্র করিয়া ধূর্জ্জটিকে তাহারই জন্য বর মনোনীত করিয়া দিয়াছিলেন। অনিমা হাত ধরিয়া দামিনীকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া আসিল।

অনিমা কহিল। মা দামিনী এসেছে, সে ধূর্জ্জটি বাবু সম্বন্ধে কিছুই শোনে নি!—

সারদাসুন্দরী কহিলেন, ধূর্জ্জটি বাবু কি করেছেন যে তাই দামিনীকে শুনতে হবে।

দামিনী দেখিল—মা কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। কোন রকমে একটু হাসি চাপিয়া কহিল, মা চাপা দিচ্চ কার কাছে? এ যে হাওয়ায় খবর ভেসে আসে!—বেশ হয়েছে। ভিতরকার সব কুৎসিৎ ষড়যন্ত্র বেড়িয়ে পড়েছে...চাপা থাকলে কি ভয়ঙ্করই হতো।...

সারদাসুন্দরী কহিলেন, তোরা মেয়েমানুষ বাছা—তোদের এত শত কথায় কি দরকার?

দামিনী কহিল, মা ভুলাতে চেয়ো না। আমরা এমন মেয়ে-মানুষ নই যে—আসল নকল চিনতে পারিনে—তুমি হয়ত ভাবছো

আমার দুঃখ হয়েছে—এতটুকু না...কারণ এখনও ত বিবাহ হয়নি। বরং বিবাহ হয়ে গেলে মিথ্যার সঙ্গে ঘরকন্না করতে করতে জীবনটাকে কালি করে ফেলতে হতো—আমি এতে খুব খুসিই হয়েছি। এখন তোমরা বরং সমাজ হতে তাঁর একটা দণ্ড বিধান করবার চেষ্টা করো...যে দেশের এত বড় একটা শ্রেয়ো বিষয়কে নষ্ট করে দিয়েছেন—শুধু অর্থের জন্য...সোমেশ্বর বাবু নিজে কিছু না করতে চান্—আমি দেশের হয়ে তার বিরুদ্ধে চার্জ্জ আনবো।—

দামিনীর দিকে আঘাতটা এত বেশী বাজিয়াছিল, সে যেন মরিয়া হইয়া গিয়াছিল। তাই তাহার কিছু বাধিতেছিল না। সারদাসুন্দরীর সমক্ষেও তাহার একটু লজ্জা হইল না। এতদূর উত্তেজিত হইয়া উঠিবে দামিনী নিজেও তাহা বুঝিতে পারে নাই।

এমন সময় শাক্যসিংহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সারদাসুন্দরী কহিলেন, শুন্লি শাক্য দামিনী কি বল্লে।—

শাক্যসিংহ কহিল, দামিনী ঠিকই বলেছে সে আমাদের ভগ্নীর উপযুক্ত কথাই বলেছে—সমাজ হতে তার একটা উপযুক্ত বিচার হওয়া নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য—এযে বড় ভীষণ পাপ।

সারদাসুন্দরী কহিলেন, এ যে 'ববাহের সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল শাক্য!

শাক্যসিংহ কহিল আমি ভবনাথ বাবুকেও সমস্ত আজ বলবো, তারপর বিবেচনা করে দেখা যাবে। বিবাহ হয়ে যাক না—তাতে কি আপত্তি।

দামিনী কহিল, কেন দাদা।—বিবাহ না করেও শুদ্ধ দেশের সেবিকা হয়েই কি নারীর জন্ম কাটে না? সারদাসুন্দরীকে কহিল, মা তুমিই ত দেখিয়ে ছিলে কাগজে—কন্যা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা দেশের কাজে একেবারে আপনাদের উৎসর্গ করেছেন। টাকাকড়ি নিয়ে সংসারের সুখটাই ত সবচেয়ে বড় সুখ নয়। মানুষ মনের জগতে যদি দীন ভিখারী হয়ে ঘুরে বেড়ায়—কি লাভ —তার ঐশ্বর্য্যে আর গৌরবে?

সারদাসুন্দরী কহিলেন, উত্তেজিত হয়ে একবারে এতটা হাল ছেড়ে দেবার বয়স তোদের হয়নি দামিনী। তোদের ভালমন্দ ভাববার লোক এখনও মাথার উপর রয়েচেন।

উত্তেজনা কিন্তু তাহার শিরায় শিরায় মদের নেশার মত চাপিয়া ধরিয়াছিল। আপনাকে আর সামলাইয়া লইতে পারিল না। অনিমার সহিত ঝড়ের মত বাহিরে বাহির হইয়া আসিল। বোধ হয় অন্তরের কোনে সে ধুর্জ্জটিকে দেবতা বলিয়াই জায়গা দিয়াছিল। নহিলে এত উত্তেজনা আসিবার হেতু কি?

(১২)

আষাঢ়ের প্রভাত। শাক্যসিংহ বাহিরের ঘরটায় বসিয়া চা পান করিতেছিলেন। বন্ধুবান্ধবরাও আসিয়াছিল। বেলা তখন তখন প্রায় সাতটা—এমন সময় কোথা হইতে ধুর্জ্জটি কোটপ্যাণ্ট পরিয়া বুকে এক সুবৃহৎ চেন ঝুলাইয়া—হাতে এক গ্লাডষ্টোন ব্যাগ

লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সর্ব্বাবয়বে যেন একটা বিজয়ীর উদাত্তস্বর মিশানো ছিল। সকলেই চকিত হইয়া উঠিল। শাক্যসিংহ একখানি চেয়ার সরাইয়া বসিতে দিল।

ধুর্জ্জটি চেয়ারে বসিয়াই—ভালো একটা দামী সিগারেট ধরাইয়া দিল।

শাক্যসিংহ কহিল। কিহে পুরবন্দর হতেই আসা হচ্চে না—কি ?

ধুর্জ্জটি কহিল, হাঁ কাল রাত্রেই সেখান হতে এসেছি, ভবনাথ বাবুর বাড়ীর ওখানে গিয়ে ছিলুম—কিন্তু কাউকে দেখলুম না। ব্যাপার কি ?

রুক্মিণীকান্ত কহিল ; এখন তোমার ব্যাপার কি ? চাকরী যে গিয়েছে সে খবর পেয়েছিলুম। বলি কিছু দায় টায়ে ত আর জড়িয়ে নাই—মুক্তি পেয়েছ ত ?

ধুর্জ্জটি কহিল, মুক্তি পাবো-না তার কারণ কি ? আমি কি চোর না ডাকাত ?

রুক্মিণী কহিল তা হতে যাবে কেন ? তবে তোমাদেরি পাঁচজন বাবুর কল্যাণে, রেশম কুঠির নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়েচে।"

সেটা সোমেশ্বর বাবুর নির্ব্বুদ্ধিতা। তিনি আমাদের দিকেই কেবল নজর রাখ্‌ছিলেন।......কিন্তু...

রুক্মিণী আর থাকিতে পারিল না—বলিয়া উঠিল। তাঁর মহা নির্বুদ্ধিতা—যে তাঁকে তোমরা পথে বসাতে চেয়ে ছিলে—তা তিনি সেটা বরদাস্ত করতে পারেন নি। আমি হলে কি করতুম জানো ?

শাক্যসিংহ রুক্মিণীকান্তকে শান্ত হইতে বলিল।

ধুর্জ্জটী বাঘের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

কহিল, বুঝেছি, কলকাতার ঐ বাড়া খানিই আমার কাল হয়েছিল। আমার কি—আর কোথাও হতে টাকা আসবার উপায় ছিল না? জানো আমার মাসিমা কত টাকা দিয়ে গিয়ে ছিলেন?

রুক্মিণী কহিল, তা আবার জানিনে, হোটেলের একটা ঘরে পড়ে থাকতে, ভাগ্যি সোমেশ্বর বাবু জুটে গিয়েছিল—বেশ করেছ। একটা বিলিতি কোম্পানি হলে কথা কইতুম না, কিন্তু দেশের এই নব প্রচেষ্টা বলেই এতটা আক্ষেপ...তার কারণ ভবিষ্যতে আর কেউ ও পথে অগ্রসর হতে চাইবে না। লোভটা একটু সম্বরণ করলেই পারতে—তোমাদের এই চাতুরির সঙ্গে কতজনার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেলো—জানো?......

ধুর্জ্জটি চেয়ার ছাড়িয়া খাড়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার বড় বড় চক্ষু দুটা নাটাইয়ের মত ঘুরিতে লাগিল। কহিল, চাতুরি? চাতুরি? আচ্ছা ধরেই নিলুম না হয় আমারই সেটা চাতুরি...কিন্তু আমি তোমার কাছে জান্তে চাই......জগতের পনের আনা—অনুষ্ঠান কি চাতুরির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়? আজকের এই বিশ্বব্যাপী সভ্যতা।...এটাও যে বড় রকম চাতুর্য্যতা... ঠকানই যে সভ্যতার মূলমন্ত্র। অট্টহাস্য করে উঠোনা...বুদ্ধিমানের মত তলিয়ে বুঝে যাও। তোমাদের এই যে বড় বড় স্কুল বিল্ডিং ইউনিভার্সিটি, এর গোড়াকার কথাই হচ্চে যে ঠকানো...বি এ

এম এ পাশ মানেই ত ঐ বিদ্যেটায়—বড় রকমের ডিগ্রি পাওয়ার নামান্তর…অন্ততঃ আমি যে রকম অনুমান করি। জগতে খাটচে কে—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়ে…আর সেই শ্রমের ফল খাচ্চে কে? নবাবীটাই বা করে নিচ্চে কারা? আর জগতে আবাহমান কাল হতে ঠকেই বা আসছে কারা?—সোমেশ্বর বাবুর পিতা ওকালতি করে—সাধারণের অর্থ ঠকিয়ে নিয়েছিলেন। আমি না হয় একটু প্যাঁচ কসে সভ্যরকম ভাবে আমার ক'রে নিয়েছি, (সেটা তোমাদেরি কহত মত) হয়ত বা আমার সেটা প্রাপ্যই ছিল। আবার সে অর্থ যাদের—তাদেরি হাতে যাবে। তবে কি বিচারে তোমরা বলো যে আমার অন্যায় হ'য়েছে?

যেন কথাগুলি ধূর্জ্জটি, নিজের পক্ষে সাফাই গাহিতে মুখস্থ করিয়াই আনিয়াছিল। কার্য্যকালে ঠিক বক্তৃতা দিবার মতই বলিয়া গেল।

শাক্যসিংহ শিষ্টাচারের খাতিরে ধূর্জ্জটির হাতটা ধরিয়া বসাইয়া কহিল, ব'সো ব'সো—এতটা উত্তেজিত হ'য়ে উঠো না। এবং রুক্মিণীকেও শান্ত হইতে বলিল। আসলে কিন্তু তাহারও মনের মধ্যে ধূর্জ্জটির পরে বড় রকম একটা রাগ ছিল।

রুক্মিণী ক্রোধটা সম্বরণ করিল যদিও, কথাটা না শেষ করিয়া পারিল না—কহিল। দেখ ওসব দর্শন নিয়ে নিজের মনের কাছে জবাব দিহি ক'রো…আমাদের কাছে পারবে না…এ বড় শক্ত ঠাঁই। বলিয়া একবারেই উঠিয়া চলিয়া গেল।

শাক্যসিংহ ধুর্জ্জটিকে সান্ত্বনা দিবার ছলে কহিল, এই এক রকম ওর স্বভাব বুঝেছ। খোঁচা না দিয়ে ওর কিছুতে সোয়াস্তি নাই। তার জন্য কতজনাকার কত বন্ধুত্বও হারিয়েচে—তবু আমরা এত বারণ করি, শান্ত হ'তে পারে না—আসলে মানুষটি ভালো।

ধুর্জ্জটি কহিল, তুমি বারণ করে দিও শাক্য বাবু! এ রকম পরের কথায় মতামত দিয়ে শেষকালে কোথায় অপমানিত হ'য়ে যাবেন। আবার একটা সিগারেট বাহির করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল। ঘড়িটার দিকে চাহিয়া শাক্যসিংহ কহিল আটটাও ত বেজে গেল। চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িল।

ধুর্জ্জটি একটা হাত দিয়া শাক্যসিংহের একটা হাত ধরিয়া কহিল, অফিসের বেলা হয়ে যাচ্চে তা বুঝতে পাচ্চি—বেশীক্ষণই বসিয়ে রাখবো না। যে কথাটা পারলুম তা তো পাঁচজনে গোল-মাল করে উড়িয়ে দিলে—আমার পেছনটায় যেন রাহুই লেগেছে। কিন্তু আমার সে ক্ষমতা আছে, রাহুর হাত হতে এড়িয়ে চলতে পারবো। হাঁ ব'লছিলুম কি ভবনাথ বাবুরা কি এখানে কেউ নাই?

শাক্যসিংহ কহিল, সেই রকমই ত শোনা যাচ্চে—

ধুর্জ্জটি কহিল, শুনলুম ভবনাথ বাবুর চাকরটা ব'ল্লে তোমারই পরামর্শে নাকি ভবনাথ বাবু তাঁর কন্যাকে নিয়ে বর্দ্ধমানে গেছেন। তুমিই আবার বিবাহে অমত ক'রেছ?

শাক্যসিংহ কহিল, "এই রকমই তুমি শুনলে?"

ধুর্জ্জটি। "হাঁ ঐ রকমই ত শোনা গেল।"

"তা হ'লে তুমি ভুল শুনেছ। তোমার সঙ্গে যদি ভবনাথ বাবু তাঁর কন্যার বিবাহ দেন—সে ত ভালই কথা—তাতে ত আমাদের অসুখের কোন কারণ নাই! আমরাই ত প্রথম ঐ প্রস্তাব পেড়েছিলুম।"

"হাঁ সেইজন্যই ত আমার আজ গাঢ় দুঃখ আসচে—যার জন্যই চুরি করি সেই বলে কিনা......যাক গে! কাদের কথায় উন্মত্ত হ'য়ে তবে—কাজে ইস্তফা দিয়েও এখানে এসে পড়লুম? শাক্যসিংহ! আজ যদি তোমরাই বিরূপতা দেখাও! তবে জানবো। জগতে তোমাদের চেয়ে আমার বড় শত্রু—আর কেউ নাই!"

শাক্যসিংহ একটু হাসিল, কহিল—ভুল ধারণা নিয়ে ছুটে বেড়িয়ো না ধুর্জ্জটি—আমরা কখন মানুষের অহিত চিন্তা করি নি কখনো করবো বলেও সে বিশ্বাস নাই—কারও ব্যবহারে হয়ত অনুকম্পা আসতে পারে—কিন্তু রাগ ক'রে ঘৃণা ক'রতে পারি না। তাতে আমাদের অন্তরের মধ্যের মানুষটি ক্ষুন্ন হয়। আমাদের সমস্ত বাড়ীরই ভিতরকার কথাটা ঐ......"আমাদের হ'তে যেন জগতে কেউ উদ্বেগ না পায়।" স্বর্গীয় পিতৃদেবের সময় হ'তে তুমিও তা দেখে আসচো।

ধুর্জ্জটি যেন মন্ত্রৌষধি বশীভূত নিরুদ্ধ-বীর্য্য সর্পের মত স্তব্ধ হইয়া গেল। আর তাহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। তবে এটা সত্য যে দামিনী ও তাহার পিতা বর্দ্ধমানেই চলিয়া গিয়াছে। ব্যাগটা হাতে করিয়া উঠিতেছে।

শাক্যসিংহ কহিল, কোথায় যাবে?—তোমার বাসার সব ত নূতন বন্দোবস্ত ক'রে নিতে হবে। তার চাইতে এই খানেই স্নান আহারটা সেরে ফেলো না।

একবার ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না দরকার নাই। তারপর কি ভাবিয়া কহিল—আচ্ছা মন্দ কি?

শাক্যসিংহ কহিল, অনিমা তোর ধুর্জ্জটি-দার জন্য একটু তেল দিয়ে যা তো রে। বেশ ভাল বাস তেল।

শাক্যসিংহও বাড়ীর মধ্যে স্নান করিতে চলিয়া গেল।

অনিমা তেলের বাটি ও গামছা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ধুর্জ্জটি তাড়াতাড়ি একটু সম্মান দেখাইতে সরিয়া দাঁড়াইল।

অনিমা কোন কথা না কহিয়া ওমনি তেলের বাটি ও গামছাটা রাখিয়া চলিয়া গেলে—কি রকম একটা ক্ষোভ ধুর্জ্জটির মনে জাগিয়া উঠিল। ভাবিল সে সংসারের মধ্যে আজ এমনি দাঁড়াইয়াছে, স্বভাব করুণাময়ী নারীর মুখেরও একটা বাক্য হইতে সে বঞ্চিত হইয়াছে—বেশী দিনের কথা নয়—আটমাস পূর্ব্বে যখন অনিমা তাহার পুরন্দরের কুঠিতে গিয়াছিল, তখন কি ভাবেই সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। এতদূর স্বার্থপর সংসার—যে মানুষের সুনামটার দিকেও তার লক্ষ্য আছে। ইচ্ছা ছিল দামিনীর সম্বন্ধেও একটা কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। কিন্তু ঘৃণা হইতে লাগিল। অনিমা যখন পুনরায় ফিরিয়া একখানা খবরের কাগজ হইতে আসিল—তখন নিতান্ত অনিচ্ছাস্বত্বেই কথাটা যেন তার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। কহিল একটা কথা

অনিমা, দামিনীরা বর্দ্ধমানেই চলে গেল।—বিবাহ বোধ হয় তার সেই খানেই হবে।

অনিমা কহিল, সে খবর ত আমরা কিছু পাইনি।

"পাওনি, তা হতে পারে তোমরা হলে তার সখী!—সত্য বল্‌লেও ত আর আমি ক্ষুন্ন হবো না—বরং মিথ্যেটাতে দুঃখীত হবো।"

অনিমা ধুর্জ্জটিকে আর কোন কথা না বলিয়াই বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

স্নানের পর ধুর্জ্জটি ও শাক্যসিংহ যখন খাইতে বসিয়াছে, সারদাসুন্দরী পরিবেষণ করিতে আসিয়া কহিলেন।—বেশ ভাল ছিলে ত বাবা ধুর্জ্জটি! শরীরটা তোমার যেন একটু কাহিল হয়ে গেছে, আহা বলতে পেছনে ত কেই নাই। বাবা শরীরটার উপর যত্ন রাখতে হয়।—

সারদাসুন্দরীর এই স্নেহ-সম্ভাষণে ধুর্জ্জটির হৃদয়টা যেন সহসা কেমন অশ্রুপ্রবাহে প্লাবিত হইয়া আসিল।

"আহা বলতে পেছনে কেহ নাই" মাতৃহৃদয়ের কি সহানুভূতি পুরিত মধুময় বাণী। কিন্তু পরক্ষণেই সারদাসুন্দরীর হাসিমুখ দেখিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল।

আপনার মনেই কহিল, চক্ষের জল দিয়া কে কাহাকে পুছে? জগতে আপনার আপনার লইয়া সবাই ব্যস্ত। আমিই তবে কিজন্য—নিজের কাজে টাকা সঞ্চয় করিয়াছি বলিয়া এতটা অবজ্ঞাত হইব?

সোমেশ্বর সম্বন্ধে কথা পাড়িতে আদৌ ইতস্তত করিল না। কহিল, জানলে শাক্যবাবু—সোমেশ্বর বাবু ত প্রথমটা আমায় খুব চেপে ধরেছিল। বল্লেন সব লোকসানী টাকার জন্য আপনি দায়ী। আমি বল্লুম—কেন? দাদনের টাকা আমার হাত দিয়ে বিতরণ করবার ভার ছিল মাত্র—আমি বিতরণ করেছি। প্রজা ফেরারি হয় তার জন্য দায়ী কে? চাষীদিগকে ত আপনিই চিহ্নিত করে এসেছিলেন, তাদের কাগজে আপনার সই ছিল।

শাক্যসিংহ কহিল, তাহলে বাধ্য হয়েই তাঁকে চুপ করে থাকতে হলো। কি বলো?

ধূর্জ্জটি কহিলেন, নিশ্চয়ই। তোমরাই বলনা ভাই—দোষীটা কে? এখন আমায় দুষছো—সেটা আমার ভাগ্য, আমিত বলেইছি আমার পেছন পেছন রাহু চলেছেন।

সারদাসুন্দরী কহিলেন, আর একটু আমের চাটনি দেব বাবা? ধূর্জ্জটি—তোমার যেন অম্বলটা মুখপ্রিয় হয়েছে বলে বোধ হচ্চে।

ধূর্জ্জটি কহিল, আপত্তি নাই, কিন্তু আপনিও ত শুনলেন মা—দোষী আমি?—তাহার যেন দেশের মেয়েদের মুখ হইতেও নিজের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধের কথাটা না শুনিয়া লইলে কিছুতে তৃপ্তি হইতেছিল না।

সারদাসুন্দরী কহিলেন, আমি আর এত শত কি বুঝি বাবা—তবে যতদূর শোনা গেল—তাতে তোমাকে ত দোষী বলাই চলে না। যখন কাগজে সব তাঁর সই ছিল। কেন তিনি নিজের চক্ষে সব দেখতে পারেন নি।—

ধূর্জ্জটির দুই চক্ষু মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত জ্বলিয়া উঠিল—উচ্ছসিত আবেগে বলিয়া বসিল, ঠিক ধরেছেন মা, মা নইলে সন্তানের পক্ষে দাঁড়িয়ে কে এমন কথা কইতে পারে? দেখলুম জগতে আপনার মত আমার আর কেউ নাই।

সে যাহা চাহিতেছিল তাহা পাইয়া—আপনার মধ্যে অনেক খানি তৃপ্তি অনুভব করিল। জগতের চক্ষে এমনি ধূলি দিয়া নিজেকে,—নিজেরই রচিত যুক্তি জালের কাছে খাঁটি করিয়া রাখিতে চাহে। কিন্তু অফিসের কার্য্য যাহারা বুঝে—তাহাদের চক্ষে কি করিয়া ধূলি দিবে? শাক্যসিংহকে ত আর ভুলাইয়া রাখিতে পারিবে না। সর্ব্বাপেক্ষা নিজের বিবেককে ঠেকাইয়া রাখা যে আরও দুঃসাধ্য।

সেইজন্য যতটুকু ধূর্জ্জটি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল আহারের পর আবার ততটুকুই মুষড়িয়া গেল। কত দিন আর এমন ধারা আলো আঁধার লইয়া তুবড়ী বাজীর খেলা চলিবে? এতটা বারুদ পাইবে কোথা হইতে?

শাক্যসিংহ কহিল, তাহলে এখুনি বেরুবে নাকি, আমাদেরই সঙ্গে?

ধূর্জ্জটি কহিল, তোমরা অফিস যাও, আমি একটু পরেই যাচ্চি। সারারাত্রি ভাল নিদ্রা হয়নি, একটু বিশ্রাম করেই নেওয়া যাক।

বাহিরের ঘরের বিছানায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিল— যদি অনিমা একবার আইসে, তবে তাহাকে বলিয়া লইবে—দেখিলে তো দোষ

আমার কিছুই নাই। কিন্তু কেন যে, বাহিরের কাজের এই কৈফিয়ৎটা সমস্ত জগতকে দিতে হইবে—তাহার একটা যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাইল না। তবু কৈফিয়ৎটা দিতেই হইবে। পৃথিবী মিথ্যাও শুনিবে—তবু রেহাই দিবে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখিল অনিমার আদৌ আগমন সম্ভাবনা নাই—উপরন্তু এক গ্লাস জল পর্য্যন্ত ঝি-টাই দিয়া গেল। তখন বিরক্ত হইয়া উঠিয়াই পড়িল।

চাকরটাকে ডাকিয়া কহিল, হাঁরে বর্দ্ধমানের সব চেনে শোনে—এমন একটা লোক আমায় দেখাইয়া দিতে পারিস্?

সে অক্ষমতা জানাইয়া কহিল, না হুজুর।

ধূর্জ্জটিকে ক্ষুন্ন মনেই উঠিয়া পড়িতে হইল।—

(১৩)

সকলের সমক্ষেই ধূর্জ্জটি সম্বন্ধে অপনার যাহা বক্তব্য তাহা প্রকাশ করিয়া, দামিনী যেন আপনকে অনেকখানি খোলসা অনুভব করিল। সে ভাবিল তাহার যাহা বলা উচিত—তাহা বলিয়াছে। আবার সে তাহার সেই উচ্চাশী জীবনকে দেখিতে পাইল। যে ভোগী নহে—উন্মাদ নহে। সত্যান্বেষী অথচ সুখী, "যে এই দেশেরই মেয়ে" জগতের সুখ দুঃখের পাসরা মাথায় লইয়া পথে চলা যার ব্রত। যে ভবিষ্যতে ব্রতধারিণীও হইতে পারে।—মুক্তি! মুক্তি! আজ সে সত্যের কাছ হইতেও মুক্তি পাইয়াছে!

এইজন্য যখন ভবনাথ বাবু বর্দ্ধমান যাইবার কথা তুলিলেন, তখন সে মোটেই আপত্তি তুলিল না। সে যাইতেই চাহে! এক জায়গায় স্থির হইয়া থাকিলে ত পথ পাইবে না। বাহির হইয়া পড়িতেই হইবে। নিজের ভবিষ্যতে লেখাপড়া সম্বন্ধে আর সে হতাশই হইয়া পড়িয়াছিল।

বর্দ্ধমানে পৌছিতেই স্বর্ণলেখা ও তাহার স্বামী হরিশ্চন্দ্র মহা সমাদরে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল—কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই স্বর্ণলেখা মুখটা আঁধার করিয়া পিতার কাছে আসিয়া কহিল। হাঁ বাবা এই যে দামিনীর বিবাহের দিন স্থির হবার কথা লিখে পাঠিয়েছিলে। আমাকেও যেতে লিখেছিলে—এরই মধ্যে কি সব ওলট পালট হয়ে গেল? আবার চলে এলে কেন?

ভবনাথ চুপ করিয়া রহিলেন।

দামিনী দেখিল চুপ করিরা থাকিলে তাহার দিদির কৌতুহলটা বড় বিবমাকারই ধারণ করিবে, কহিল, কারণ আছে বৈকি দিদি।—

পিতার সমক্ষে দাঁড়াইয়া তাহার আসল কথা কটা বলা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইতেছিল। কহিল উপরে চল সমস্তই শুনবে।

স্বর্ণ তাড়াতাড়ি উপরের ঘরটায় দামিনীকে টানিয়া লইয়া কহিল, কি বল্ দেখি দামিনী—কি হয়েছে?

দামিনী কহিল, শুনবে দিদি'। যার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা হ'য়েছিল—তিনি হচ্চেন একজন ভয়ানক লোক—তাঁর সব জোচ্চুরি ধরা পড়ে গেছে!

বলিস কিরে ? বলিয়া স্বর্ণ লাফাইয়া উঠিল।

"হাঁ দিদি।"

"আমরা যে শুনেছিলুম তিনি কোথাকার এক রেশমের কুঠির ম্যানেজার।—"

"তাইতে আরও গোলের কথা হয়েছে। সে কুঠি ফেল হ'লে অনেককে পথের কাঙাল হতে হবে। পরের টাকা, এমনি ভাবেই কি সুযোগ বুঝে গাপ-করা উচিত ? তুমিই বলনা—দিদি !"

"না তা তো নয়ই ! বলি জেলে টেলে গেছে না-কি ?"

দামিনী কহিল না।

স্বর্ণ একটা আরামের হাঁফ ফেলিয়া কহিল। তবেই বাঁচোয়া।—আমি বলিবা জেলেই গেছে। তা তাতে এতটা দোষের কারণই বা কি ? পরের কাজ করতে গেলে—অনেককেই অমন নিতে হয় ! কলমের জোর থাকলে আবার বেঁচেও যায়—আমাদেরই ও বাড়ীর ভাশুরকে দিয়ে দেখনা। পাটকলে কাজ করে কি উন্নতিটাই না করেছেন, মাইনে ত পেতেন পনেরটি টাকা।

দামিনী দেখিল—কোথায় সে কি কথা পাড়িয়াছে, এ যে আর এক জগৎ—এখানে অর্থই যে মানুষের পরমার্থ। কহিল—আচ্ছা দিদি তাই শুনে লোকে তোমার ভাশুরকে কি ভাল বলেছে ?

স্বর্ণ কহিল, প্রথম দিনকতক লোকে একটু কানাকানি করেছিল বটে, তারপর যখন কলমের জোরে সব ফেঁসে গেল—তখন লোকে আবার আমার ভাশুরকেই ভাল বল্লে। দ্যাখ্ দামিনী টাকায় সব দোষ ঢেকে যায়।

দামিনী কহিল, আমার সঙ্গে তোমাদের মতের ঐ খানেই যা গরমিল দিদি—টাকায় সব ঢেকে যায় সত্য বটে, কিন্তু মানুষ-টাকে ত আর ছাপা থাকে না। বিশেষ যারা ভালমন্দ দিয়ে বিচার করতে শিখেছে—তাদের কাছে,…তুমি কি বল্‌তে চাও—আমি বোধাবোধ নিয়ে একটা পশুর সঙ্গে ঘরকন্না পাতাবো? তা হ'লে যে বাবার এত দিন ধরে লেখাপড়া শিখানোই মিথ্যে হয়েছিল।—

স্বর্ণ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। বুঝিল তাহার ভগ্নিটিরই বিবাহে আপত্তি হইয়াছিল। সেই কারণেই সব পণ্ড হইয়া গিয়াছে। কহিল। তাহলে তোরি অমতে সব পণ্ড হ'য়ে গেছে?

দামিনী কহিল,—হাঁ।

স্বর্ণ কহিল। তাহ'লে তোর মতলবটা কি বল দেখি দামিনী।—তোর কি বাঁপের কুলে না কালি দিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না? কথার স্বর ক্রমেই সংযমের মাত্রা বিদীর্ণ করিতেছে দেখিয়া স্বর্ণই নিজে নিজেকে সামলাইয়া লইল। অন্য সময় হইলে খুবই—দুকথা বলা চলিত। কিন্তু, দামিনী এইমাত্রই আসিতেছে। স্বর্ণ দামিনীর দিকে একটা কোপ কটাক্ষ হানিয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল।

চলিয়া যাইতেছে—দামিনীই স্বর্ণর হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, শোন দিদি। তুমিই বলনা—তা কি কেউ পারে? যে গোড়া হ'তে জীবনের সুর আর এক সুরে বেঁধেছে, যে

ভোগ সুখকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেনি। জগতের দুঃখ দারিদ্রের সহিতই—ঘর করা যার চির অভিলাষ—তার পক্ষে কি সম্ভোগের আগুনে ঝাঁপ খেয়ে পুড়ে মরা স্বাভাবিক? না তাই তার কর্ত্তব্য? তার চেয়ে এ জীবনে তিলে তিলে দগ্ধ হ'য়ে যাক না?...সমস্ত খোয়াতে পারা যায় দিদি—বিবেক আর আত্ম-সম্মান এ দুটো খোয়াতে পারা যায় না।

যে সব কথা তাহার দিদি বুঝিত না, এবং তাহার দিদির কাছে প্রকাশ করিবার কোন দরকার ছিল না, তাহাও তাহাকে শোনাইতে হইল। আজ যে তাহার জীবনের স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে। বিরোধ বিপ্লবের সহিত লড়াই করিতে করিতে—আপনাকে পাইয়া গিয়াছে, সে বুঝিয়াছে তাহার সার্থকতা কোথায়? অনন্ত সমুদ্রের একটা হাওয়া যে বুকে আসিয়া বাজিতেছে। নিজের মধ্যেই যে জীবনের কলতান খুবই স্পষ্ট শোনা যায়। আর ত সে স্রোতের সেওলা নয়—বিশ্ব প্রকৃতির বক্ষের দোলায় সে-ও একটি উজ্জ্বল তরঙ্গ।—তাহারও স্বাতন্ত্র্য আছে, তাহারও জীবন আছে অমৃতের দ্বারে সে-ও অমৃতময়ী।—তাহাকে যে প্রকাশ হইতেই হইবে—নবজীবনের কূলে, কল্যাণীরূপে, মহিমাময়ী রূপে, তাহাকে গাহিতে হইবে গেরুয়া রাগিনী, যে রাগিনী পশ্চিমাকাশকেই শুধু রক্ত বর্ণে রঞ্জিত করে না। পূবকেও সোনার উষায় বরিয়া লয়।......

বর্ষণোন্মুখ একখণ্ড জলভরাবনত মেঘের মত দামিনী স্থির হইয়া রহিল।

স্বর্ণ পিতাকে জলখাবার দিতে দিতে কহিল, বুঝেছি বাবা দামিনী নিজেই—নিজের অদৃষ্টে কুঠারাঘাত করেছে।

ভবনাথ কহিলেন, তুমি সব শুনেছ?

"হাঁ বাবা! এখন ও মেয়ের সম্বন্ধে কি করবে ভেবেছ?"

"আমি ভেবে কিছু পেলুম না বলেই ত তোমার কাছে ছুটে এলুম।"

"তোমার যে মেয়ের পরে দরদ বেশী। এই বেশী বয়স হলেই ত মেয়ের বিবাহ দেওয়া এক দায় হয়ে উঠে, পারবে বাবা আমাদের মতে চলতে?"

"আমি আর কার মতে না চলেছি তাই বলো? শাক্যসিংহ বল্লে দিনকতক বর্দ্ধমান দিয়ে ঘুরে আসুন, তাই এলুম। মেয়ে বল্লে—বিবাহে আমার রুচি নাই—আচ্ছা তাই সই। এখন তুমি কি বলবে বলো।"

"আমি বলবো না কিছু। দেখিয়ে দেবো—যদি চৌদ্দপুরুষকে নরকে দেবার না মত থাকে, তাহলে স্বীকার পাও—"

"তুমি কি জলধর বাবুকে ডাকবে?"

"তা নইলে উপায় কি? আর যদি বলো ভাববো—চিন্তাবো তাহলে আমার কথা শুনো নি। জামাই কিন্তু যার নাম—জামাই হবে। আমাদিকে শুদ্ধ তত্ত্বতাল্লাস করা—টাকাই বা কতো—অমত করো যদি এই বেলা বলো বাবা।"

"না স্বর্ণ আর আমার মতামত কিছু নাই, দামিনীর যা হয় একটা হেস্ত নেস্ত হয়ে গেলে—আমিও বাঁচি, এমন ধারা

আর দুশ্চিন্তার ভার নিয়ে চলতে পারিনে, আমার বুক ভেঙ্গে গেছে, যা-হোক করে ফ্যাল। আমি সংসারে হ'তে ছুটি নেবো।"

"স্বর্ণ কহিল তা হ'লে চুপ করে দেখে যাও।"

ভবনাথের অন্তরের সায় না থাকিলেও—আর তাঁহার মত দেওয়া ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। একদিকে সমাজ হইতে তাড়া আসিতেছে—অন্যদিকে, বড় মেয়েরও এই রকম উপদ্রব। "নারীর অধিকার" কথাটাকে এতদিন ধরিয়া যে করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া আসিতেছিলেন—আর তাঁহার কথার মর্য্যাদা রক্ষা দুরুহ হইয়া দাঁড়াইল। দেখিলেন তাহাকে হাল ছাড়িয়া দিতেই হইবে। একবার অভিমানিনী দামিনীর মুখখানি স্মরণ হইল। সে যখন দৃপ্ত ভঙ্গিমায় দাঁড়াইয়া বলিবে—বাবা এই তোমার কাজ! তখন কি উত্তর দিবে? তাঁহার অন্তর প্রকৃতি "না—না" বলিয়া স্পন্দিত হইয়া উঠিল। কহিলেন—আমি যদি তোমাদের শুভ কার্য্যের সময় না উপস্থিত থাকি......তাহ'লে কিছু অন্যায় হবে?

স্বর্ণ কহিল, তুমি যাবে আর তোমার মেয়ে সম্প্রদান করবে কে? বাবা বুড়ো বয়সে তোমার কি ভীমরতি উপস্থিত হ'লো?

ভবনাথ কহিলেন, ভীমরতিই বটে মা।—আমার সে মনের বল কোথায় গেল? এ-দুর্ব্বলতার হাত হ'তে মুক্তি পাবার কোন উপায় নাই।—

তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা আহ্নিকে বসিয়া গেলেন।

স্বর্ণও একবার দামিনীর সম্মুখটা দিয়া ঘুরিয়া রান্না ঘরের দিকে গেল।

স্বর্ণ দেখিল, দামিনী তাহার ছোট ভাশুরপোটির সহিত অজস্র কথা কহিয়া যাইতেছে। যেন তাহার মধ্যে বিরোধ বিপ্লব কি ভাবনা চিন্তা কিছুই কোন কালে উদয় হয় নাই। সে তাহাকে মাসিমা বলিয়া ডাকিতেছে—আর সে গলিয়া পড়িতেছে, তাহার পায়ের জুতা পরাইয়া দিতেছে। যে মেয়ে এত সহজে—এত সহজ কথা কহিতে পারে—তাহার ঘটে এত বুদ্ধি? কে এই নারীর রহস্য নির্ণয় করিবে?

ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল। মাছ এসেছে কি?

ঝি কহিল, না এখনও দাদাঠাকুর আসেন নি। বলিতে বলিতেই দাদাঠাকুর অসিয়া উপস্থিত হইল।

দামিনী কহিল, মাছ কোথায় রেখে এলে?

হরিশ কহিল, মাছতো বাজারে মিল্‌লো না!

"মাছ মিল্‌লো না? ওম্‌নি শুধু ভাত দিতে হবে? তোমার কাজ নয়। আবার যাও—আর এক জায়গায় হতে ঘুরে এসো। দাঁড়িয়ো না——"

হরিশ কহিল, কোথায় গো কোথায়? তারপর দামিনীর দিকে চাহিয়া কহিল—দেখ ভাই স্থির দামিনী তোমার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে নেব, উনি সে ফুর্সৎটুকুও দেবেন না। কেবল যাও! যাও!...

দামিনী কহিল, কি করবে ভাই—অনুগত ভৃত্য, অনুগত ভৃত্যের কাজ করো।

"যা বলেছো সারা জীবনটাতে একদণ্ড ছুটি পেলুম না—তুমি

বেশ ক'রেছ। ও বিয়ে থার দিকে যেওনা, বিয়ে করলেই পরবশ হ'তে হবে।"

স্বর্ণ একটা তীব্র ঝাঁঝের সুরে কহিল। তোমায় রঙ্গ করবার জন্য ত বলা হয়নি। আমার কথাটা আগে শোনো—কাজটা সেরে এসো।—তারপর স্বরস্বতীর সঙ্গে এসে তর্ক ক'রো।—

"দ্যাখ ভাই, চাকরী বাকরী একটা করতে না পারলে ঘরে বসে থাকার কি দুর্গতি।" হরিশ—স্বর্ণর পেছনে চলিয়া গেল।

ঘরে চাকর বাকরের তেমন বাহুল্য ছিল না বলিয়া—হরিশকেই প্রায় গৃহিণীর পনের আনা আদেশ পালন করিতে হইত। সাধারণ গৃহস্থের সংসার। নিজে পূজা আজা করিয়া ও অধ্যপনা বৃত্তি করিয়া যাহা পায়—তাহাতে কোন রকমে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। তাহা ছাড়া হরিশের মাসিমার প্রদত্ত যে কয় বিঘা চাষের জমি আছে—তাহাতেও কম আয় দেয় না। সহরের এক প্রান্তে কুটীর বাঁধিয়া হরিশ এক প্রকার সুখেই আছে, সবার উপর এই কুটীরবাসিনী তাহার অম্লান হাসিটি দিয়া—একবারে চারিদিক উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। এইজন্য চাকরী বাকরী কি ব্যবসা বাণিজ্য করিবার কল্পনাও কখন হরিশের মনে উঠে নাই। একবার তাহার এক জ্ঞাতি ভ্রাতা—তাহাকে কলিকাতার এক অফিসের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। দিনকতক বেলা দশটায় হাজিরা দিবার পর—মাথা ধরার ছুতা করিয়া, সেই যে চলিয়া আসিয়াছে, আর ও দিক

মাড়ায় নাই। ব্রাহ্মণীও এই অপগণ্ড ব্রাহ্মণ পুত্রটিকে নিজের অঞ্চল ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে দিতে ভীত হইত। যে রকম সাদা সিধা গোছের লোক—তাহাতে কোন দিন বা কেহ চা বাগানের আড়কাটীদের হাতে কুলি ডিপোয় চালান করিয়া দেয়।—নানা-রকম জল্পনা কল্পনার পর তাহাদের সংসারটি, যজন যাজন ও অধ্যাপনার উপরেই স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। ঘণ্টাখানেকের পর হরিশ হাতে একটা বড় মাছ লইয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া কহিল। "গিন্নি সুসংবাদ!"

স্বর্ণ চোখ ঈসারা করিয়া—একটু আস্তে কথা কহিতে বলিয়া কহিল, কাছে এসেই বল—দামিনী ওপরে আছে শুনতে পাবে।

"কেন দামিনী কি এখনও বিবাহ করতে গররাজী নাকি?"

"না তা নয় এতটা চেঁচামেচিরই বা দরকার কি? জলধর বাবু রাজী হলেন?"

"জলধর বল্লে, আমিত কোন কালেই গররাজী নই। বরং আমার শ্বশুরের উপরেই তিনি রাগ কল্লেন—বল্লেন—ভাল মেয়ে বলেই আমি বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলুম—তা আজ নয়—কাল এই রকম ভাঁড়ানো কি উচিত হয়েছিল? আজ মেয়ে গলায় লেগেছে কি—না তাই।

স্বর্ণ কহিল, জলধর যেই লোক ভাল—তাই…কথা ত মিথ্যেও নয়। সন্ধ্যের সময় তিনি আসবেন ত?

হরিশ কহিল, হাঁ—।

(১৪)

খবর কিন্তু ঢাকা থাকিল না। দামিনীর কর্ণেও প্রবেশ করিল।

দামিনী বুঝিল—এ বাড়ীতে জলধরের অনেকবার আনাগোনা হইয়া গিয়াছে। তাহাকে শ্রীচরণের দাসী করিয়া না দিলে—যেন সমস্ত সংসারের মধ্যে কাহারও চক্ষে নিদ্রা নাই। দিদি স্বর্ণ ত আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া লাগিয়া গিয়াছে। হরিশ্চন্দ্রেরও বিশ্রাম নাই।

মনের মধ্যে যে একটি তপোবন রচনা করিয়া—তাহার মধ্যে আপনার দীর্ঘ ভবিষ্যৎ লইয়া—সংসারের সমস্ত ক্ষতি লাভ, উঞ্ছ বৃত্তি হইতে দূরে থাকিয়া—তপস্বিনীর মত শুদ্ধাচারে থাকিবার কল্পনা করিতেছিল। দেখিল সে স্বপ্ন তাহার মরীচিকা।…যে নদী সাগর পথেই ছুটিতে চাহিয়াছিল…অর্দ্ধ পথেই চাহিয়া দেখিল। তাহার আশে-পাশে তপ্তমরু—একটা মৃত্যু হাহাকার লইয়া শ্বসিত হইতেছে।

এ সমাজ কুমারী হইতে দিয়াও—নারীকে নারীর অধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দিবার সে সুযোগ দিবে না। এখন তাহাকে একাকীই পথে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। সে বরাবর জানাইয়াছে—কোন পুরুষেরই সহিত বিবাহে তাহার রুচি নাই। তাঁহারা তাহা শুনিবে না। বিবাহ দিয়া মুক্তি দিবে, তবে ছাড়িবে।

অপরাহ্নের দিকে খোলা চুল এলাইয়া দিয়া—রৌদ্রের দিকে পিঠ করিয়া ভিজে—দরদালানটায় দামিনী দাঁড়াইয়াছিল। হাতে ছিল একগোছা চুলের রাশ—আঙ্গুল দিয়া সেই চুল আঁচড়াইয়া আঁচড়াইয়া শুকাইতে ছিল। উঠানটায় দামিনীর দিদির ভাশুর পুত্রটি, কাঠের একখানা ছোট গাড়ী লইয়া—ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিল। এবং এক একবার নানা অসম্ভব অনাবশ্যক প্রশ্ন তুলিয়া দামিনীকে বিরক্ত করিয়া তুলিতেছিল। অন্যদিন দামিনী তাহার সকল কথারই উত্তর দেয়।—আজ তাহার মন ভাল ছিল না—

এমন সময় এক অর্দ্ধবয়সী বিধবা নারী—সকৌতুহল দৃষ্টি লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। দামিনীর দিকে খানিক একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া তারপরে বলিয়া উঠিল। ওমা তুমিই নাকি গো দামিনী,... এ যে স্থির দামিনীই বটে। এ যে তিন ছেলের মা বৌ হবে। জলধর যেমন চাইছিলো।...বলি বাছা অনেক লেখাপড়াই তুমি শিখেছ কেমন?

দামিনী অবাক হইয়া আগন্তুক মহিলার দিকে চাহিয়া রহিল। কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না।

"হাঁ রে ও ঘেঁটু তোর খুড়িমাকে দেখছিনে যে, বুঝি ঘাটে বাসন মাজতে গেছে? বলিয়া আগন্তুক মহিলাটি দামিনীর কাছেই আসিতে লাগিল।"

ঘেঁটু......হাঁ বলিয়া তাহার গাড়ীখানাতে খানকতক ইট বোঝাই করিয়া খুড়িমাকে ডাকিতে গেল।

পুকুর ঘাট হইতে স্বর্ণ তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর আসিয়া

কহিল কে—পিসি-ঠাকরুণ এসেছেন? ওমা—দামিনী একখানা আসন পেতে দিতে পারিসনি? দ্রুত ঘর হইতে একখানা কার্পেটের আসন আনিয়া পিসি-ঠাকরুণকে অতি ভক্তিভরে বসিতে পাতিয়া দিল।

পিসি-ঠাকরুণের হাতে মালা। গলায় মালার সঙ্গে গাঁথা হরি-নামের ঝোলা। পিসি-ঠাকরুণ বড় কেউ-কেটা নহেন। তিনি তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য লইয়া পাড়া সরগরম করিয়া আছেন। তিনিই হইলেন—পাড়ার স্ত্রী মহলের মুখ্যি—তাঁর কথার দাম আছে। পালপার্ব্বণ ব্রত নিয়মে তাঁহার কথাটা আগে মানিতে হয়। অনেক তীর্থ ধর্ম্মই তিনি করিয়াছেন, এবং এখন আলোচনা সমালোচনা লইয়া—তৎসঙ্গে হরিনাম কথামৃত শ্রীকৃষ্ণ শতনাম প্রভৃতি লইয়া এই ভবসিন্ধু কুলের দুঃখের দিনকটা—কোন রকমে কাটাইয়া দিতেছেন। লেখাপড়া জানা মেয়ের নাম শুনিয়া অনেক পাড়ার রমণীই দামিনীর কাছটায় একায়েক আসিতে সাহস করে নাই। এখন পিসি-ঠাকরুণকে সেনাপতি করিয়া তাঁহার রসনাটী দিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া লইয়া তারপর পালা করিয়া সকলেরই আসিবার কথা আছে। শাস্ত্র বিচার করিবার ও তত্ত্ব বিচার করি-বার শক্তি পিসি-ঠাকরুণের যেমনটি আছে তেমনটি আর কাহারও নাই। এ হেন পিসি ঠাকরুণ—যখন স্বর্ণর দরদালানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন স্বর্ণকেও অনেকখানি ভাবিতে হইল বৈকি—স্বর্ণর ভাবিবার কারণ এই—যদি পিসি-ঠাকরুণ কোনও ক্রমে চটিয়া উঠেন—তাহা হইলে সে ও ত কম ভাবনার কথা নয়।

ভগিনীর ত্রুটিটা নিজের মাথায় লইয়া কহিল, আমার ভগ্নীকে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলে নাকি পিসি-ঠাকরুণ? ও বড় লাজুকে—সহসা কাউকে বড় একটা উত্তর দিতে পারে না—লেখাপড়া শিখ্‌লে কি হবে।

পিসি-ঠাকরুণ একবার হরেকৃষ্ণ বলিয়া কহিলেন, তা দেখছি, বড় লাজুকেই বটে—বয়স ত নেহাৎ কম হয়নি। হাঁগা বাছা—বলি নভেল নাটক ত অনেক পড়েছ? উত্তর দাও না যে।—

স্বর্ণ কহিল, ঐ যে বল্লুম পিসিমা—ও একটু লাজুকে—তা বলে নিন্দে বান্দা করো না বাছা। স্বর্ণ জানিত পিসিমার নিন্দার পরিণামটা কিরূপ—তাঁহার কথায় এমন যাদু আছে এবং পেছনে প্রতিধ্বনি তুলিবার এত ক্ষুরধার রসনা আছে—লোকে কথায় যে বলে জীবন্তে পোকা পাড়াইতে পারে, তাহাতে আর কোন ভুল নাই।

পিসি-ঠাকরুণ কহিলেন, না বাছা কি নিন্দে করবো? আমরা কি নিন্দে করবার যুগ্যি মানুষ? কলেজেও পড়িনি, কি শামলা মাথায় দিয়ে জজ সাহেবের কাছারীতে ব'সে কেরাণীগিরিও করি নি। আমাদের আর দাম কত?

স্বর্ণ দেখিল—আগুন প্রধূমিত হইয়া উঠিতেছে। দামিনীকে কহিল, দামিনী—পিসি-ঠাকরুণ কি বলেন,যা জানিস উত্তর দে—না ভাই।

"না না কষ্ট হয়ত ওগো বাছা—তোমার কোন কথা কইবারই দরকার নাই—আমরা এই উঠে যাচ্চি।"

স্বর্ণ পিসি-ঠাকরুণের হাতটা ধরিয়া কহিল, না না পিসি-ঠাকরুণ উঠে যেও না। ও অনেক ভাল ভাল গল্প জানে তুমি ব'লো—ও গল্প করবে।

পিসি-ঠাকরুণ হাসিয়া কহিলেন, আমার এক ভাইঝি—এমন চমৎকার চন্দ্রশিখরের গল্প জানে—তার কি বলবো। হাঁগা দামিনী তুমি বিষবৃক্ষ পড়েছ?

দামিনী কি করে দিদির মনস্তুষ্টির জন্য তাহাকে একটা সংক্ষেপে হাঁ ও বলিতে হইল।—পিসি ঠাকরুণ কহিলেন, "বলি ওই বিধবা কুন্দনন্দিনীর কিন্তু বিয়ে দেওয়াটা—আর ভাল হয়নি। ছি ছি এই কি হিঁদুর মেয়ের কাজ?"

স্বর্ণও সায়ে সায় দিয়া কহিল, যা ব'লেছ বাছা—এইটা কি উচিত? যদিও সে বিষবৃক্ষ বলিয়া কোন পুস্তকের অস্তিত্বই অবগত ছিল না।

পিসি-ঠাকরুণ বুকের ঝোলাটায় মালা গাছটী রাখিয়া কহিলেন, কথাটা বলি কাকে স্বর্ণ বউ।—কথা শোনবার মানুষ দেশে নাই! বিয়ে ক'র্‌লি, ক'র্‌লি—আত্মহত্যাটা কি করতে হয়?

ইতিমধ্যে পিসি-ঠাকরুণের আর এক সহকারী আসিয়া রঙ্গ-মঞ্চে উপনীত হইলেন। তখন কি কথার ঝড়ই বহিয়া যাইতে লাগিল। এ তোড়ে বোধ হয় ঐরাবৎ আসিয়া পড়িলেও ভাসিয়া যাইত। অনেক আলোচনা সমালোচনার পর স্থির হইল। মেয়ের রূপটি ভাল—গড়নটিও মন্দ না। তবে কথাবার্ত্তায় বড় চাপা—কতকটা যেন দেমাকী—যেমন লেখাপড়া জানা মেয়ের হইয়া

থাকে, আর সব চেয়ে দোষ তাহার বয়স বেশী, এই বেশী বয়সের কারণ স্বর্ণকেও কম খোঁচা সহিতে হইল না। এবং ভাবে ভঙ্গিমায় বোঝা গেল।—যদি দামিনীর বর্দ্ধমানেই বিবাহ হয়—তবে এই বিবাহ লইয়া ভবিষ্যতে অনেকখানি জল্পনা কল্পনা চলিতে পারিবে।

স্বর্ণ অপরাধিনীর মত মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল—আমার বোন—জানে না—আপনারা তার অপরাধ নেবেন না। স্বর্ণ ভয়ে তাহাদের একটু মিষ্টি মুখ করিয়া লইবার আয়োজনে লাগিয়া গেল। দামিনীর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। বিবাহ সম্বন্ধের যে কথাটা দিদি তাহার কাছে গোপন রাখিবার এত চেষ্টা করিয়াছিল—সেটা যখন ফাঁশ হইয়া গেল, তখন ভবিতব্য ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

দামিনী সকলই বুঝিয়া আস্তে আস্তে আপনার পিতার ঘরের দিকে উপস্থিত হইল। পিতা তখন একখানি উপনিষদ লইয়া খুব ঝুঁকিয়া একাগ্রচিত্তে পড়িতে ছিলেন। দামিনী ডাকিল বাবা।—

ভবনাথ বই হইতে মুখ তুলিয়া কহিলেন, কে দামিনী?

"হাঁ বাবা। আমি একটা কথা তোমায় ব'লতে এসেছি।"

"কি মা?"

"বাবা তুমিও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে?"

ভবনাথ যেন কথাটা বুঝিতে পারেন নাই এই ভাবে দামিনীর মুখের দিকে ঝুঁকিয়া চাহিয়া রহিলেন।

দামিনী কহিল, যতই চেষ্টা করো বাবা আমায় নোয়াতে পারবে না।

ভবনাথ দামিনীর মাথাটায় হাত দিয়া স্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন, কি মা আমায় খুলেই বল্ দেখি !—

দামিনী কহিল আমার সম্পূর্ণ অমতে এই যে বিবাহের আয়োজনটা চ'লছে !............ .

ভবনাথ চুপ করিয়া গেলেন। তাঁহার কণ্ঠের স্বর হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া আসিল। সম্মুখে সত্য শাস্ত্র উপনিষদ পড়িয়াছিল। ইহার মধ্যে "আমি নাই" তাহা ত বলিতে পারিলেন না—দামিনীর দিকে নীরব এক কাতর দৃষ্টিপাত করিয়া চাহিয়া রহিলেন। সে চাহনির অর্থ যেন এই—"আমি সাধ করিয়া ইহাতে সায় দিই নাই।"

দামিনীর তখন ধৈর্য্য—ধৈর্য্যের শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে কেবলি ভাবিতেছিল—ছেলেবেলা হইতে লেখাপড়া শিক্ষার পরিণাম এই হইল? শেষকালে সাধারণের মত তুচ্ছ অর্থের দ্বারে, আত্মঘাতী হইয়া মরিতে হইবে—যাহার সহিত হৃদয়ে, মনে, —বাহিরে কিছুতে কোথাও মিল নাই—তাহারই সহিত মিলিত হইয়া জীবনটাকে রক্ত মাংসের হাটে পণ্য করিতে হইবে ? এ যে স্বপ্নের অগোচর—বরং পাষাণের ঠাকুরের দ্বারে ভিক্ষু হইয়া থাকিতে পারা যায়—তবু মানুষের দুয়ারের কাছে নয়। সেখানে যে অবজ্ঞা আছে। রূপ রস শব্দ স্পর্শ লইয়া একটা কাণাকাণি আছে। দামিনীর বুক ফাটিয়া একটা উষ্ণ অশ্রুর স্রোত বাহিরে বাহির হইয়া আসিতে চাহিল—রুদ্ধ অবরুদ্ধ স্বরে কহিল।—

"শোন বাবা—জগতে দামিনী দাসী হতে জন্মায় নি। সে

শিক্ষাও তুমি দাওনি—আমি নারী হ'য়ে জন্মেছি, নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করে যাবো।

ভবনাথও কেমন হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, আমিও আশীর্ব্বাদ করি মা—সত্যে তোমার মতি অচলাই থাকুক। ভূমাকেই অবলম্বন করো। আমি তোমার "হাঁ" "না" কোনো পথেই নাই।

দামিনী বুঝিল পিতার এখনও সেই হৃদয় আছে—শুধু পাঁচ জনের বাক্য জাল তাঁহার শুভ্র মনটির চারিধারে একটা প্রহেলিকার কুয়াশা ঘনাইয়া তুলিয়াছে। মনে মনে পিতার চরণে শতবার প্রণত হইল। এবং পিতার অবাধ্য হইয়া উঠিবার যে একটা ভয় তাহাকে বাজিতে ছিল—সেটা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

সহসা দ্রুত পদক্ষেপে স্বর্ণ নীচে হইতে উপরে উঠিয়া কহিল—বাবা এসব বলচো কইচো কি? ভাগ্যিস ঝি আমায় গিয়ে বললে,—মেয়ের চক্ষের জল দেখে অমনি ভুলে যাবে? দামিনীর দিকে এক তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া কহিল। লজ্জা হয় না রাক্ষুসী—একটু কাঁদতে? শুনলি ত পাড়ার লোকগুলি কি ব'লে গেল? তুই কি দুপাতা লেখাপড়া শিখে ধিঙ্গি হ'য়ে গেলি নাকি? ধিক—ধিক!

ভবনাথ স্বর্ণকে ঠাণ্ডা হইতে বলিয়া কহিলেন—ওর যদি মা নাই ইচ্ছা হয়, তাই বলে জোর করাটা ত অন্যায়।

"অন্যায় ওর না—তোমার? মেয়ে মানুষে বিয়ে করতে চাইবে না এ কথা কেউ কোথায় শুনেছে? জোর করে ওর বিয়ে

দিইয়ে দেব! বাবা একবারেই ত বলেছি তুমি চুপ করে থাকো কথাটি কয়ো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা শুনবে পরশু দিন বিয়ের সানাই বেজে উঠেছে।......জলধর বাবু বেই ভালো সেই টাকা খরচ করেও ও মেয়ে বিয়ে করতে চাইছে। পাঁচ হাজার টাকার গহনা গড়াতে দিয়েছে—সব নতুন ধরণের।...আমি স্বকর্ণে শুনেছি।

দামিনী শিহরিয়া উঠিল। দিদির উপরে কি ভগ্নযোগ করিবে? দিদি নিজে যাহাতে মজিয়াছে, ভগ্নীটিকেও তাহাতে মজাইয়া মজার স্বাদটুকু অনুভব করাইতে চাহে। টাকা! টাকা! এখানেও ঐ টাকারই কাহিনী। সংসারে টাকাটাই কেবল বড়, মনুষ্যত্বের আসন—তার অনেক নিম্নে।

দামিনা হাত জোড় করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া প্রার্থনা করিল—ভগবান বলে দাও। যেন তোমার দুয়ারের সেবিকা হইতে গিয়া টাকার মোহেই আপনাকে না জড়িত করিয়া ফেলি। সে যে আত্মহত্যা হবে ভগবান। আমায় সে মহাপাপের সংস্পর্শ হতে রক্ষা করো! রক্ষা করো।

সমস্ত সন্ধ্যাবেলাটাই তাহার বাহিরের রোয়াকে পদ চারণা করিয়া কাটিয়া গেল?—হরিশ, দামিনীর সহিত বিবাহ সম্বন্ধে স্বর্গ-নরক ও ঘটপটাদি লইয়া খানিক দার্শনিক তর্ক তুলিবে মনে করিয়াছিল—কিন্তু দামিনীর দিকে চাহিয়া তাহার মনের আশা মনেই মিলাইয়া গেল।

(১৫)

দমিনীর প্রাণের মধ্যে কিন্তু আঁধার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল,—এই প্রথম আষাঢ়ের গাঢ় কৃষ্ণ মেঘান্ধকারের মত।

দেখিল আজ সকাল হইতে জলধর—কয়েকবারই ঘন ঘন সকৌতুক দৃষ্টি লইয়া এ বাড়ীতে আনাগোনা করিয়া গেল। মুখে চখে যেন তাহার সয়তানের চাপা হাসি—অবুঢ়ানের তত্বটাও খুব ঘটা করিয়া পাঠাইয়া দিল। সে তত্ত্বের সামগ্রী ও কাপড় চোপড় লইয়া দিদির উৎসাহের সীমা নাই। পাড়ার জনে জনে ডাকিয়া দেখাইতে লাগিল।

প্রতিবেশীরা এতবড় মেয়ের বিবাহটাই অসম্ভব ভাবিয়াছিল—তাহার উপর এ হেন তত্ব তাপাসের ঘটা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে কহিল, মেয়ের ভাগ্যি—

স্বর্ণ সকলের কাছ হইতে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া কহিল—তোমরা বলো—যে আমার মা হারা ভগ্নিটি সুখেই থাকুক।

দামিনী তাহার দিদির রকম সকম দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। সে হাসিবে কি কাঁদিবে, চীৎকার করিবে কি ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িবে—ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। এযে একদিকে মায়ের মত শুভাকাঙ্খিণী—অন্যদিকে রাক্ষসীর মত রক্তলোলুপা!—

হায় নারী বুঝিতেছিল না এ সওগাত যে প্রলোভনের ফাঁদ পাতিয়া নারীর রূপ ধরিবার ষড়যন্ত্র!...এ তো উপহার দেওয়া নয়। নারীর নারীত্বকে অপমান করা। কিন্তু কে বুঝিবে আর কে-ই বা বুঝাইবে? জলধর যে তাহার সিদ্ধির পথে মুষ্টি মুষ্টি স্বর্ণ ছড়াইয়া দিয়াছে। সহজ বুদ্ধিতেও যেটা সহজে চক্ষে পড়িত—সে সহজ দৃষ্টি টুকুও সোনার রংএ ঢাকিয়া গিয়াছে। কাহারও নজরে পড়িতেছে না—এই উৎসবের আয়োজনের পশ্চাতে একটা রক্ত পিশাচী আত্মা—লুব্ধ শয়তানের মত—ক্ষুব্ধ চক্ষু মেলিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে।

আকাশে মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে অন্ধকার আরও স্থচিভেদ্য। দামিনী আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। সমস্ত দিন ঘরের কোণে বসিয়া নিজের ভবিষ্যতটাকে লইয়া কেবলি নাড়াচাড়া করিতেছিল। এখন একবারেই বাহিরে বাহির হইয়া পড়িল। সে একাই যাত্রী—সঙ্গী তাহার কেহ নাই—তবু তাহার ভয়ও নাই। চাহিয়া দেখিল রাত্রি গভীর। সম্মুখে অন্ধকার যেন তরঙ্গ তুলিয়া মহা সমুদ্রের মত উদ্বেলিত। সমস্ত সহর নিদ্রিত। দূরে একটা কুকুর ক্রন্দন রহিয়া রহিয়া অন্ধকার নগরীর বক্ষ হইতে আর্ত্তস্বরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। এই তুফানে তাহাকে একাই পাড়ি দিতে হইবে। তাহার সম্বল কিছুই নাই! সহায়ও কেহ নাই! সে আজ অভিসারিকা বেশেই চলিয়াছে, "রজনী শাওন ঘন দেয়া গরজন" তার মধ্য দিয়া—তাহার লজ্জাই বা কি ভাবনাই বা কি—আবার সজ্জারই

বা কিসের প্রয়োজন? দেবতা তাহার যে অকুলে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন—তাহাকে যাইতেই হইবে।

দামিনী অভিসারে পথে আসিয়া দাঁড়াইল। জীবনের কল্পনাকে সত্য দেবতার দ্বারে লইয়া গিয়া—তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে।

কিছুদূর আসিয়াছে—দেখিল এক খঞ্জ কোমরে এক টেনা জড়াইয়া হেলিয়া দুলিয়া কষ্টে একটা লাঠির উপর ভর দিয়া অন্ধকার পথে চলিতেছে। দামিনীর পায়ের সাড়া পাইতেই খঞ্জ বলিয়া উঠিল—কে চ'লেছ গা? ব'লতে পারো ঠিকানা কতদূর?

দামিনী কাছে আসিয়া সহানুভূতির স্বরে কহিল কোথায় যাবে তুমি?

"যাবো অনেকদূর গো—মধুপুর। কলে খাটতে এসেছিলাম খোঁড়া হ'য়ে গেছি। আমার সঙ্গীরা সব এগিয়ে গেছে—আমিই পথ হারা হ'য়েছি, পথ পাচ্চিনে—আঁধারে ঘুরে বেড়াচ্চি।

দামিনী মনে মনে কহিল—তোমার মত অনেকেই পথ হারিয়েছে পান্থ। জগতে তুমিই কেবল একা পথ হারাও নি। প্রকাশ্যে কহিল—তুমি কি ষ্টেশনে যাবে? উত্তর হইল হাঁ; রাত্রেও ভাল দেখ্‌তে পাইনে।

দামিনী তাহার হাতটা ধরিয়া কহিল—ধরো আমার হাত—আমিও ইষ্টিশেনের দিকেই চলেছি। বলিয়া তাহার হাতটা ধরিল।

জীবনের কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার এই প্রথম প্রচেষ্টায় দামিনী নিজের মধ্যে যেন একটা বল পাইয়া গেল। মনে মনে

কহিল—এইত আমিও পথ পেয়েছি। আমরা সবাই হাত ধ'রে যে—ষ্টেশনে পৌছুবো।

খঞ্জ এতক্ষণ দামিনীর দিকে চাহে নাই, সহসা একটা বিদ্যুৎ বিকাশে চকিত হইয়া উঠিল। বিদ্যুতের আলোকে চাহিয়া দেখিল এ যে নারী, এ যে মা—! থমকিয়া দাঁড়াইয়া করুণ কণ্ঠে কহিল মা।—জীবনে এতটা সদয় ব্যবহার যে কোথাও পাইনি—গো। তোমার পায়ের শব্দ শুনেই আমি চ'লতে পারবো। তোমায় কষ্ট ক'রতে হবে না।

দামিনী কহিল, তুমি আপত্তি করো না। আমার কিছু কষ্ট হবে না। আমরা সবাই একই পথে বেরিয়ে প'ড়েছি—তুমিও চ'লেছ তোমার বাচ্চিদের দেখতে—আমিও ঐ আশায়।—আমরা সবাই যে আজ যাত্রী।

আকাশে গুরু গুরু মেঘ ডাকিতে লাগিল। আর তাহারই তালে তালে খঞ্জ আপনার জীবন কাহিনীকে অশ্রুজল ছন্দে গাহিয়া যাইতে লাগিল।

দামিনী শুনিতে লাগিল, হতভাগ্য জীবন ভোর কেবল ধাক্কাই খাইয়া আসিয়াছে; তাহার স্ত্রী পর্য্যন্ত তাহাকে আহা বলে নাই। বিদেশে মরিতে পাঠাইয়া দিয়াছিল—কিন্তু মৃত্যু দেবতাও এতদূর হতভাগ্যের পানে চাহিয়া করুণা করিতে পারেন নাই। তবু যাহা পুঁজি করিয়াছে, তাহা সেই স্ত্রীপুত্রদের জন্যই বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। বৃষ্টিধারার সঙ্গে দামিনীর চোখে মুখে অশ্রুর একটা তরঙ্গ আসিয়া বাজিতে লাগিল।

রাত্রেই গাড়ী, দামিনী খঞ্জকে টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। নিজে কোথায় যাইবে ঠিক করিতে পারিল না। সহসা মনে পড়িল—এই পথ দিয়াই ত একবার সে পুর বন্দরের দিকে গিয়াছিল, শুনিল লুপ লাইনের গাড়ীরও আর বিলম্ব নাই; বন্দরেরই টিকিট কিনিয়া ফেলিল। সেখানে সোমেশ্বর বাবু আছেন, তাঁহাদের কাছে দাঁড়াইয়া নিজের যাহা বলিবার তাহা বলিবে। সে সেই পাড়াগ্রামের অঞ্চলে দীন দুঃখীদের কুটীরে ধর্ম্ম-নীতি ও জ্ঞানের কথা বলিয়া বেড়াইলে দিন কি তাহার চলিবে না?

দামিনীর পথ পাইতে বেশী ভাবিতে হইল না। কিন্তু ভাবিল, একদিন, কিছুদিন আগে সে ছুটিয়াছিল কি আবেগ লইয়া—এই পথ দিয়া—তখন তার মানস পটে আঁকা ছিল বন্দর তীর্থ ক্ষেত্র। তার দেবতার সেখানে অধিষ্ঠান! তাই কি আবেগ ও দুরু দুরু হৃদয় লইয়াই গিয়াছিল—আর আজ? তাহার দেবতা মন্দির হইতে দানব হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন; এবং স্বপ্ন-টুকুও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অন্তরের মধ্যে আছে এক ক্ষত চিহ্ন—যাহা নদী তীরের কর্দ্দমপথে চক্রচিহ্ন রেখার মত। ক্ষত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—কিন্তু চিহ্নের বিলুপ্তি ঘটে নাই। ধূর্জ্জটির মূর্ত্তিখানি বার বার তাহার হৃদয়ের কোণে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। দামিনী সবলে তাহার হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়া দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল। কহিল যাও বিশ্বাস ঘাতক! যে "মাতৃত্বকে কলঙ্কিত করে তার স্থান এ হৃদয়ে নাই।" গাড়ী যখন ষ্টেশন ছাড়িল, তখন ঝুপঝাপ বৃষ্টি পড়িতেছে।

(১৬)

সকাল বেলায় এক "ভূত-নন্দ্যি" ব্যাপার ঘটিয়া গেল। "খোঁজ" "খোঁজ" দামিনী কোথায় আছে দেখ্। সমস্ত পাড়ানর হৈ হৈ রৈ রৈ ছুটিয়া গেল। কলিকাতায় লোক ছুটিল তিনজন; সেখানে সে নিশ্চয় গিয়াছে, তাহাতে কাহারও দ্বৈধ মত রহিল না।

জলধর আসিয়া শাসাইতে লাগিল—যদি মেয়ে না পাওয়া যায়, তবে ক্ষতি পুরণের দাবী দিয়ে নালিশ করা যাবে।—নালিশ কর'লেই সঙ্গে সঙ্গে টাকা আদায়।

সকলেরই দৃষ্টি পড়িল—বৃদ্ধ ভবনাথের উপর। বৃদ্ধ যে বাহিরে সাধুত্বের ভাণটুকু রাখিয়া ভিতরে চালমত করিবার মতলবে ছিল তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। মুখের ভাব দেখিলেই যে মানুষ চেনা যায়। নহিলে এত বয়স পর্য্যন্ত মেয়েকে অবিবাহিতাই বা রাখিবে কেন?

নিতান্ত রুচি বিগর্হিত ভাষায় ভবনাথের উপর বাক্যবাণ বর্ষিত হইতে লাগিল। ভবনাথের সমস্ত কথা কোণ কলরবের মধ্যে তলাইয়া গেল। স্বর্ণও প্রকাশ্যে তাহার পিতাকেই দোষী সাব্যস্ত করিল। এবং কাঁদিয়া ঠাকুর দুয়ারে মাথা কুটিয়া চোখ মুখ ফুলাইয়া—কুলকলঙ্কিনী দামিনীর মরণ প্রার্থনা করিতে লাগিল।

হরিশ কহিল দেখলে,—আমি তোমায় কালই বারণ করিনি যে—হঠাৎ একবারে বিয়ের দিনস্থির করে ফেলোনি, ও মেয়ের গতিক ভাল নয়। তুমি বল্লে না—না। এখন ভোগো—অবশিষ্ট যা যা জিনিষ পত্র আছে, তা এখন জলধর বাবুর বাড়ী ফেরৎ পাঠাও।

স্বর্ণ কাঁদিয়া কহিল, আমি তা জানিনি গো—যে আমার ভগ্নী হ'য়ে তার মতিগতি এমন হবে? ওই কাল লেখাপড়াতেই তাকে খেলে—বলিয়া পিতার উপর ও পিতার অদৃষ্টের উপর অনেক কটুক্তি বর্ষণ করিয়া গেল।

ভবনাথ কহিল, আমি কি করবো বলো, আমিত মেয়ের সুখের জন্যই চেষ্টা ক'রছিলাম। মেয়ে যদি না বুঝে চ'লে যায়—আমি কি করবো? সে মেয়ের বরাত। আমরা ত আমাদের কর্ত্তব্য করেছি।

ভবনাথ মুখে যাহাই বলুন—তাহারও অন্তর দামিনীর জন্য ফাটিয়া যাইতে ছিল। হায় কোথায় চলিয়া গেল? কোন অজানা পথে—চিরকাল বাপের আদরের দুলালী হইয়া কাটাইয়াছে; কোন কষ্ট সহে নাই। কাহার দুয়ারে দাঁড়াইবে—কে আশ্রয় দিবে? নানা চিন্তাতেই বৃদ্ধের মনটুকু ভার হইয়া ছিল এবং অনেক কষ্টেই অশ্রুনিরোধ করিতেছিলেন। লেখা পড়া শিখিয়াছে বটে, কিন্তু পথে বাহির হইবার সে অভ্যাস ত তাহার কখনো নাই। ভাবিলেন কেন তাহাকে এই বিবাহের আবর্ত্তের মধ্যে টানিলাম? তাহার যখন একেবারেই অমত ছিল।—কত আক্ষেপ হইতে লাগিল।

সন্ধ্যাবেলায় কলিকাতা হইতে লোক আসিয়া যখন সংবাদ দিল দামিনী সেখানে নাই—তখন এ বাড়ীর আর কাহারও কোন ভরসাই থাকিল না।

ভবনাথ কহিলেন, আমিও যাই আমারও আর থাকার কি প্রয়োজন? হরিশ একবার আপত্তি তুলিয়া কহিল, আর দুদিন থাকিলেই পারিতেন। ভবনাথ কহিলেন, না আমার যাওয়াই প্রয়োজন। আর তাঁহার মুহু মুহু জলধর পক্ষের গর্জ্জন সহ্য হইতেছিল না; মনে হইতেছিল যেন পলাইলেই তাঁহার পক্ষে নিষ্কৃতি।

স্বর্ণও পিতার বিদায়ে কোন আপত্তি তুলিল না—সে তখন এই বাড়ীটার পানে চাহিয়া—উৎসবালোকে এ বাড়ীটার আজ কি অবস্থা হইতে পারিত—তাহাই কল্পনা করিয়া চক্ষের জলে প্লাবিত হইয়া যাইতেছিল। আজ এতক্ষণ নহবৎ বাজিত; পড়শীর নারীরা হুলু ধ্বনি দিয়া পাড়াখানিকে সরগরম করিয়া তুলিত। এয়োভোজের রান্না লইয়া এতক্ষণ চারিদিকে লোক ছুটাছুটি করিত। অনাহুত রবাহুত অতিথিরা আসিয়া দুয়ারে জটলা পাকাইত। এ সমস্তই দামিনী দলিয়া চলিয়া গেল। উৎসবের দীপালোক এমন করিয়া একটা ফুৎকারে নিভিয়া যাইবে—কে ভাবিয়াছিল? জলধরের ভাবনা কি—তাহার টাকা আছে, সে আবার কনে পাইয়া গিয়াছে; দামিনীরই শুধু এ সংসারে বর জুটিল না। হায় নারী—হায় অভাগিনী—কোন্ লক্ষ্মীছাড়া এ উন্মাদ মন্ত্র তোর কাণে শুনাইয়া গেল। আর ঘরে রহিতে পারিলি না?

সন্ধ্যাবেলায় ভূমি শয্যায় স্বর্ণ শুইয়া আছে। কোলের কাছে তাহার এক বৎসরের শিশু কন্যাটি পড়িয়া আছে, হরিশ আসিয়া কহিল, কলকাতা হ'তে একটি লোক এসেছে—শুনচো?—

স্বর্ণ ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া কহিল। কই?—কোথায় তিনি? নাগো ডাকোই না ছাই দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আমিই না হয় ডেকে ফেলি—আমার মন বলছে—দামিনীর খবর পাওয়া যাবে।

হরিশ কহিল—না না তিনি ধূর্জ্জটি বাবু।

স্বর্ণ কহিল—হোক ধূর্জ্জটি বাবু। তুমি ডাকো—আমি তাঁকে চিনি। দামিনীর খবর নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

হরিশ কহিল, না—না। শাক্য বাবুদের হয়ে তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিলেন। দামিনীর খবর তিনি কি করে জানতে পারবেন? আমি তাঁকে জিজ্ঞাসাও করেছিলাম। কত কাপড় চোপড় তত্ত্ব সামগ্রী নিয়ে এসেছিলেন।

স্বর্ণ ব্যস্ত হইয়া কহিল, ওগো তা আমি জানি—তবু ডাকো-ত, আমি নিজ মুখে তাদের কাছ হতে—শুনে সব বুঝতে পারবো।

হরিশ ধূর্জ্জটিকে ডাকিয়া আনিল।

স্বর্ণ ঘোমটাটা একটু টানিয়া দিয়া—কবাটটার আড়ালে দাঁড়াইয়া কহিল, দামিনীর খবর কি আপনারা কেউ পান নি?

ধূর্জ্জটি কহিল, কি ক'রে পাবো—? আমরা ত কেবল বিবাহ হবে খবরই পেয়েছিলুম। ভবনাথ বাবু আমাদের পড়শী ছিলেন, তাই দু'দিন আগে হ'তেই এসেছিলুম।

স্বর্ণর মনটি লওয়াইবার জন্য অনেকখানি মিথ্যাই বলিয়া

যাইতে ছিল—আসলে তাহার সহানুভূতি মোটেই আইসে নাই, তবে কিছু পূর্ব্ব হইতে সহানুভূতি জাগিতে আরম্ভ হইয়াছে বটে—যেইমাত্র শুনিল দামিনী বিবাহ করে নাই।

ধূর্জ্জটির সহিত যে দামিনীর বিবাহ হইবার কথা হইয়াছিল সে কথাটা স্বর্ণর মুখে আসিয়াও—আর ঠোঁটে আসিল না, চাপিয়া গেল। কহিল—আহা কত কষ্ট করেই এসেছেন। আপনাদের পুরুষ মানুষদের—যে দয়া মায়া টুকু আছে—দামিনীর সে বোধও নাই। এমন বুড় বাবা, আর সে কি না ?—

ধূর্জ্জটি কহিল, সেকথা আর বলবেন না—দামিনীর খামখেয়া-লীতে আমিও কম ভূগিনি ?

স্বর্ণ সহানুভূতিস্বে গলিয়া কহিল, সে পোড়াকপালী নইলে এমন সব সোণার চাঁদ ফেলে—অকূলে ঝাঁপ দেবে কেন ? আপনাদের এখন বিবাহ হ'য়েছে, ছেলে পিলে হ'য়েছে, আর—তার দেখুন !—তাই কোথায় গেলি,—একখানা পত্র দে।

ধূর্জ্জটি কহিল, মাপ করবেন আমারও সেই অবধি আর বিয়ের ব্যাপারটাতেই রুচি নাই। বিয়েও আর করিনি।

স্বর্ণ অনুরোধ করিল। এ রাত্রিটির মত দয়া করিয়া তাঁহাকে এখানে থাকিতে হইবে তাঁহার সহিত অনেক কথাই কহিবার আছে।

ধূর্জ্জটি আপত্তি তুলিল না। সেও যে তাহাই চায়। সেও যে সাজাইয়া বসিয়াছিল। তাহারও যে সাজানো বাসর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহারও উৎসব রাত্রির সন্ধিক্ষণে এমনি একটা নিদারুণ

অভিশাপ, বিদায়ের অশ্রুজলে ভরিয়া গিয়াছিল। তাহাদের দুজনেরই জীবনের সুর যে একই—একই সহবেদনার অশ্রুধারায় —দুই জনেই সান্ত্বনা লাভ করিবে।

স্বর্ণ অপেক্ষা ধুর্জ্জটিরই নিজের কথা আরও বেশী—সে কাহার জন্য চুরি করিয়াছিল? কাহার জন্যই—বা সমস্ত কলঙ্ক অপমান মাথায় তুলিয়া ধুর্জ্জটিরই মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাকে যে জানাইতে হইবে উপেক্ষার বজ্র হাসি বুকে শেল সমই বাজিতেছে। উদ্দাম কল্পনা লইয়া সে উড়িয়া মরিতে চায়—মরুক কিন্তু পৃথিবীর কথা ত শুনিতে হইবে; স্বর্গ ত পৃথিবীকে ছাড়াইয়া নয়।

অনেক রাত্রি অবধি স্বর্ণর সহিত ধুর্জ্জটির কথাবার্ত্তায় এই স্থির হইল—দামিনীর অনুসন্ধানে উভয়ে উভয়কে সাহায্য করিবে। এবং তাহাকে বলিতে হইবে—বিবাহে তোমায় কেহই লওয়াইবে না। আপনার শ্রেয়োপথ বাছিয়া লও।

কথায় বার্ত্তায় ধুর্জ্জটি, দামিনীর পরে তাহার গোপন অনুরাগটা গুপ্ত করিয়া রাখিতে চাহিলেও স্বর্ণর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইল না। স্বর্ণ মনে মনে কহিল হায় নারী—পুরুষ তোর পেছনে ভালবাসা লইয়া ফিরিতেছে।—ঐশ্বর্য্য লইয়া ফিরিতেছে—তুই শুধু ফাঁকি দিয়া পলাইতেছিস।—কিন্তু একদিন এ ফাঁকি তোমার নিজের কাছেই ধরা পড়িবে। একটা দৃঢ় অবলম্বন পাইবার জন্য

হাত বাড়াইতেই হইবে। একলা তুমি সংসারের বুকে কত খানি?—

(১৫)

পরিচিত নদীর তীর, প্রান্তর, ভগ্ন দুর্গ, দেখিতে দেখিতে দামিনী বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সবে সকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পাখীরা নীড় ছাড়িয়া তখনও দিগন্তরের দিকে ছড়াইয়া পড়ে নাই। কৃষক লাঙ্গল ঘাড়ে করিয়া গরু লইয়া মাঠে চলিয়াছে। এই তাহাদের চাষের সময়—আবাদ ভাল করিয়া সমাধা করিতে পারিলে তবেই ফশলটা ভাল করিয়া পাইবে।

পল্লী লক্ষ্মীদের ইতি মধ্যেই অনেকে—অজয়ের লাল জলে নামিয়াছেন। লাল জলে গৌর নিটোল মুখগুলি লাল উষার আভায় কি বিচিত্র সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের অনেকের বাসন মাজার শব্দ, উচ্চ কলহাস্য, পথ হইতেই শোনা যাইতেছে।

ছেলেদের দল পাত্তারি বগলে করিয়া সেই সাবেকী প্রথায় সাজিয়া পাঠশালার দিকে চলিয়াছে; গ্রাম্য ডাক্তার তাঁহার

রোগা ঘোড়াটায় চড়িয়া রোগী দেখিতে বাহির হইয়াছেন; দু'একটা দুষ্ট ছেলেও ঘোড়াটার পেছন লইয়াছে।

দামিনী কুঠীর দারোয়ানকে দিয়া তাহাদের বাবুকে খবর পাঠাইয়া দিল। কৃত্তিবাস আরদালী বা জমাদার সে-ও দামিনীকে চিনিত। খুব একটা লম্বা সেলাম দিয়া একবারেই বাবুর বিনানুমতিতে বাঙলাতে লইয়া গিয়া উপস্থিত হইল।

সোমেশ্বর তখন বড় বড় অঙ্ক পাত করিয়া, কি করিয়া ব্যয়ের অঙ্ক কমাইয়া গত বৎসরের ক্ষতির আংশিকও পূরণ করিয়া তুলিতে পারিবেন তাহাই ভাবিয়া দেখিতে ছিলেন। সারারাত্রি ঐ ভাবনাই করিয়াছেন, সকাল বেলাতেও তাঁহার ভাবনার সীমা নাই। ধূর্জ্জটি যে তাহাকে আকণ্ঠ ঋণের মধ্যে, ডুবাইয়া গিয়াছে।

এমন সময় স্ত্রীলোকের পদশব্দ তাঁহার মোটেই ভাল লাগিল না। কিন্তু স্ত্রীলোক যখন স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন—তখন দেখা করিবার সময় নাই তাহা ত বলা চলে না। সোমেশ্বর চাহিয়া দেখিলেন এ যেন চেনা মুখ—কিন্তু নামটা মনে পড়িল না। কৃত্তিবাসই সমস্তটা পরিচয় করাইয়া দিল। তখন সোমেশ্বর অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

দামিনী নমস্কার করিয়া কহিল, বেশ ভাল ছিলেন?

সোমেশ্বর কহিলেন, হাঁ!

বলিয়াই হঠাৎ কেমন অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। কোথায় মুখখানা লুকাইবেন ভাবিয়া পান না—যেখানে তাঁহারই আগে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিবার কথা—সেখানে তিনি কেমন করিয়া

চুপ করিয়া রহিলেন? আপনার মনেই কহিলেন ঐ এক তাহার বিষম ভ্রান্তি।—

দামিনী কহিল, আপনাদের এইখানেই স্থায়ী বাসিন্দা হতে এলুম।—

"বেশ ত! বেশ ত! সে খুব ভালই"......স্বরটায় তেমন জোর বা আন্তরিকতা ছিল না। এই মাত্র তিনি ভাবিতে ছিলেন সকল প্রকার ব্যয়ের অঙ্ক কমাইয়া ক্ষতিটা পূরণ করিয়া আনিবেন। ইহারই মধ্যে যদি একটি একটি করিয়া ব্যয় বৃদ্ধি হইতেই সুরু হয়, তাহা হইলে হবে দবে সেই ত হাঁটু জল। অথচ কমাইলেই বা কি আর বাড়াইলেই বা কি?—

দামিনী কহিল, প্রথমটা আপনার আশ্রয়ে দু একদিন থাকতে হবে—তারপর আমার আশ্রয় আমি নিজেই করে নেবো।

"এ লাল জলের দেশে, কেউ কিছু ফলাও করতে পারবে না, তা ব'লে রাখছি। আমি ত এখান হতে উঠে কলকাতা চলে যাবার মতলবেই আছি। বাড়ীখানা বিক্রি করবার খরিদ্দার পাচ্ছিনে তাই—নইলে এদ্দিন......বলিয়া সোমেশ্বর যেন কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দামিনী বলিয়া উঠিল। একবার হয় ত লোকসান দিয়েছেন কি বিফল মনোরথ হয়েছেন—তাই বলে হাল ছেড়ে দেওয়া সেটা কি পুরুষোচিত? মানুষ ত পড়েই......তারপর উঠে। এই কুঠির সঙ্গেই আকের চিনির কারবারের যোগ করতে পারেন। এখানে শুনেছি—এই দেশের মাটীতে, আকের চাষ খুব ভাল হয়।

সেই একই মজুরে কাজ চলে যেতে পারে . মাপ করবেন। আমি অনুমানের উপরেই নির্ভর করে বললুম অবশ্য......

সোমেশ্বর কহিলেন, না !—না! আপনি ত জ্ঞানী— জনোচিতই বলে গেলেন। স্ত্রী জনোচিত ত আদৌ নয়—বলিয়া চকিত উজ্জ্বল দৃষ্টিতে দামিনীর দিকে চাহিয়া লইলেন। ভাবিলেন আমি যাহা ভাবিতে চাই অথচ খেই ধরিতে পারি না—তাহাই যে ইনি বলিয়া দিলেন। শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। কৃত্তিবাসকে কহিলেন, ও কৃত্তিবাস এঁয়াকে বাড়ীর মধ্যেই নিয়ে যাও না।

দামিনীর সমক্ষেই কহিলেন। এমন দু'একটা কথা কইবার লোক পেলেও যে আমার বুকে সাহস আসে। আছি তেপান্তরে প'ড়ে একলা,—চোখে কেবল অকূল পাথারই ঠেকে !—

দামিনী কহিল দেখুন! আমার বাড়ীর ভিতর না হ'লেও চলবে, অবরোধের মধ্যে ত ?......

সোমেশ্বর কৃত্তিবাসকে ডাকিয়া কহিলেন, ও কৃত্তিবাস, ওই যে বাইরের ঐ ঘরটায় যেখানে ধূর্জ্জটি ছিলেন, ঐ ঘরটা ত খালি আছে বিছানা পত্রও সব সেখানে আছে, পরিষ্কার করতে বলো—ঘরের চাবিটা বোধ হয় আমার কাছেই আছে—বলিয়া ডুয়ারটার ভিতরে হাত ভরিয়া দিয়া চাবি হাতড়াইতে লাগিলেন। ডুয়ারে যখন চাবি মিলিল না, তখন আলমারী খুলিয়া ফেলিলেন। আলমারীর সব থাক গুলা খুঁজিয়াও যখন চাবি বাহির হইল না তখন কহিলেন, ডাকো—গঙ্গাসিংকে—কৃত্তিবাস চলিয়া গেল।

সোমেশ্বর কহিলেন, দেখুন ইদানীং আমার মনটা কেমন আশা—

ভূলো গোচর হয়েছে। এই দেখুন শাক্যবাবু আর তাঁর ভগ্নীর কথা জিজ্ঞাসা করবো—সে কথাটা প্রায় ভুলেই গেচি। তার কারণ হঠাৎ একটা দুর্ভাবনার মধ্যে পড়তে হয়েছে কিনা—তার উপর আমার স্ত্রীটিও মাস খানেক হলো মারা গেছেন—এই সব নানা কারণে......বছর খানেক আগে যখন আপনারা এসেছিলেন দেখেছিলেন ত—বলুন না? তখন কি উৎসাহই ছিল!—

দামিনী তাহা অস্বীকার করিতে পারিল না। সে উৎসাহের অবতার সোমেশ্বরকে দেখিয়া গিয়াছিল।

কৃত্তিবাস গঙ্গাসিংকে লইয়া আসিয়া কহিল, হুজুর গঙ্গাসিং বলে সব চাবিই আপনাকে সেদিন রাত্রে সে দিয়েছে।

সোমশ্বর কহিলেন, হাঁ গঙ্গাসিং তুমি সব চাবি আমায় দিয়েছ?

গঙ্গাসিং কহিল, হাঁ—তখন সোমেশ্বরকে আবার ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইল। খানিক পরে চাবিটা হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, চাবিটা ভুলে বিছানার তলায় ফেলে রেখেছিলুম—মনেই ছিল না, এই নাও কৃত্তিবাস বেশ করে জল টল দিয়ে পরিষ্কার করে দেবে ঘরটা।—

চেয়ারটায় আসিয়া বসিলেন।

দামিনী কহিল, আলমারী ড্রয়ার খোলা রইল চাবি বন্ধ করলেন না?

"ঐ দেখুন হয়ত ভুলেই সব খুলে ফেলে রেখে উঠে পড়তুম। ভাগ্যিস আপনি মনে পড়িয়ে দিলেন।"

দামিনী কহিল ও ঃ—এখন দেখচি আপনার কাছ হতে ঠকিয়ে নেওয়াটা মোটেই বিচিত্র নয়।

সোমেশ্বর আলমারী ড্রয়ারে চাবি বন্ধ করিয়া চশমাটা খুলিয়া মুছিয়া আবার চেয়ারটিতে বসিলেন।

দামিনী কৃত্তিবাসের আহ্বানে তাহার ছোট্ট ব্যাগটি হাতে করিয়া ঘরের দিকে গেল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই তাহার বুকটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল। এই ঘরেই না একদিন এমান সময়ে······যাক্‌গে—সে কথা মনে করিয়াই বা কি লাভ? দামিনী গায়ের চাদরটা খুলিয়া খাটের বাক্সটার উপর রাখিয়া দিল। এবং দক্ষিণের জানালাটা খুলিয়া দিল। ঘরটায় একটু আলো ও হাওয়া আসিল।

কৃত্তিবাস তাহার সাবেক মনিবটিকে স্মরণ করিয়া কহিল। হুজুর একটা কথা নিবেদন করি। ধূর্জ্জটি বাবু বেশ ভাল আছেন?

দামিনী যদৃচ্ছাভাবে কহিল হাঁ!—

কৃত্তিবাস কহিল। তাহলে ঘরের চাবি তালাটা আপনার কাছেই রইলো—যখন যা দরকার হবে আমায় ডেকে পাঠালেই মেটিয়ে যাবো।

দামিনী চাহিয়া দেখিল ঘরের মধ্যের সজ্জা, আসবাব, ঘরের লোকটার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হইয়াছে। তখন কত ছবি কত বইই সাজানো ছিল—আর এখন কিছুই নাই, আছে মাত্র একখানা রাজা রাণীর ছবি আর একখানা ফ্রেমে বাঁধা যুগল বন্ধুর ফটোগ্রাফ, ছবি দুখানি সম্ভব সে লোকটির নিজের ছিল না—কিম্বা ইচ্ছা

করিয়াই ফেলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু ফটোতে ধূর্জ্জটির চোখের চাওনিটা কি স্পষ্ট হইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। বলিষ্ঠ সুন্দর দেহখানা হইতেও যেন একটা তেজ ফুটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।

দামিনী তাহার জুতার ফিতাটা খুলিতে খুলিতে ভাবিতে লাগিল। একটা দিনের স্মৃতি যাহাদের প্রাণে দাগ বসাইতে পারে না—সংসারে তাহারা কি ভয়ঙ্কর! দুই বন্ধু তখন একই আসনে একই টেবিলে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। আর আজ সে দুই জনের মাঝখানে কি নিদারুণ—বিদারণ রেখাই পড়িয়াছে। এই সরল আপন ভোলা সোমেশ্বরটির কথা ভাবিয়া দামিনীর হৃদয়টা ভারি ব্যথিত হইয়া উঠিল। হায় সংসারে যাহারা সরল তাহারাই ঠকে।—যে ধারটাতে ধূর্জ্জটির ফটো-টা ছিল, তাহার উপর একখানা রুমাল চাপা দিয়া দামিনী যেন অনেকটা আরাম অনুভব করিল। ক্রূর বিশ্বাস ঘাতকের সহিত সর্ব্বদা চোখো-চোখী হওয়া—সে ত ভাল কথা নয়। তাহাতে যে জীবনের আধ্যাত্ম সাধনের ব্যাঘাত ঘটে।

(১৮)

দ্বিপ্রহরে জানালাটার ধারে দাঁড়াইয়া দামিনী আনমনে চাহিয়া ছিল। নদীর জল কি বলিতেছে তাহাতে তাহার কাণ ছিল না। নদী পারের কর্ষণ শূন্য বিশাল প্রান্তরটাও তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। ছোট তেঁতুল গাছটার পাশে তাল গাছটার উপরে একজোড়া মাণিকজোড় কি কথাবার্ত্তা কহিতে

ছিল তাহাতেও তাহার কাণ যায় নাই। তবু সে চাহিয়া ছিল। যে দিন পাছে ফেলিয়া আসিল, যে ব্যথা তাহার বুকে বিধিল—তাহাও ভাবিয়া দেখিতেছিল না—দেখিতেছিল চক্ষের সম্মুখে একটা ছায়া—এই বর্ষা দিনের বুকের উপর দিয়া কৃষ্ণ পক্ষ বিহঙ্গের মত ভাসিতে ভাসিতে দিগন্তর মিলাইয়া যাইতেছে। ঐ ছায়াব সঙ্গেই কি তাহার জীবনের সব আশা, ভরসা ভাসিয়া যাইতেছিল না ?—কে বলিবে সত্যই তাই কিনা—

তবু তাহার দৃষ্টিতে ঝাপসা হইয়াও কিছু ভাসে নাই। আকাশে যে একটা নিঃশব্দ তান স্পন্দিত হইতেছিল—তাহারই তালে তালে মায়াময়ী অন্তরলক্ষী নুপুব বাজাইয়া চলিয়াছিলেন। যেন সে নুপুর নিক্কনে অতি দূরের যমুনা পুলিনের বিরহিণীরা কোথায় গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। আর দামিনী—পৃথিবীর সে সমস্ত—ক্রন্দন দলিয়া দেবোদ্দেশে যাত্রীর মত অনন্ত প্রয়াসে ছুটিয়াছিল।

এমন সময় চটিজুতা ফট্ ফট্ করিতে করিতে সোমেশ্বর দুয়ারের ধারটিতে দাঁড়াইয়া কহিলেন। মাপ করবেন, আমায় এই সময়টাতেই আসতে হলো—আপনার বিশ্রামটাতেও একটু ব্যাঘাত ঘটে গেল সম্ভব—

দামিনী সহসা চকিত হইয়া উঠিল। গাত্র বস্ত্র ঠিক করিয়া লইয়া কহিল। কিছু না—আপনি ভিতরেই আসুন না—

সোমেশ্বর কহিলেন, কথাটা মনে প'ড়ে গেল তাই ছুটে এলুম—কি জানি যে ভোলামন, যদি ভুলে যাই—আপনি এসেছেন ত এই

অপরিচিত স্থানে—কি জন্য—সেই—কথাটা জিজ্ঞাসা করা হয়নি ; আর আমার যতটুকু জ্ঞান বুদ্ধিতে কুলায়—তার—একটা কথাও ত বলতে পার বো—

দামিনী কহিল, অবশ্য বলবেন বৈকি। আর আমার যা কাজ তা তো আমার একলার কাজ নয়—আপনাকেও তার অনেক-খানি পোহাতে হবে। ভেবেছি……বলিয়া হঠাৎ থমকিয়া গেল।

কল্পনায় দিবারাত্র যে চিন্তাটা তাহাকে উৎসাহের অগ্নিরথে চড়াইয়া ঘুরাইতেছিল, শুধু মুখের কথায়—তাহা ফুটিয়া বলাটাও কি এত দুঃসাধ্য ?……

তাহার সংসার, তাহার সমাজ, তাহার যৌবন, যে তাহার বিপক্ষে দাড়াইয়াছে, দামিনী কি সাহসে তাহার সংকল্প প্রচার করে ? দুইদিন পরে চারিদিকের জনসাধারণের জল্পনাটা হইতেই কি সে নিস্কৃতি পাইবে ? যে সব কথা আগে কখনও ভাবে নাই—কার্য্যক্ষেত্রের সম্মুখে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে দামিনীকে তাহাই ভাবিতে হইল।

সে চায় আপনাকে এক মেয়ে ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে—স্কুলের সহিতও খোঁজ নাই—কিন্তু তাহাকে তাহা গড়িয়া লইতে হইবে। এ সব দামিনী সোমেশ্বরকে ফুটিয়া বলেই বা কি করিয়া ?—

চারিদিক হইতে সহস্র সহস্র বাধা যেন পর্ব্বত প্রমাণ মাথা উঁচু করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

সোমেশ্বর কহিলেন, ভেবেছি বলেই চুপ করে গেলেন যে—বাড়ী হইতে কথান্তর করে আসেন নি ত?

দামিনী ঐ কথায় একবারে ছায়ার মত—ম্লান হইয়া এতটুকু হইয়া গেল। বুঝিল যে, সে জগতে কত অসহায়—হায়রে কোথায় গেল তাহার সে তেজ?—সে উদ্দাম চিন্তা!......দেশ! দেশ! দেশের মেয়েই নয় কি দামিনী?—

দামিনী তাহার সমস্ত শক্তি, সমস্ত তেজ, একত্র করিয়া বলিয়া উঠিল। আমি এসেছি একটা সতুদ্দেশ্য নিয়ে—আমি চাই আমার সমস্ত জীবনকে দেশের কাজে আহুতি দেব।—

"দেশের কাজ? বলিয়া সোমেশ্বর যেন ভগ্ন ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার নিজের জীবনেরও কোন এক অতীত, ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন। এ সর্বনেশে আগুন কে আপনার প্রাণে জাগিয়ে দিল? আপনার এ স্থান নয়, আপনার এ ক্ষেত্র নয়—আপনার স্থান অন্তঃপুরে—কেন সমস্ত জীবনটাকে মরুবালুর তপ্ত পথে টেনে নিয়ে আপনাকে দগ্ধ করবেন?—আমি ভুক্তভোগী—ভালর জন্যই বলচি—

"না বিবাহ-ভোগ সুখ নিয়ে জীবনধারণ করতে পারবো না বলেই বেরিয়ে পড়েছি—আপনাকে আমার সাহায্য ক'রতে হবে। আপাতঃ কেবল একটী বালিকা বিদ্যালয় খুলে দিন। তারপর আমি আপনার পথ আপনি তৈরি ক'রে নেব।—আপনি অমত ক'রতে পাবেন না। আমার এ সাহায্যটুকু ক'রতেই হবে। বলিতে বলিতে উত্তেজনার অশ্রুবাষ্পে তাহার চক্ষু দুটি

ভরিয়া আসিল। সোমেশ্বর দেখিলেন—আশ্চর্য্য দুঃসাহস! সে নিজেও যতদূরে নাই, কথার স্বর—তাহাকে তাহার ইহকাল পরকাল অতীত—ভবিষ্যৎ, এবং জীবন মরণের উর্দ্ধে টানিয়া লইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে ফিরানোও দুঃসাধ্য!—ভাবিলেন একবার কর্ম্মের পথে নামিয়াই দেখুক। কহিলেন কোথায়—কর্ম্মক্ষেত্র বেছে নেবেন শুনি?—এইখানে এই দেশে—

উত্তর হইল হাঁ—

"যেখানে কোথাও একটু সহানুভূতি মিলবে না। মূঢ়তা, জড়তা, যেখানে ভির ক'বে দাঁড়িয়েচে—যেখানে মানুষের বিবেক শুদ্ধ পঙ্গু—সেইখানে?—তাহ'লে আমার একটী কথা শুনতে হচ্চে জানবেন আমিও এখানে একটা স্কুল ক'রে দিয়েছিলুম। কিন্তু গ্রামের লোক এম্নি—দলাদলি করে ঘোঁট করে—স্কুলঘরটাকেই দিল পুড়িয়ে—যদিও তাদের ও স্কুলটাকে নিয়ে কিছুই করতে হয়নি—তবু ঐটেয় দিল পুড়িয়ে—এতদূর নীচতা যেখানকার অস্থি মজ্জায়—

দামিনীও তাহার প্রবল উত্তেজনার মুখে বলিয়া উঠিল। তাহ'লে এই আমার প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র! আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে এই নীচতা জড়তার সামনা সামনি রুখে দাঁড়াতে হবে। তাদিকে জানাতেই হবে তোমরা তা নও—তোমরা মানুষ—কাজের প্রথম অবস্থায় দেশের নারী শক্তিটাকে জাগানোই হচ্চে প্রধান কাজ—কারণ নারীই "সু" "কু" দুইএর মূলে অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে বসে থাকে,—তাদের বোধটা জন্মানো আগে দরকার—

সোমেশ্বর আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, এ লেকচার দিবার যোগ্যতাও যে বালিকা পাইয়াছে, নিশ্চয়ই সে নগণ্য নয়—সুর নামাইয়া কহিলেন, আমি আপনাকে সামান্য বালিকা ভেবেছিলাম তারজন্য মাপ চাইছি—আমি আপনাকে মহৎ বালিকা বলেই অভিবাদন কচ্চি—তাইতে ভাবি এতখানি সত্য প্রাণে না জাগলে—কেউ ঘরের বার হ'তে পারে? আমি আপনাকে উৎসাহ দিচ্ছি—পূর্ণ উৎসাহে নামুন—এবং সাফল্য লাভ করুন—আমরা ত একবার—নেমে, সর্ব্বস্ব খুইয়ে তারপর সিধে রাস্তায়—এসে দাঁড়িয়েচি এখন প্রতি মুহূর্ত্তেই কেবল আপনাকে নিয়েই কেঁপে কেঁপে উঠচি—কখন বিনাশের বারি কল্লোল কাণের কাছে তার রুদ্রতান নিয়ে নেচে ওঠে,—বেশ জয় হোক বালিকা আমার দ্বারা যতটুকু সাহায্যে করার ত্রুটি করবো না—কিন্তু ব'লেই রাখছি সময়, কাল, দেশ সবাই আপনার বিপক্ষে—

দামিনী জোড় হস্তে কহিল, আপনি আমাকে এত সম্মান দেখিয়ে আর "আপনি আপনি বলে—উচ্চতার শিখরে তুলে দেবেন না—আপনি আমায় দেখুন ছোট বোন্‌টির মত—আর তার খেয়াল গুলোর পানে একটা স্নেহের দৃষ্টি বুলিয়ে তাকে উৎসাহে ডুবিয়ে রাখুন। ঘরকন্না—নারীধর্ম্ম—সংসার, ত পৃথিবীর সকল নারীই করেছে, একবার একটা লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে যদি তার সব উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে এই কর্ম্মক্ষেত্রের এক প্রান্তে নামে, দাঁড়িয়ে তার অভিনয় দেখতে মন্দ কি?—হাত তালিটা নাই দিলেন।

সোমেশ্বর চলিয়া গেলেন।—

দমিনা উত্তেজনার বেগ হইতে আপনাকে সামলাইয়া লইতে আকাশের দিকে চাহিয়া কহিল, ভগবান বল দাও। তোমার পথে চলতে আমায় দুর্ব্বলতা এসে ঘিরে না ধরে—যেন আমি আপনার কাছে আপনি স্পষ্ট করে বলতে পারি—পথও দেখিয়েছ তুমি—বাহিরও দেখিয়েছ তুমি আবার—সত্যের পথে শ্রেয়ের পথে তুমিই টেনে এনেছ!

(১৮)

ইতিমধ্যে কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে যে বন্দর পুরে শীঘ্রই একটা মেয়েস্কুল বসিবে। সেদিন ঢোল সহরৎ দিয়া কথাটাকে আরও পরিষ্কার করিয়া রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া হইল। সোমেশ্বর বাবুর কুঠি বাড়ীটাতেই স্কুল বসিবে। বিনা মাহিনায় শিক্ষা—দেশের লোকের মহা সুযোগ।—

গোসাই সামন্ত গোঁপে চাড়া দিয়া সঙ্গী গদাই পালকে কহিল ভায়া এদ্দিন পুরুষ গুলোকে পণ্ডিত করে তোলা হলো—এইবার মেয়ে গুলোর পানে দৃষ্টি—বাবা মেয়ে,তোমাদের স্কুলে দেবে কে—ততক্ষণ তারা সংসারের কাজ দেখলে সংসারের উপকার—

গদাই কহিল। দাদা পাগলামী—পাগলামী! একটা মেয়ে এসে জুটেছেন কিনা—তিনি ঐ স্কুল চালাবেন।

"মেয়ে……বল কি?——"

"আরে দেখনা আমি কি মিথ্যেই বলছি?

"পরিবারটি মরে যাওয়াতে আমদানী করছেন নাকি? ওদের লীলা বোঝা ভার——"

"না শুনচি নাকি খুব লেখাপড়া জানা মেয়ে—রাত্রি দিন বই কলম দোয়াত নিয়েই থাকে——"

"ও কিছু না একটি যাদুকরী—বিয়ে হয়েছে খবর রাখো?"

"কৃত্তিবাস বলছিলো—এখনো হয় নি।"

"ও মেয়েকে বিয়ে করবেই বা কে? লেখাপড়া জানা যখন—তোমাদের মেয়েদের পাঠাবে নাকি?—

"আরে রামঃ—হ্যা—

"ঐ আসবে কুমোরদের কৈবর্ত্তদের মেয়েরা—হলো বা তাঁতী বাড়ীর ও দুটো একটা আসতে পারে, স্কুলে লেখাপড়া শিখে তাঁরা ওঁয়াদের মত বিবি হবেন। ভায়া কথাটা বলি কাকে—শুনেই বা কে—ঐ সব গরীবের ঘরের মেয়ে ওরা লেখাপড়া শিখে কি করবে?—ওদের সে ধান সিদ্ধ করতে আর গোবর ঘাঁটতেই দিন ফুরিয়ে যাবে। তবে ওদের চোখ ফুটিয়ে বিবি বানিয়ে লাভ?—সংসারে দাসী বাঁদী হতেই যারা জন্মিয়েছে।

"হবে আর কি ওদের যারা বিয়ে করবে তাদের কিছুদিন এসেন্সো বাস তৈল বইতে প্রাণান্ত হবে। তারপর একবারেই দশম দশায় সব শেষ—আচ্ছা দাঁড়াও সোমেশ্বর বাবুর কাছে ও কথাটা পাড়তে হবে।

গদাই কহিল—ওরা বলেন কি জানো বলে লেখা পড়া শিখিয়ে ওরা ভাল গৃহিণী, ভাল মা, তৈরি করবে।

গোঁসাই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, ওরে তোর মাথা—কাল ফ্যাসানের লেখাপড়ার স্বভাবই যে তাই—মানুষ তাতে বিকৃত না হয়ে পারে না।

ইতি মধ্যে হারাণ চক্রবর্ত্তী সতরঞ্জীর ছক আনিয়া ফেলাতে সেদিনকার মত কথাটা মূলতুবি রহিয়া গেল।

সেদিন অপরাহ্ণ বেলায়—দামিনী গভীর মনোযোগের সহিত কয়েকটা কিণ্ডার গার্টেন সম্বন্ধীয় পুস্তক লইয়া আলোচনায় লাগিয়া গিয়াছিল। কি প্রথায় শিক্ষা দিলে আমাদের দেশের মধ্যে শুভ হইতে পারিবে—সেইটা ভাবিয়া দেখিতেছিল এমন সময় বাহিরে চটির ফট্‌কট্‌ শব্দ উত্থিত হইল। দামিনী শব্দ শুনিয়া বুঝিল—এ চটির শব্দ কাহার?—

সোমেশ্বর আসিতেছে বুঝিয়া গায়ের কাপড় ঠিক করিয়া বহি গুলিকে একধারে সরাইয়া রাখিল। সোমেশ্বর ঘরে কখনই প্রবেশ করিতেন না, বাহিরে দাঁড়াইয়াই কথা কহিতেন, ঘরের দুয়ারটীতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, এবার আর নিজের কথা টথা কিছু নাই। বলি সেবার এসে কুমারদের বাড়ী যাওয়া হয়েছিল কি? কুমারদের কটি মেয়ে ছেলে দেখা করবো বলে দাঁড়িয়ে আছে বোধ হয় কৃত্তিবাস ওদের খবর দিয়ে থাকবে।

দামিনী কহিল, কুমারদের কে বলুন দেখি? সোমেশ্বর কহিলেন—তাই কি আমি জানি—তবে মনে হচ্ছে তাদের আমি অনেকবার দেখেছি ওই কারখানার পেছনের কুমাররা হবে হয়ত—

দামিনী কহিল, এতদিন এসে পাশের বাড়ীর লোকেদেরও

চিনতে পারেন নি?—আর আপনি ফল পাইনি বলে আক্ষেপ করছিলেন—মানুষের সঙ্গে মিশতেই পারেন্নি যখন।—দ্রুত তাহাদের সাম্ভাষণ করিতে বাহির হইয়া গেল—ভাবিল আনিমার বর্ণিত সেই ভাবিনী হয়ত আসিয়া থাকিবে। তাহারও কাহারও সহিত ভাল চেনা পরিচয় ছিল না। তবু সে তাহাদের, ভিতরে আসিবার জন্যই নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আহ্বান করিল।

প্রৌঢ়া নারী দুইজন একমুখ হাসিয়া কহিল—না—মা আমাদের এ তো ঘর—বাড়ী আপনাদেরই আমাদের ঘরে যেতে হবে।

দামিনী কহিল—ভাবিনী বৌএর সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমি আজই যাচ্ছিলুম।

একজন প্রৌঢ়া কহিল—ওমা ভাবিনী আমারই পুত-বৌ গো,—মেয়ে কিছুতে ছাড়ে না—বলে চেই মা যাও!—কলকাতার তারা এসেছেন বুঝি—দেখা করবো, অনেকদিন খবর পাইনি।

তাহারা আগে আগে চলিল—দামিনী তাহাদের পেছন পেছন কুমারদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। সে বাড়ীতে ছেলে কোলে করিয়া আরও কয়েকটি পাড়ার মেয়েছেলে দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু ভাবিনীর মধ্যে এমন কিছু বিশিষ্টতা ছিল,—যাহাতে দামিনীর তাহাকে চিনিতে আদৌই বিলম্ব হইল না।

ভাবিনী আনন্দ বিজড়িত সুরে কহিল—আমার দিদি ভাল আছেন?

দামিনী কহিল, হাঁ—তোমরা বেশ ভাল আছো?—

ভাবিনী কহিল—হাঁ ঐ আপনাদের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে—তারপর হাসিয়া কহিল, আমার দিদির বিয়ের কথা, কোথাও হ'লো শুনেছেন ?

দামিনী মুস্কিলে পড়িয়া গেল, বিবাহের খবর হইতেছে কি না—সে খবর দামিনী কেমন করিয়া দিবে ? সে ত অনেক দিনই কলিকাতা ছাড়া—তবু মিথ্যা করিয়া কহিল,—হাঁ হচ্চে বৈ কি—দিদি তোমাকেও পত্র দেবে।

ভাবিনী কহিল।—সে বিষয়ে দিদির সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হয়ে আছে। নইলো দিদির উপরে আমি খুব রাগ করবো বলেছি।—

দামিনী কহিল—দিদি তোমার তেমন লোক নন।

ভাবিনী সাধ্বসে কহিল, হাঁ—

কথাবার্ত্তা চলিতেছে ইত্যবসরে ভাবিনীর শাশুড়ী ভাবিনীকে চোখ ইসারা করিয়া ডাকিয়া কহিল—হাঁ বৌমা—এঁয়াকেও একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে দেবে না ? ইনি ত আবার তোমার দিদির সই।

ভাবিনী কহিল, যত্ন করে বলতে হবে বৈ কি না।—ভাবিনী দামিনীর কাছে আসিয়া কহিল—ব'লতে সাহস হয় না আপনায়, ঘরের গায়ের দুধ, আর গাছের মর্ত্তমান কলা পেকেছে, ফুটো যদি......

দামিনী অবাক হইয়া গেল। পরকে আপনার করিয়া করিয়া লইবার এ প্রবৃত্তি কেহই ত তাহাদিগকে সে শিক্ষা দেয়

নাই। অথচ এ প্রয়াস তাহাদের প্রাণে কে সঞ্চার করিয়া দিল? বাহিরের লোকের সহিত এ মাখামাখি টুকু না হইলেও ত তাহাদের চলিত—তবু আপনার করিয়া লইতে চাহিতেছ কি আশায়? মানুষের স্বভাবই বুঝি তাই—বিচিত্রকে আবিষ্কার করা—অদৃষ্ট পূর্ব্বকে ভাল করিয়া দেখা—ঐ আপন করিবার মূলের ইচ্ছার অর্থটাও হয়ত তাহাই—

ভারতবর্ষের জননী তোমরাও ত সেই বিশ্বের সত্যকার নারী। সৎপ্রবৃত্তি গুলা তোমাদের হইতে দূরে যায় নাই। দামিনী ভক্তিতে গলিয়া গেল—তাই মুখে যদিও বলিল—একবার খেয়েছি—তবু অস্বীকার করিতে পারিল না। তাহারও ভিতরে একটা তৃষিত আত্মা রহিয়াছে, যে সমস্ত প্রতিবাসীদের কাছ হইতে ভালবাসা চায়—সহনর্ম্মিতা চায়—

খাওয়া দাওয়ার পর ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া কহিল। আমি এইখানেই রয়ে গেলুম ভাবিনী বৌ—স্থায়ী হয়ে—

ভাবিনী বলিয়া উঠিল, বেশ! বেশ! তাহ'লে ত বড়ই ভাল হয়—আমাদের কি আর সে ভাগ্যি হবে।

পাড়ার আর পাঁচজনে সানন্দে ভাবিনীর সায়েই সায় দিয়া গেল।

দামিনী কহিল আমি এখানে একটা মেয়েস্কুল খুলছি তোমাদের সব ছেলে মেয়েদের পড়তে দেবে ত? মাইনে টাইনে কিছু লাগবে না। দুটো একটা সিধে পত্র দিলেই চলবে।

ভাবিনীর শাশুড়ী কহিল ওমা কেন দেব না? ছোটো মেয়েরা

ত সংসারের কাজ কিছুই করে না, কাঁচা কচি দুটো ছেলে কোলে করেই বেড়ায়—

দামিনী কহিল, তা তারা ছেলে কোলে করেই ইস্কুলে আসবে, আমি বাড়ী এসেও সময় সময় পড়া ব'লে দিয়ে যাবো—পাড়ার ঝিবৌরাও যদি কেউ পড়তে চায় পড়াবো।—

ছুতারদের ছোট বৌ সে সব পেছনে মাথায় ঘোমটা দিয়া দাড়াইয়া ছিল—এ কথায় চঞ্চল হইয়া উঠিল—ভাবিনীর কানে চুপি চুপি কহিল, বলনা দিদি আমার অক্ষর গুলা জানা আছে শুধু পড়া বলে দেবার লোক অভাবে পড়তে পাইনে—

দামিনীর কর্ণে কথাটা গেল—ছুতার বৌএরদিকে চাহিয়া কহিল—তুমি পড়তে চাও? আমি তোমার পড়া ব'লে দেব। আজই তোমার বাড়ী হয়ে ঘুরে আসবো।

ছুতার বৌ আনন্দে গলিয়া গেল—তাহার বড় ইচ্ছা—লেখাপড়া শিখিয়া সুর করিয়া রামায়ণ মহাভারত পড়ে।

দামিনী সারা বৈকালটা কুমার পাড়ায় ঘুরিয়া যাহা দেখিল—তাহাতে তাহার প্রাণে আশারই সঞ্চার হইল। ক্ষুদ্রতা, জড়তা, মূঢ়তা যাহা আছে, তাহা একটু চেষ্টা করিলেই অপসারিত হইতে পারে—মোটের উপর তাহাকে একটু বেশীরকম পরিশ্রম করিতে হইবে যদিও, বেগ বেশী পোহাইতে হইবে না। তবে ভাবনার বিষয় বটে—ব্রাহ্মণ পাড়ার দলকে লইয়া—যাহারা এই গ্রামের মাতব্বর, যেমন হারাণ চক্রবর্ত্তী, নিত্যানন্দ গোস্বামী, এবং গোঁসাই সামন্ত, গদাই পাল; যাহাদের সহায় ইহারা যে নিজেদের পাণ্ডিত্য-

টাকেই বড় করিয়া দেখিতেছে—এবং পাঁচ জন অন্ত্যজ স্তাবক ও তাহাদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান জীব ভূভারতে নাই বলিয়া তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়াছে, মকর্দ্দমার সাক্ষী দিতে হইবে—বিপক্ষ পক্ষকে জাহান্নমে পাঠাইতে হইবে—সে বিষয়ে ইহারা অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান —গ্রামে দলাদলির ঘোঁট পাকাইতে হইবে—সে বিষয়েও কম মজবুত নহেন।

দামিনী উহাদের বিজ্ঞ হাসিটাকেই বড় করিয়া ভাবিল। কিন্তু ভাবিলে উপায় নাই, একটা কিনারা করিয়া লইতে হইবে। সোমেশ্বরের কাছে কথাটা পাড়িল—সোমেশ্বর কহিলেন, ঐ বিজ্ঞদলকে লইয়া আমিও কম ভুগিনি—ওরা বলে এই পাড়াগাঁয়ে ছেলেমেয়েব লেখা পড়া শেখাবার কি দরকার? যারা জীবনে খেটেই খাবে।—তর্কেও ওদের পারবার যো নাই কাল সন্ধ্যেবেলায় এই মেয়েস্কুল নিয়ে তর্ক উঠেছিল, ওরা সবাই এক কণ্ঠে বল্লে—পায়ের দাসী হতে যারা জন্মিয়েছে, তাদের লেখা পড়া শিখিয়ে নিজেদের গলার ফাঁশি করতে পারি না। তারপর বিলাসিতা, সৌখীনতা, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি নানাপ্রকার কূট প্রশ্ন তুলে—আমার বক্তব্যটাকে যে কোথায় তলিয়ে দিলে তার খেই করতেই পারলুম না। তর্কেও ওদের কম শক্তি নাই। ওরা বলে অন্ধকারেও যখন কাজ চ'লে যাচ্চে—তখন আলোর কি প্রয়োজন?—অনর্থক খানিকটা বাতির অতিরিক্ত খরচা বৈ ত আর কিছু না—সেই জন্য আমিও চুপ করে গেছি—আবার কোন দিন বলে বসে, এই নারী বিদ্যালয়—এটাও আমাদের টাকা

উপায়ের নূতন ফন্দি। 'তারপর—কলকাতাই বুদ্ধির তারিফ করতে থাকবে—

দামিনী স্তম্ভিত হইয়া গেল, ভাবিল—কি মূঢ়তার মাঝখানেই তাহাকে আসন পাতিতে হইয়াছে।—লেখা পড়ায় আর কিছু না হউক আপনাকে বুঝিবার বোধটাও যে জাগ্রত করে—এ খবরটা তাহাদের কে দিবে ?

দামিনী ভগবানের নাম লইয়া দরিয়াতেই ঝাঁপাইয়া পড়িল। এ ভিন্ন তাহার আর অন্য উপায় ছিল না।——

(২১)

এই দরিয়ার মধ্যে ভাসিতে ভাসিতে দামিনী কিন্তু আপনাকে চিনিয়া লইল। যেন এ আলোক, এ শক্তি, এতদিন তাহার প্রাণে সুপ্ত হইয়া ছিল। নিরাশার আঁধারে তাহা বিদ্যুতের স্ফুরণের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে, দামিনী কল্পনানেত্রে দেখিল—অন্ধকারের পর-পারে ঐ জ্যোতির্ম্ময় জগত কি সুন্দর! দামিনী আপনাকে পাইয়া গেল। হাঁ এইখানেই সে আসল দামিনী বটে। সে দেশেরই মেয়ে! তাহার স্বপ্ন সত্য হইয়াছে!

সাধনার মধ্যে নামিয়া দুঃখ দুর্গতির মধ্যে পড়িয়া যে এতটা আনন্দ অনুভব হইতে পারে—দামিনীর তাহা কখনও মনে হয় নাই। চলিতে চলিতে যতই ক্লান্ত হইয়া পড়ে—ততই যেন কে উৎসাহ দিয়া যায়। কে সেই অদৃশ্য নিয়ন্তা, তাহা জানে না—

কিন্তু রস পায়—আনন্দ পায়। তাহার অন্তরাত্মা বলে—সে ত আর মরু পথের যাত্রী নয়। সাগর সঙ্গমের যাত্রী, শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া চলিয়াছে। তাহার ভিতর হইতে একটা স্তব আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

হে দেবতা—হে সুন্দর! তুমি সহায় নহিলে বুকে এত বল কোথা হইতে আইসে? নমস্কার তোমায় কোটি কোটী নমস্কার। আর আমার পূজাও শুষ্ক নয়—সাধনাও নিস্ফল নয়। তুমি আমায় ঘর দেখিয়েছ, বাহিরও দেখিয়েছ, বিচরণের ক্ষেত্রও চিনিয়েছ, তোমার দয়ার সীমা নাই, তোমার প্রেমের পত্নী হওয়া এতদিনে আমার সার্থক!

দামিনীর যেন প্রার্থনা, স্তব, ফুরাইতে চাহে না। সে ভোগের প্রলোভন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। তাহার কি আর তৃপ্তির সীমা আছে? কি এক সোনার দৃষ্টিতে তাহার সব আপনার হইয়া গেল। এ ভালবাসাময় হৃদয় এতদিন তাহার কোথায় ছিল? কুমার পাড়ার লোকে ইহার মধ্যেই তাহাকে মানিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে কাহাকে অনুযোগও করে নাই যে আমায় মান্য করো—কিন্তু কুমাররা তাহাকে দেখিলেই কেমন মস্তক অবনত করে। অনেকে তাহার কাছে বিষয় আশয় সম্বন্ধের পরামর্শ লইতেও আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণদের অবজ্ঞাত কৈবর্ত্ত পাড়ার লোকগুলিও তাহাকে পরম ভক্তির চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে।

নবদ্বীপ জানা আর তাহার ভাই বৃন্দাবন জানা দুই ভাই

একটা বাড়ীর অংশ ও খানিকটা পড়া ভিঁটে লইয়া বিবাদ করিয়াছিল। সালিসি করিতে পাড়ার লোকেরাই দামিনীকে ডাক দিয়াছিল তাই মেয়েদের পড়াইয়া বৈকালের দিকে জানাদের বাড়ী গিয়াছিল। সেখান হইতে তাহার জ্ঞান মত মীমাংসা করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতে একটু সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। পথে আসিতে আজ তাহার পিতার কথাটা কেবল মনে পড়িতেছিল। তাহার পিতারই মত ঠিক দেখিতে এক বৃদ্ধকে জানা-পাড়ায় দেখিয়াছিল। সেই রকম বৃদ্ধ। তাই পিতার কথাটাই তাহার সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া বসিয়াছিল। হায় পিতা তাহার—এখন কোথায় রহিয়াছেন পিতাকে পত্র দিতেও সে পারে নাই। দামিনী ঠিক করিল এইবার তাহার পিতাকে পত্র দিবার সময় হইয়াছে পিতা আসিয়া দেখিয়া যাউন। দামিনী তাহার পিতার যেমন তেমন কন্যাটি হইয়া জন্মায় নাই। তাহার পিতা যেমন চহিয়াছিলেন, সে তাহাই হইয়াছে। সে দেশেরই মেয়ে।—

এ অঞ্চলে একলা পথে তাহার কখনও ভয় নাই, এতক্ষণে লঘু মেঘে চাঁদ ঢাকিয়া ছিল। ভাঙ্গা দুর্গ টার ধারে আসিতেই মেঘ সরিয়া গিয়া উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে আকাশ ছাইয়া দিল। দুর্গের গম্বুজটা চন্দ্রালোকে যেন জীবন্ত হইয়া উঠিল। যেন এইবার তাহার কান্না সুরু করিবার সময় হইয়া আসিল। সে অন্ধকার রাত্রিতে ক্ষুদ্ধ গম্ভীর হইয়া কালো ডানা মেলিয়া প্রকাণ্ড এক নিশাচরের মত প্রতিহিংসার—চক্ষু পাকাইতে থাকে। জ্যোৎস্না রাত্রিতে প্রান্তরের উপর উপুড় হইয়া বিধবা নারীর মত, গুমরিয়া

কাঁদিতে আরম্ভ করে। কি তার কান্না।—দেশের লোক সবাই সে কান্না শুনিয়াছে সেইজন্য দামিনীর—সেখানে নূতনত্ব কিছু ছিল না। কিন্তু আজ যেন দুর্গটার একটু—বেশী রকম ভাবান্তর লক্ষ্য করিল। যেন তাহার শোক আজ সহ্যর শেষ সীমায় দাঁড়াইয়াছে। শুকনা পাতার মড়্ মড়্ শব্দ করিয়া একটা শৃগাল পলাইয়া গেল। হঠাৎ আচমকা দামিনীর বুকটাও কেমন কাঁপিয়া উঠিল, দ্রুত দুর্গ পাদমূলটা পার হইয়া যাইবে।—সহসা কাহার আকর্ষণে তাহাকে থমকিয়া দাড়াইতে হইল। প্রথমটা মনে করিয়াছিল কাঁটাগাছে কাপড় লাগিয়াছে—চাহিয়া দেখিল—একি এযে মনুষ্য!

দামিনী ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিবে মনে করিয়াছিল। ধূর্জ্জটি তাহাকে, "আমি ধূর্জ্জটি বলিয়া" ইঙ্গিতে ভয়ের কারণ নাই জানাইয়া ঘাটের শান বাঁধানো রানাটার উপর কেমন ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল।

দামিনীও ভয়ের বেপথু হইতে আপনাকে সামলাইয়া লইতে—আধভাঙ্গা পাচীলটার গায়ে হেলান দিয়া দাড়াইয়া গেল, দূরে একটা লম্বা শীর্ণ বাবলা গাছ দাঁড়াইয়াছিল, তাহার ছায়াটা অনাহূত দর্শকের মত দুইজনকার মধ্যে চুপ করিয়া বসিল।

দামিনীকেই আগে কথা কহিতে হইল। কারণ ধূর্জ্জটি আজ অতিথি, সেও না একদিন এই পুরবন্দরেই তাহার দ্বারে অতিথি হইয়াছিল? তাহার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেই তাহাকে কথা কহিতে হইল। দ্বিতীয় লোক ছিল না—নহিলে তাহার দ্বারাই কথা কয়া চলিত।

কহিল, কখন আসা হ'য়েছে আপনার? কুঠির দিকে গিয়ে ছিলেন? নিতান্ত ক্ষীণ কণ্ঠেই কথা কটা উচ্চারিত হইল।

ধূর্জ্জটি কহিল, কুঠির দিক হ'তে বধা পেয়েই তবেই এখানে আসতে হয়েছে। কৃত্তিবাসের মুখে সব খবরই পাওয়া গেল, সে বল্লে তুমি নাকি জানা পাড়ার দিকে গেছো? অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন কোন খোঁজ পেলুম না তখন বেরিয়েই প'ড়লুম। নিতান্তই জরুরী কাজে আসতে হ'য়েছিল কি না?

দামিনীর মনে হঠাৎ একটা অমঙ্গল আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। কহিল—আমার বাপ বেশ ভাল আছেন ত?

ধূর্জ্জটি কহিল, কেন ভবনাথ বাবুর খবর পাওনি?

দামিনী কহিল, অনেক দিনই পাইনি।

ধূর্জ্জটি কহিল—আমি শুনেছি তিনি কাশী চ'লে গেছেন তোমার—দিদিই ব'লছিলেন।

দামিনী কহিল—দিদির সঙ্গেও আপনার দেখা হ'য়েছিল কি?

ধূর্জ্জটি কহিল—কি মনে হয়? বলিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল। নিজের মনের মত করেই জগতের আর পাঁচজনকে ভেবো না দামিনী! হৃদয় আছে বৈকি।......

দামিনী সে কথায় কাণ না দিয়া কহিল, দিদি বেশ ভাল আছেন?......হরিশবাবু?......

ধূর্জ্জটি কহিল সবাই ভাল আছেন! কিন্তু কতদিন আর তোমার এ লুকোচুরি চলবে? স্বরে তাহার যেন প্রচ্ছন্ন অভিমান ও ব্যঙ্গের আভাষ ছিল।

দামিনী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। অন্য সময় হইলে খুব একটা কড়া কথাই শোনাইতে পারিত, কিন্তু এইমাত্র দিদির ও পিতার খবর শোনাইল—কড়া কথা শোনাইবার সে মুখও ধুর্জ্জটি আগেই বন্ধ করিয়া দিয়াছে। নহিলে এতবড় বিশ্বাস-ঘাতকের সহিত কে কথা কহে? কিন্তু যতই হউক মুখের ভদ্রতা হইতে দামিনীই বা ছোট হইয়া রহিবে কেন? চুপ করিয়াই রহিল।

ধুর্জ্জটি তাহার হাত ব্যাগটা হইতে একটা ছোট ভেল্‌ভেটের—বাক্স বাহির করিতে করিতে কহিল।—মুখ ফিরুলে আর—চ'লচে নাগো—অনেক দিনের পর—অনেক কষ্টের পর, অনেক খোঁজা খুঁজির পর—তোমার সাক্ষাৎ পেয়েছি। আজ—আমার যা তা দিয়ে যাবো। বলিয়া নীল কাগজ জড়ানো একটা মোড়ক বাহির করিল। দামিনী—চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

ধুর্জ্জটি কহিল—জগতে বস্তু জিনিষটা যে এতটা সত্য, তা আগে কে জানতো?......যে আমায় উপেক্ষা ক'রে চ'লে এলো আমিও ত উপেক্ষা করলেই পারতুম। কিন্তু এই হারটা সেই ভুলতে দিলে না। নীল মোড়ক খুলিতে খুলিতে কহিল, আমি যে তোমার বিবাহ দিনে এটা উপহার দেব ব'লে গড়িয়েছিলুম! বর্দ্ধমানেও ছুটে যাওয়ার কারণই তাই—সেখানে তোমার—দিদি বল্লে—সে বিবাহ করে নি—চ'লে গেছে। নীল কাগজের মোড়ক হইতে হারটা যেন শত চক্ষু মহানাগের মত উজ্জল চন্দ্রালোকে জ্বলিয়া উঠিল। দামিনীর চক্ষেও সে আভাটা প্রতিধ্বনিত হইল।

ধুর্জ্জটি বলিতে লাগিল। আমার ইহকাল—পরকাল—সর্ব্বস্ব দিয়ে এই হার গড়িয়ে'ছিলুম। এর প্রত্যেকটি অণুতে আমার কত গীতি, কত স্মৃতি, কত ছন্দ, কত হাহাকার যে পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে, তা আমিই জানি। মুখ ফিরিয়েছ, কিন্তু—হার ফিরুলে ত চ'লবে না দামিনী, তোমায় গ্রহণ করতেই হবে। এ না দিয়ে যেতে পারলে যে আমার নিজের পরে নিজের সান্ত্বনা নাই। তোমার বিমুখ চিত্ত ফিরাবার জন্যই যে সাধনা কচ্চি তাও নয়—ভুলটা ভাঙ্গাতে হবে, জানাতে হবে—আমি মাত্র ভাল বেসেছিলুম কেমন ভালবেসেছিলুম তারই একটুখানি ইঙ্গিত···আগে ভেবেছিলুম—বুঝি পাঁচজনেই তোমার মতিটা বিগড়ে—দিয়েছে, তারপরে আসল খবর পেয়েছি। সেইজন্যই এ প্রয়াস—বলিয়া ভেলভেটের বাক্স সমেত হারটা দামিনীর দিকে মেলিয়া ধরিল, দামিনী ভয়ে চমকিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল যেন ধুর্জ্জটির পাঁজর হইতে একটা ঘৃণ্য সরীসৃপ হীরা-চুণির ছদ্মবেশে, তাহার বক্ষে উঠিবার জন্যই তাহার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল।—কি তার দীপ্তি! কি তার গঠন! দামিনী পিছাইয়া গেল—তবু ধুর্জ্জটির এই যাদুর বিরুদ্ধে একটি কথাও কহিতে পারিল না—সে নিজেও যে সাপুড়িয়ার মায়ামন্ত্রে—মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

ধুর্জ্জটি কহিল, ভয় হচ্চে তোমার—ভয় পেওনা, আমি তোমায় হার দিয়েই ভোলাতে আসিনি। এই হার গড়াবার জন্যই যে কি প্রয়াস পেতে হয়েছিল তাই শুধু শোনাবো। চঞ্চল হ'য়ে উঠো না। নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করবার মত সে সামর্থ্যটুকু

আমার নিশ্চয়ই আছে, নারী ত আমার ভোগের দাসী নয়। নারী শক্তি, শবের উপর শিবা...ভীমা ভয়ঙ্করী...

দামিনী এ সমস্ত প্রলাপ শুনিতে না চাহিলেও তাহার সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয় উৎসুক হইয়া উঠিল।—কেন তার কারণ কে জানে? হীরা চুনির সাপটা তখন ও সামনে লুটাইতেছিল।

ধূর্জ্জটি বাঘের মত চক্ষু পাকাইয়া কহিল, আগে যা ছিলুম তা শোনাতে চাইনে—কারণ তার সহিত পরিচিত ছিলে, যে দিন হ'তে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হ'লো—সেই দিন হতে আরম্ভ হ'লো আমার পতনের·····সংসার কি আর মানুষের ভিতরকার খবরটা জানাতে চেষ্টা করে? তাহলে সংসারে স্বর্গ আসতো—কেবল ভাবতে লাগলুম—লক্ষ্মীকে যে ঘরে আনবো বলেছি কিন্তু আমার ঘরই বা কোথায়? আশ্রয়ই বা কোথায়? নিজের ভাঙ্গা ঘরে কোন এক রকমে পড়ে থাকা চলে, কিন্তু লক্ষ্মীর ত জায়গা চাই। ছিল খানিকটে পড়ো জায়গা কলকাতায়—দিলুম সেইখানে বাড়ী ফেঁদে······একটা কুঠার ম্যানেজারী—টাকার ভাবনা ভাবতে হলো না। তখন আমার মনটা এই বলে সান্ত্বনা পাচ্ছিল......পৃথিবীর কলঙ্ক অপমান লজ্জা ভয় যা কিছু কুটীর লক্ষ্মীর অম্লান হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে উঠবে। মনে মনে কতই আকাশ কুসুম তুলেছিলুম। তারপর হায়রে—যার যজ্ঞে চুরি করলুন—জগতে সেই সব চেয়ে বেশী ধিক্কার দিলে—একবার ফিরে চেয়েও দেখলে না যে একটা জীবন মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে! একবারে ধুধু......মরু।

কথাগুলা যেন জল প্রপাতের গর্জ্জন মুখর ঘন কল্লোলতানের মত, একটা বিলাপের বেদনায় উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়া একটা মায়া মরীচিকা সৃষ্টি করিয়া তুলিল। তারপর জোৎস্না সমুজ্জ্বল নদীর স্থির জলের উপর দিয়া গড়াইতে গড়াইতে ভাসিয়া চলিয়া গেল। ও-পার হইতে একটা প্রতিধ্বনিও ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল ধু ধু মরু রাত্রির নিঃশব্দ আকাশটা ঐ এক শব্দে ফাটিয়া যাইবে মনে হইল।

দামিনী সবলে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া কহিল—তাহ'লে এইখানে দাঁড়িয়েই কেবল প্রলাপ বকবেন? কুঠীর ওধার দিয়ে যাবেন না? অনেক কষ্টে কথা ক'টা তাহার ঠোঁটের আগে আসিয়াছিল।

ধূর্জ্জটি কহিল—না আমার যা বলবার—তা যখন বলা হ'য়ে গেল তখন ওধার দিয়ে যাবারও ত কোন প্রয়োজন দেখি না। আমার দেবার যা তা-ও দেওয়া হয়ে গেছে, বলিয়া ধূর্জ্জটি তাহার ব্যাগটা হাতে করিয়া ঘাটের নীচের দিকেই নামিতে লাগিল।

দামিনী কহিল—আপনার গহনার বাক্স ফেলিয়ে যাচ্চেন।

ধূর্জ্জটি একটা ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, ফেলিয়ে রাখবার জন্যই ত ফেলিয়ে এলুম। এখন তোমার যা অভিরুচি। দেবীর ত ষোড়শোপচারে পূজা দিলুম, এখন দেবী গ্রহণ করুণ আর নাই করুন আমি কিন্তু নৌকা খুলে দিলুম দামিনী—বলিয়া ঘাটের ছোট খেয়া নৌকাখানিতে উঠিয়া, ছাড়িয়া দিল। নৌকা যখন মাঝ গাঙে গিয়াছে তখন আর একবার কহিল এই আঘাটায় পার হয়ে যাচ্চি কেন জানো? তোমায় দেখতে পাব বলে—ঐ

প্রান্তর হতেও দেখতে পাবো—তোমার ঘরের বাতিটি জ্বলচে তার ক্ষীণ—রশ্মি নদী পার হয়ে চলে আসচে—আমি পথ পাবো—

যতক্ষণ নজর চলিতেছিল ততক্ষণ দামিনী চাহিয়া রহিল তারপর ধূর্জ্জটি যখন অদৃশ্য হইয়া গেল; তখন হারের বাক্সটার দিকে আবার নজর পড়িল। খানিক্ সেটাকে নাড়া চাড়া করিয়া দেখিল, হাতে তুলিয়া লইতে তাহার আদৌ ইচ্ছা হইতে ছিল না। একটা দীর্ঘশ্বাস অজ্ঞাতে তাহার ভিতর হইতে উচ্ছসিত হইয়া আসিতেছিল। কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। ধূর্জ্জটি কি সত্যই ভালবাসার নিদর্শন রূপে এটাকে গড়াইয়াছিল? হাজার চিন্তাই তাহাকে পাইয়া বসিল। একবার ভাবিল এ পড়িয়াই থাকুক! আবার ভাবিল দুঃখীদের বিলাইয়া দিলেও চলিতে পারিবে, কিন্তু যাহার টাকায় এ হার নির্ম্মিত, তাহাকে ফেরৎ দিলেও চলিতে পারিবে। তাই দেওয়াই নীতি সঙ্গত, ভাবিতেছে—চারা বটগাছটার নিম্নে শুক্‌না পাতা মর্ মর্ করিয়া উঠিল। দামিনী অন্য কোন লোকের আগমন সম্ভাবনা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি হারটাকে বাক্স সমেত লইয়া উঠিয়া পড়িল।

চন্দ্রালোক তখনও তেমনি হাসিতেছিল। নদী তেমনি নিঃশব্দে বহিতেছিল, দূরে এক ঝাঁক গাং চিল করুণ চীৎকার করিতে করিতে জ্যোৎস্নালোককে কাঁপাইয়া দিয়া ঠিক মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। দামিনী দ্রুত তাহার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সমস্ত জড়াইয়া ব্যাপারটা তাহার মনে হইল যেন এক অদ্ভুত স্বপ্ন। স্বপ্ন মনে করাও তাহার মধ্যে কিছুই অসম্ভব হইত না,

যদি হারের বাক্সটা না থাকিত। ঐটাই যে তাহাকে নিষ্কৃতি দিতেছে না। সত্যই সেটা জীবন্ত হইয়া সর্পের মত গর্জ্জন করিয়া বলিতেছে, তুমি দায়ী! একটা জীবন মরু করার জন্য তুমিই দায়ী।

হঠাৎ কখন কত রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া জানালা খুলিয়া দিয়াছিল তাহা জানে নাই. চাহিয়া দেখিল মাথার উপরে দশমীর চাঁদ আকাশের শেষ প্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছে; অতি উপরের আকাশের নক্ষত্রগুলিও ক্রমেই স্ফুটতর হইয়া দেখা দিতেছে—নদী পারের দূর প্রান্তর ঝাপসা আঁধারে ভরিয়া গিয়াছে, অতি দূরে একটা আলো একবার ডুবিতেছে, একবার ফুটিতেছে।

দামিনীর মনে হইল যেন ধুর্জ্জটিই চলিয়াছে, কোথায় হয় ত একটা আলো জোগাড় করিয়া লইয়া, একক এই জনহীন প্রান্তর—পার হইয়া যাইতেছে।

দামিনীর করুণাময়ী নারী প্রকৃতিতে করুণা জাগিয়া উঠিল। ভাবিল থাকিতে না বলিয়া কি অন্যায়ই করিয়াছি। যেই হোক তিনি মানুষ ত? এমন অবস্থায় রাত্রিকালে ছাড়িয়া দেওয়া ভাল হয় নাই। এখনও ডাকিলে শুনিতে পান না কি? ধুর্জ্জটি বাবু—ও ধুর্জ্জটি বাবু ফিরে—আসুন!

হায়রে অধম নারী, নিজের শুচিতার পরেই তোর লক্ষ্য—মানুষের হৃদয়ের দিকে ত লক্ষ্য নাই।

দামিনী আপনার আপনাকেই দোষী সাব্যস্ত করিল। ভাবিল ডাকিয়া সমস্ত কথা পরিষ্কার করিয়া শুনিয়া লইলে কি এমন

পাতক গ্রস্থ হইতাম ? আবার মনে পড়িল সেই কথাটা—"একটা জীবন মরুভূমি হ'য়ে যেতে ব'সেছে" কথাটা এখনও যেন নদীর উপর প্রতিধ্বনি তুলিতে তুলিতে ভাসিয়া চলিয়াছে।

দামিনীর হৃদয়ের মধ্য হইতে আর একটা হৃদয় বাহির হইয়া যেন বাহিরের এই দুর্গপাদমূলে আসিয়া দাঁড়াইল—তারপর নদী পার হইয়া ঐ প্রান্তরের উপর দিয়া ঐ আলেয়ার পিছন পিছন চলিল। যুগ যুগান্তর ধরিয়াই যেন চলিতে লাগিল—পথের আর শেষ নাই। আলেয়াটাও চলিয়াছে—সেও চলিয়াছে।

দামিনী কতবার হাত উচাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—ওগো জায়গা আছে, এক রাত্রির মত আশ্রয় আছে, ফিরে দাঁড়াও! সে যে শুনিতে পাইল না, তাই তাহারও চলা ফুরাইতেছে না। সহসা এক পেচকের কর্কশ কণ্ঠের ধ্বনিতে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল—ভোরের আলোয় আলেয়াটা মিশিয়া গিয়াছে, আর সে প্রান্তরে একলা,—চারিদিক হইতে একটা ক্রন্দন তাহাকে পিষিয়া মারিবার উপক্রম করিল। দামিনী দুকুল হারা... এদিকে মনিহারটাও কোথায় ছিল সরীসৃপের বক্র গতিতে, তাহার পা বাহিয়া তাহার বক্ষের উপর দিয়া উঠিয়া গলাটা জড়াইয়া ধরিল। কি শীতল তার স্পর্শ!—দংশন করিল না কিন্তু নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল—সে নিশ্বাসে যেন দম বন্ধ হইয়া যায়। ঘামে সে নাহিয়া উঠিয়াছিল। কলের চাকার ঘর্ঘর শব্দে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল সত্যই ভোর হইয়া গিয়াছে। নদীতীর হইতে কয়টা পেচক চীৎকার করিতে করিতে দুর্গের দিকে উড়িয়া গেল।

দামিনী জানালার গরাদেটা ধরিয়া ভাবিতে লাগিল।—হয়ত সে সারা রাত্রি এমনি দাঁড়াইয়া জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিয়াছে।

(২১)

সকাল বেলায় পৃথিবীর রংটার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল। ধরাতলে বসন্ত এমন কতবার আসিয়াছে, আবার গিয়াছে, কিন্তু যেন আজকের দিনটির মত এমন ভাবে নহে। আকাশে বাতাসে কি সঙ্গীত, কি গন্ধ, উপচাইয়া পড়িতেছে, একটা অপূর্ব্ব প্রাচুর্য্যতার ভরিয়া......? এবারে বসন্তের যেন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ঠ্য আছে।

উঠানের মাঝখানটায় একটা চাবা পেয়ারা গাছ ছিল। তাহার ডালে গোটাকতক ফুল ফুটিয়াছে, তাই ভ্রমরটার আর গুন্ গুনানির বিরাম নাই। কোন ভোর বেলা হইতেই সে আসিয়াছে, আজকের সকালের এই দৃশ্যটাই সর্ব্বাগ্রে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এ সব দেখিতেও সে কোনকালে অভ্যস্ত ছিল না, অথচ প্রকৃতির একি মায়া বৈচিত্র! মানুষের দুর্ব্বলতার সুযোগে তিনিও তাঁহার মায়া-মন্ত্র টুকু ছড়াইয়া দিতে ইতস্তত করেন না?

ফাগুনের ফাগোৎসব বলিয়া স্কুলের ছাত্রীদের ছুটি দেওয়া ছিল। আজ তাহারা আবীর কুঙ্কুম লইয়া খেলিবে। দামিনী তাহার পরনের কাপড়গুলি কাচিয়া লইবে বলিয়া সাবান, বাল্‌তি, আর জল লইয়া বসিল। যদিও রাত্রে সুনিদ্রার অভাবে একটু

ক্লান্তি আসিতেছিল। তবু দামিনী সেটাকে আমলই দিল না। ক্লান্তিকে সে জয় করিতে শিখিয়াছিল।

চটি জুতা ফট্ ফট্ করিতে করিতে সোমেশ্বর তাঁহার প্রত্যাহিক প্রাতঃভ্রমণ শেষ করিয়া কুঠী বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এটা তাঁর নৈমিত্তিক কাজ। দামিনীর দিকে চাহিয়া কহিলেন—একি—ছুটির দিনে পণ্ডিত মহাশয়রা একি কাজ? কেন ঐ ঝিটাকে ব'ললেও ত চলতো।

সোমেশ্বরের জুতার শব্দ পাইয়া দামিনী ভাবিতেছিল ঐ হারটা লইয়া সে কি করে? সোমেশ্বরকে দেওয়াই নীতি সঙ্গত বলিয়া ধারণা করিলেও কেন যে কথাটা পাড়া তাহার দ্বারা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল—দামিনী তাহার কোন কারণই অনুসন্ধান করিতে পারিল না। সে এমন কি জিনিষ—যাহার পরে দামিনীর দাবী থাকিতে পারে? ভাবিয়া দেখিলে ত সোমেশ্বরের টাকাতেই সেটা নির্ম্মিত স্পষ্ট বলা যায়। অথচ তাহার হারটার পরে একি মমতা? কথাটা প্রকাশ করিয়া বলিয়া দামিনীর বরং একটু গৌরবের অধিকারিণী হওয়াই কর্ত্তব্য—কিন্তু কি দুর্ব্বলতায় মনটা সঙ্কুচিত হইয়া পিছাইয়া আসিল—সে মনই জানে!—দামিনী যে ঝির দ্বারা কাপড় না কাচাইয়া নিজের হাতেই কাচিয়া থাকে তাহাই বলিয়া গেল। সে সম্বন্ধে সোমেশ্বর বাবুও কবে আর একবার নিষেধ করিয়াছিলেন তাহাও শুদ্ধ তুলিল—শুধু আসল কথাটাই মুখে আনিতে পারিল না।

সোমেশ্বর শিশু সুলভ হাস্য করিয়া কহিলেন, হাঁ—হাঁ—ভুলে

গিয়েছিলুম বটে, তা এই ফাগুয়াটার পরে কাচলেই ত ভাল কর-তেন। আবীর নিয়ে এখানে পাড়ার ছেলে বুড়ো শুদ্ধ এত মাতামাতি করে—যে কার সাধ্য বাড়ীর বার হয়? আমি ত ঠিক করেছি আজ আর বেরুচ্চিনে।......

"বেরুতে হবে বৈকি ঐ খানেই যে আপনার দুর্ব্বলতা, সাধারণের সঙ্গে যোগ রাখতে গেলে, সাধারণের উৎসবেও মিশতে হবে,—তা সে উৎসব যাই হোক—শুধু অনুগ্রহ করে তাদের উপকার করতে গেলেই তারা ত সে ভিক্ষা নেবে না। তাতে তাদের মনুষ্যত্বে যে আঘাত বাজে।

সোমেশ্বর কহিলেন, তা হ'তে পারে হয়ত তাদের হতে দূরে দূরে চলেছি বলে আমরা কাজে সাফল্য পেতে পারিনি, কিন্তু সকল উৎসবেরই গোড়ায় ত একটা বিজ্ঞান সম্মত তত্ত্ব অনুসন্ধান করতে হবে। এই যে হোলি উৎসব এটা একটা নিছক রস বিকার ঘটিত।......

দামিনী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না—না—তা কেন হবে জীবনে যে বসন্তের হাওয়া এসেছিল তারই উন্মাদনায় ঠাকুর এই খেলায় মেতেছিলেন। "মধু—মধু যামিনী, কুসুমিত উপবন" "প্রমোদিনী রাই" প্রাণ দিয়ে প্রাণের বিচিত্র আনন্দ সম্ভোগ—নরনারী আর সামলাতে পারেনি, হৃদয়ের রক্ত রাঙা উল্লাস নিয়ে অনন্ত সুন্দরের পানে ছুটে গিয়েছিল।

"আপনিও ছেলেদের সঙ্গে খেলায় মাতবেন দেখছি।"

"আপনাকেও বাদ দেবো মনে করেছেন?"

উৎসাহটা আজ যেন দামিনীকে বেশী মাত্রায় চাপিয়া ধরিল। যেন তাহাকে বড় একটা কিছু গোপন করিয়া যাইতে হইতেছে, তাই মুখের কথায় অন্তরের দুর্ব্বলতাকে ঢাকিয়া রাখার এত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এটা বুঝি নারীর স্বভাব। কোন একটা বিষয়কে ঢাকিয়া না চলিলে যেন তার মাধুর্য্যই প্রকাশ হয় না। সোমেশ্বরও সে উৎসাহে একটু রসায়ণ প্রয়োগ করিলেন কহিলেন।—

আপনার স্কুলের কথা নিয়ে চারিদিকে খুব একটা সোরগোল পড়ে গেছে। মেয়েরা যা শিখ্‌চে, শেখার চাইতে তারা কাজ করবে ঢের বেশী।

দামিনী কহিল, কি রকম শুনি?

সোমেশ্বর কহিলেন, মৌলুভি দেদার বক্স ব'লছিল—তাদের পাড়ায় বোসেদের একটি মেয়ে এই স্কুলে আসতো—তার মা এক ভিখারীকে ভিক্ষা দেয় নি, মেয়ে স্পষ্ট মাকে বুঝিয়ে বল্লে মা! সে ও যে আমাদের মত মানুষ মা! ওর মধ্যে যে ঈশ্বর—আমারও মধ্যে সেই ঈশ্বর। ওকে ত বঞ্চিত করবার কোনো অধিকার আমাদের নাই। ওযে আজ ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে, সে আমরাই যে কেউ হোক তাকে ফাঁকি দিয়েছি, নয় ও শিক্ষা পায়নি, ওকে ত ফিরুলে চলবে না। সেই কথাটা নিয়ে পাড়ার মেয়ে মহলে ভয়ানক আন্দোলন চলেছে। আপনার এই বিশেষ প্রকার শিক্ষাদানের আদর্শটিও দেশের বুকে একটা ছাপ রেখে যাবে।

দামিনী হাসিয়া কহিল, আপনি ত কেবল আমারেই বাড়িয়ে চল্লেন। নিজে যে ক্ষতির উপরে ক্ষতি বাড়িয়ে লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করে বেড়ালেন, সে কথাটা ত আমার ভুললে চলবে না।

সোমেশ্বর কহিলেন, অবশ্য! আপনি যথেষ্ট ভুল করলেও আমার মোটেই দুঃখ হ'ত না—তার কি বল্‌ছেন। ভাগ্যিস্ আপনি এখানে এসে ছিলেন সেই ত আকের আবাদ ফেঁদে আমার সাবেক ক্ষতি শুদ্ধ পুষিয়ে উঠ্‌ছে, আমিত এখান হতে চলে যাবারই সংকল্প করেছিলুম। আপনিই বল্লেন না সোমেশ্বর বাবু কলকাতায় টিকতে পারবেন না—এইখানেই একটু শক্ত হ'য়ে চলুন। কলকাতা চলে গেলে আমার দুকুলই যেতো।

এমন সময় খাবখানার ঘড়িতে আটটা বাজিয়া গেল। সোমেশ্বর তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—এরি মধ্যে আটটা বেজে গেলো? দেখুন আমার কেমন ভুল—আসল কথাটাই ব'ল্‌তে ভুলে যাচ্ছিলুম। আমার এ ভুল দেখছি জীবনে শোধরাবে না বলিয়া, শিশুসুলভ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

দামিনী কহিল, খুব জরুরি কথাই ছিল কি? তার বুকের ভিতরটা কেমন গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে তাহারও কাপড় কাচা শেষ হইয়া গিয়াছিল সেও সোমেশ্বর হইতে কিছুদূরে একটা মোড়ায় বসিয়া পড়িল।

সোমেশ্বর কহিলেন, শুনলুম নাকি ধূর্জ্জটি এসেছিল—কাল রাত্রিতে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে—সে কি চলে গেছে?

এতক্ষণ যে সম্ভাবনাটাকে ভয় করিয়া কথা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া আসিতেছিল, দেখিল সেইটাই আর ছাপা থাকে না। কে নিশ্চয় গোপনে তাহাদের দেখিয়াছে—দেখিয়া সব বলিয়া দিয়াছে; সেই হারটার কথাও যদি বলিয়া থাকে তবে সে কি লজ্জা—হাজার বলিলেও ত তাহার শুচিতার দিকে একটা কটাক্ষ করিবেই। তাহার কি আক্ষেপই হইতে লাগিল কাল নির্লজ্জার মত কেন দাঁড়াইয়া তার সহিত কথা কহিয়াছিল। দেখা হওয়া মাত্রেই কেন চলিয়া আসিল না? হারটাকেই বা সকালে সোমেশ্বরের কাছে কেন দিয়া আসিল না?

একটা হাঁ বলিতে দামিনীর সমস্ত বুকের রক্ত যেন মাথায় উঠিবার উপক্রম করিল।

দামিনী মুখ ফিরাইয়া কহিল হাঁ......এইবার আর বিলম্ব নাই—সোমেশ্বর বুঝি তাহাকে লজ্জা দিলেন, হে লজ্জা নিবারণ তুমিই রক্ষা করো! যদি গহনা নেওয়া দেওয়ার কথাটাই আগে উঠে—তখন উপায়? তাহার সহিত এককালে বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাই সে উপহার লইয়া আসিয়াছিল—এ কথাটাও ত আর বলা চলে না। তাহার চিত্তটা যেন তারে নাচিয়া উঠিল।

সোমেশ্বর কহিলেন, দেখুন......

সোমেশ্বরের দিকে চাহিয়া দামিনীর সমস্ত শক্তি, সমস্ত তেজ, একেবারে বাহিরে বাহির হইয়া ধূলায় লুটাইবে মনে হইল।

সোমেশ্বর কহিলেন, সে বোধ হয় আপনার আত্মীয় স্বজনের

মধ্যে হবে। তা যাইহোক দেখুন!—আমি ইচ্ছা করি ধুর্জ্জটির সঙ্গে আপনার না পরিচয়টা রাখাই ভাল।

তবু ভাল অনেকটা নিষ্কৃতি পাওয়া গেল—তাড়াতাড়ি কহিল,—বুঝেছি আপনাদের প্রকৃতি হতে তার প্রকৃতি ঢের স্বতন্ত্র!

সেমেশ্বর কহিলেন। শুধু স্বতন্ত্র নয়। অদ্ভুত ষড়যন্ত্রই তার মধ্যে চল্‌ছে। সে এক বিশাল ইতিহাস।

দামিনী সোৎসুকে কহিল। বলুন! শোনা যাক্ আমার ও সব শুনতেও বড় ভাল লাগে। আজ আর ত কাজের তাড়া আমারও নাই, আপনার কাজে না হয় আমিও খানিক সাহায্য করে আস্‌বো।

সোমেশ্বর কহিলেন, তাহ'লে শুনুন। প্রথমত বল্লে, দেশে জন্মে দেশের কাজ করতে হবে। নইলে বিফল জন্ম, শিরায় শিরায় এমন নেশা জাগিয়ে দিলে, আমার মনে হ'ল দেশের জন্য বড় রকম একটা কিছু না কর্‌লেই নয়। তাতে যাক্ মান যাক্ ধন! আমার স্ত্রী বল্লেন, পরের নাচনে নেচো না। আমি বল্লুম, তুমি এর কি বুঝবে।—ধুর্জ্জটি বল্লে—ভয় পেওনা দাদা! ইতিহাসে অমর হবে। আমি বল্লুম আলবাৎ। আমাকে তখন যেন যাদু করে ফেলেছিল। যেমন তার যুক্তি তেম্‌নি তার বোঝাবার প্রণালী......যাক্ সে অতীত কথা তুলে আর মনকে ভারগ্রস্থ কর্‌তে চাইনে, পরিণাম এই ত দেখছেন—নাকে চোকে লোনা পানি ঢুকে যথেষ্টই হাবুডুবু খেলুম।

দামিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল। আমি কিন্তু এর ভিতরকার খবর একটা জানি! যার জন্য......

"জানেন্ নাকি বলুন বলুন!......আমিও তাইত বলি...... যখন জবাব দিলুম—আমার এত সর্ব্বনাশ করেছিল সে, তবুও বিদেয় দেবার সময় আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গিয়েছিল, আর সে দিব্যি নির্ব্বিকার—

দামিনী কহিল, আপনার কাছে বোধ হয়—অবিদিত ছিল না সে একটা মেয়েকে বিবাহ করতে চেয়েছিল।

সোমেশ্বর কহিলেন। খুবই জানি মেয়েটি লেখাপড়া জানা এমন তাকাতও শুনেছিলুম। তবে নাম জানিনি! মাঝে মাঝে এক এক দিন অমায় বলে উঠ্‌তো আমি মোহিনী মন্ত্রের উপাসক হয়েছি সোমেশ্বরবাবু! আমার যা কিছু উপার্জ্জন আয়োজন সে সেই দেবীর পূজামন্দিরের জন্য—এখান হতে চলে যাবার দিন কতক আগে হ'তে যেন সে কমন ধারা হ'য়েছিল। এক একবার উন্মাদের মত চীৎকার ক'রে বলে উঠ্‌তো—আমার ইহকাল পরকাল কিছুই নাই। আছে দেবী! দেবীই আমায় মোক্ষ দেবে। আমি তাই নিয়ে কত ঠাট্টা করতুম্। বল্‌তুম্—

থাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে,
কাল কর্‌লে এঁড়ে গরু কিনে।

সে একটা কথাও গায়ে মাখতো না। কৃত্তিবাস বল্‌তো ম্যানেজার বাবু এক একদিন রাত দুপুরে শ্মশান দিয়েও ঘুরে আসেন। বোঝা গেল সে বিয়ে করবার জন্য পাগল হ'য়েছে।

দামিনী কহিল। ঠিক, আপনি তাহ'লে ঠিকই ধরেছিলেন। এতটা পাগল হ'য়েছিল—আর এমন ভাবেই সে বিবাহের আয়োজনে মত্ত হ'য়েছিল, তা শুনলে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হ'তো। কিন্তু এতটা উন্মত্ততাই শেষে তার কাল হলো—যার জন্যই চুরি কল্লো—সেই তাকে চোর বল্লো!—

সোমেশ্বর সোৎসুক দৃষ্টিতে দামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, বেশ মজার ব্যাপার বটে ত? শুনি—শুনি তারপর।

দামিনী কহিল। তারপর খুবই স্থূল ঘটনা সে গরীবের ছেলে স্ত্রীকে ভাঙ্গা কুড়ের মধ্যে কোথায় বসাবো বলে জগতের সেরা পাপ মাথায় করে তুলে নিলে—বিবেক খোয়ালে—মর্য্যাদা খোয়ালে—অবশেষে সেই স্ত্রাই তাকে আমল দিলে না। বিবাহ করা দূরে থাক, তার পানেও একবার চাইলে না!—

"এমন স্ত্রাও সংসারে আছে? বলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সোমেশ্বর কহিলেন, এই রকমই যদি তার কামনা ছিল আমায় কেন খুলে বল্লে না 'আমার এত টাকা চাই' আমি যে কোন রকমে দিতুম। এ মতি তার কে দিয়েছিল? কারখানার টাকা ভাঙবার—

দামিনী কহিল, আপনাকে চাইলে যে না পেতো তা নয়—কিন্তু চাইলে যে তার পৌরুষত্বে আঘাত লাগে, নারীর অনুগ্রহ দৃষ্টি লাভ করিবার সে সুযোগটা হতে বঞ্চিত হয়, কাজেই—নইলে সেই তার ভাল ছিল, কাল এসেও আমার কাছে আপনার টাকার কথাটাও পেড়েছিল, বল্লে শোধ করতে হবে যা নিয়েছি,

তার ভাবি স্ত্রীর গহনাগুলো সব বিক্রি করে টাকা করবো বলেছে।

সোমেশ্বর তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, না—না সে রকম করতে বারণ করবেন, আবার যদি দেখা হয়। আমার গাফিলতিতেই যখন অধিকাংশ টাকা গেছে—তখন সে দায়ী কিসের জন্য? চুরি সে করেছিল বটে, কিন্তু সবই ত আমার সহির মারফত। তাকে যে আমার বিশ্বাস হতে চ্যুৎ করেছি—তাই তার যথেষ্ট ক্ষতি, তার উপরে টাকার ক্ষতিপূরণ নিয়ে আমি নিজেকে ভারগ্রস্থ করতে চাইনে!

দামিনী মুখ টিপিয়া কহিল। তাহলে দোষী কাকে বেশী ঠাউরালেন সোমেশ্বরবাবু? তার সেই বাগদত্তা স্ত্রী—না ধূর্জ্জটি। আমার ত মনে হয় তার স্ত্রী-ই বেশী দোষী। সে বা তার পিতা মাতা, যদি তাদের মেয়ের বিবাহে সম্মতি না দিতেন তাহলে এতটুকু ঘটে উঠত না।

সোমেশ্বর শিশুর মত সরল হাস্য করিয়া কহিলেন, ঠিক। অদৃষ্ট ছাড়া কিছু না—বলিয়া গানের সুরে কহিলেন—

দোষ কারও নয়গো শ্যামা
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি মা—

বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

এতক্ষণ যে সত্যটা দামিনীর চক্ষেও ধরা পড়ে নাই—সোমেশ্বরের সহিত কথা কহিতে কহিতে সেটা যেন ধরা পড়িয়া গেল। যেন সূর্য্যদেব কুয়াশায় ঢাকা পড়িয়াছিলেন একটা দমকা

হাওয়ায় এই বসন্তের নির্ম্মল প্রভাতটির মত উজ্জ্বল হইয়া বাহির হইলেন। দামিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই কণ্ঠহারের বাক্সটি বিছানার তলা হইতে বাহির করিল। কহিল, আর ত উপেক্ষা করিতে পারি না এযে আমার দেবতার দত্ত এ যে আমার প্রিয়তম তাঁর অগাধ ভালবাসাকে গলাইয়া জমাট করিয়া হীরা চুনি দিয়া সাজাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এ ত ছুঁড়ে ফেলিবাব সামগ্রী নয়। এযে মাথায় রাখিবার...“যে অনুরাগ দামিনীর হৃদয়ে কোনদিন ছিল না—আজ তাহাই যেন পত্রপল্লবে ভূষিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, দামিনী এই হঠাৎ আবিষ্কারে বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার হৃদয়েও এ বসন্ত উৎসব এতদিন কোথায় ছিল? দামিনী বার বার করিয়াই হারটিকে দেখে, নাড়ে চাড়ে, বার বারই মুগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু কণ্ঠহারকে কণ্ঠহার করিবার সে সামর্থ্যই বা কোথায়? অথচ ক্ষান্ত হইতেও পারে না! একি মোহময়ী মাদকতা আসিল সে যে পূজারিণী তপস্বিনী...জগতের বক্ষের উপর সে মাত্র একটা ভোগ সুখের জীবন লইয়াই বেড়াইতে আইসে নাই! সে যে দেশের কন্যা—বিশ্বেশ্বরের ঘরণী! জগতের দুঃখ দৈন্যের দ্বারে দ্বারে সেবিকা!—তাহার কি এই চঞ্চলতা সাজে?

সম্প্রতি সোমেশ্বরের কাছ হইতে যে একটা ট্রাঙ্ক পাইয়াছিল তাহাতেই হারটা রাখিয়া দিল।

কিন্তু মাঝে মাঝে চিত্ত এ প্রকার কেন চঞ্চল হইয়া উঠে? কিসের একটু স্পর্শ কিসের একটু গন্ধ পাইবার জন্য অধীর হইয়া

পড়ে, কেন সেই ট্রাঙ্কটার পাশে তাহার মনটা উন্মনা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়? কিসের আবেগে, ভিতরে ভিতরে এই অসহ্য-পুলক, এই আনন্দ—এই অশ্রু, এই সসঙ্কোচ কাতরতা?—

বহুদিনের সুপ্ত আগ্নেয় গিরিতে যেন অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইয়াছে,তাই গিরি আর আপনাকে সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না, নিজের মধ্যে নিজে দোল খাইয়া বিশ্ব দোলায় আপনাকে ঠিক করিয়া লইতেছে।

ঘরের যুগলবন্ধুর ফটোগ্রাফটার একধারে যে রুমালটা ঢাকা দেওয়া ছিল সে রুমালটাতে আজ বিশেষ দরকার লাগিয়া গেল। কণ্ঠহারের বাক্সটি ঢাকিয়া রাখিবার নিমিত্ত অন্য কিছু মিলিতেছিল না—কাজেই তাহার প্রয়োজন হইয়া পাড়ল, জগতে, মানুষের কাজে কোন্ জিনিষের না প্রয়োজন হয়?

(২২)

দুপুর বেলাতেও একটা তুচ্ছ বিষয়ে দামিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ছুটির দিনে কাজ ছিল না বলিয়া দামিনী বিছানায় বসিয়া খাটের বাজুতে হাত রাখিয়া একখানা বুদ্ধদেব চরিত পড়িতে ছিল—সহসা কখন তাহার দৃষ্টিটা, পুস্তক হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া নদী পারের দিকে চলিয়া গিয়াছিল তাহা সে জানিতেই পারে নাই—দেখিতেছিল তাল গাছটার উপরে একটা মাণিক জোড়ের গা ঘেঁসিয়া আর একটা মাণিকজোড় বসিয়া কি আমা-

সেই—দুপুরের রৌদ্রটুকু পোহাইতেছে। তাহাদের কাঠ কুটারির বাসা—হয়ত বাসায় দুজনাকার বসিবার মত জায়গাই হয় না। সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নাই—পরমানন্দে, এ উহার মুখে মুখ রাখিয়া পৃথিবীটাকে স্বপ্ন দেখিতেছে।

বইখানা যখন হাত হইতে পড়িয়া গেল, তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল, এই বই পড়িবার সময় আগে তাহার বাহ্য জ্ঞান লোপ পাইত। আজ তাহার বাহ্য জ্ঞান বুদ্ধদেবের জ্ঞান রাজ্যকেও ছাড়াইয়া উর্দ্ধগ হইয়া গিয়াছে। পতন আর কাহাকে বলে?—বইখানা বন্ধ রাখিয়া বসিয়াই রহিল, ভাবিল খুব দিনকতক, পাড়ায় পাড়ায়—সকাল সন্ধ্যায় পুরাণ কথা শুনাইয়া বেড়াইবে, যদি নূতন কাজের চাপে—তাহার মধ্যে একটা নূতন উত্তেজনা আইসে। যদি সে কণ্ঠহারের আকর্ষণ হইতে নিস্তার পাইয়া যায়।—

পাড়ার দিকে যাইবে বলিয়া উঠি উঠি করিতেছে—এমন সময় রজিবাস আসিয়া একখানা পত্র দিয়া গেল, কহিল—পিয়ন এইমাত্র দিয়ে গেল।

পত্রের হস্তাক্ষর দেখিয়াই চিনিল এ পত্র কাহার হস্তের লেখা? সই অনিমা তাহার পোষ্টকার্ডখানি পাইয়া পত্র লিখিয়াছে। তাহার মনে হইল যেন অনিমার সহিত কত যুগ যুগান্তরই তাহার বিচ্ছেদ হইয়াছিল। এই পত্রখানা স্নিগ্ধ প্রলেপের মত সে ব্যথা জুড়াইয়া আনিবে। অনিমা লিখিয়াছে—

"সই।

ব্যাকুল হ'য়ে ছিলুম। যেমন চাতক মেঘের আশায় থাকে,

যেই তোমার চিঠি পেলুম—অমনি লিখ্‌তে ব'সে গেলুম। তুমি যে বেঁচে আছো মরো-নি এই আমার ভাগ্যি—পুরবন্দরের ভাঙ্গা কেল্লায় গিয়ে বাসা নিয়েছ, তা কে জানতো? চারিদিকে কত জল্পনা কল্পনাই চ'লছিল—কেউ ব'লছিল কাশীর রামকৃষ্ণ মিশনে গেছো, কেউ ব'লছিল মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশনে গেছো। নানা রকম উদ্ভট জনরব।.....

যাক সে কথা—তুমি যে তোমার কর্ম্মক্ষেত্র পেয়েছ, এতেই আমরা সুখী। বিবাহ কেন করলে না? বর্ত্তমানেও কেন রাজী হ'লে না? এ সব কথা নিয়ে তর্ক তোলা আমি অশাস্ত্রীয় মনে করি। কারণ মানুষের ভিতরে—প্রত্যেক মানুষের ভিতরে এমন একটি ক'রে মানুষ আছেন—যিনি সত্য দ্রষ্টা—যিনি ঋষি তাকে অবজ্ঞা করে—কারো নিস্তার পাবার জো নাই।...মুখে যিনিই যা বলুন—মানুষ তাঁর ভিতরকার মানুষটির কথায় উঠেন বসেন। স্ত্রৈণ স্বামীগুলার মতই আর কি—তোমার সাধনা ফলবতী হউক! এই আমার আন্তরিক কামনা।

তুমি যে লিখেছিলে আমি ঠাই করে নিয়েছি ভগবান্‌ ভোলা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের তলে—তাঁর দুঃখী দরিদ্র অজ্ঞ ছেলেদের নিয়ে ওটা তুমি না লিখলেই পারতে—ধুর্জ্জটিবাবুর সহিত চোখোচোখি হবার ভয়ে যেদিন ক'লকাতা ছেড়ে চলে গেলে, সেইদিনই তোমার আসল চেহারাটি চোখে পড়েছে। তুমি আর যাই হও যে সে নারী নও, এটা আমি খুবই বিশ্বাস করি। অন্ততঃ নারার মত নারা—একথা আমার মাও বলেন, দাদাও বলেন, দাদা

তোমাকে কি শ্রদ্ধাই করেন আর কি ভালই বাসেন। তার কি বলবো—কখনও তোমার কথা উঠলে তাঁর চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বলেন সে দেবী ; তাকে নমস্কার ! সে কুমারী শক্তির অংশ তাকে নমস্কার! আমাকে ত ভাই জানোই আমার জীবনে ও বড় ভাব টাব গুলো কখনও ঢুকলো না। কেবল কবিতা আর গান গল্প নিয়েই দিন কাটালুম—সাহিত্যের আসরেও শীঘ্র নাম বেরুতে দেরী নাই—

আর একটা কথা তোমায় বলতে যদিও সঙ্কুচিত হচ্ছি—তবু না বলেও আমার অন্তরের মানুষটির কাছ হতে নিস্তার পাচ্চিনে—হও হাজার তপস্বিনী কি ব্রতধারিণী তবু আমার কাছে ত সেই আমার সই দামিনী ছাড়া আর কেউ নও, অন্তরের কথা সখীকে বলব না ত কাকে বলবো ?

আমার কবিতার একটি ভারি সমঝদার পাঠক পেয়েছি; লোকটি যদিও নামজাদা নহেন তবু যেমন উদার তেমনি অমায়িক। মুখে চ'খে সর্ব্বায়বে যেন সারল্য ঝরে পড়চে, কথাবার্ত্তার ভাবে ভঙ্গিমায় একবারে নিতান্ত সহজ মানুষটি, এক একবার ভাবি সংসারের হাটে, এই সহজ মানুষ নিয়ে কি করে কাল কাটাবো ? কিন্তু আমার কবিতা গুলি পড়বার বেলা দেখি—আমি যা লিখি নাই তিনি তারও দূরে গিয়েছেন, ঐ জন্যে আর ও ভালবেসে ফেলেছি। কি ক'রবো উপায় নাই দাদারও রোক চেপেছিল আমায় স্বয়ম্বরা হতেই হবে! নইলে বাজার যাচাই ক'রে পাত্র দেখতে গেলে উনি বিবাহসভার বাইরেই বসে থাকৃতেন কোন কালে

বরমাল্য পেতেন কি না সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে।

শুনে আশ্চর্য্য হবে—এত বড় ভালমানুষও লেখাপড়ায় রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার নিয়ে ব'সে আছেন। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্বরস্বতীর কমল বনের পানে আর আমার মোটেই লোলুপদৃষ্টি নাই। আমার চিত্তমধুকর এখন সংসার বিষবৃক্ষে...যেখানে অমৃত ফল ফল্‌চে তারই সন্ধানে উধাও হয়েছেন। পতনের পানে তার মোটেই দৃষ্টি নাই।

বিবাহের দিন স্থির হ'তে বোধহয় এখনও কিছু বিলম্ব আছে, দিন স্থিরের পত্র পেলে আস্‌বে ত'? তাই বলে আমায় নেহাৎ বস্তু তন্ত্র ব'লেও ধিক্কার দিওনা সই—বিবাহ ক'রবো ব'লে বিবেক বুদ্ধিকে হারাইনি, দেশের পরে কর্ত্তব্য জ্ঞান একটু আছে বৈকি—আমি ঠিক করেছি বিবাহের পরের ফলগুলি দেশ জননীর পায়ে সঁপে দেব। সাধু তপশ্চারিনা না-ই হ'তে পারি, ভাল মা যদি হ'তে পারি তাই বা মন্দ কি?

যাক্‌গে নিজের কথা নিয়েই খানিক বকে গেলুম।

তোমার বাবা কাশী হ'তে আস্‌বো ব'লে পত্র দিয়েছেন, আর তিনি ভাল আছেন, আর আমার দাদার এবার কিছু মাহিনা বৃদ্ধি হইয়াছে।

পুনশ্চ। কুমারদের ভাবিনী বৌয়ের কথা যে লিখেছিলে সে তার ছেলে পিলে নিয়ে ভাল আছে শুনে সুখী হ'লুম, তাকেও আলাদা একখানি পত্র দিচ্ছি। আর তাকে লক্ষ্য ক'রে যে

কবিতাটি লিখতে আরম্ভ ক'রেছিলুম—যার খানিকটা তুমিও শুনেছিলে—তার শেষটা এই পত্রেই জুড়ে দিলুম। পারোত তা দিকেও শোনাইয়ো।

কমল তুমি! কোমল তুমি! প্রবল তুমি মায়ার ডোরে
তোমায় হেরে ভক্তহৃদি শতদলে মুঞ্জরে—
ব'লতে কথা ফুরায় কথা, মর্ম্মে উঠে কতই গাথা—
স্বর্গ এসে মর্ত্তে নামে তোমার পূজা হয়গো—যেথা
বেঁচে থাকো! সুখে থাকো! শান্তি তোমায় রহুক ঘিরে
কালো রূপে ভুবন আলো আমাদের এই ঘরে ঘরে॥

ইতি তোমারই—অনিমা।

দামিনী পত্রখানা পড়িল। পড়িয়া যাহা বুঝিল তাহা সেই বিশ্বপ্রকৃতির-ই সুরের প্রতিধ্বনি—যে সুরে নদী তার যৌবন ভার লইয়া মহাতীর্থের পথে ছুটিয়াছে; প্রকৃতি রাণীও যে সুরের উন্মাদনায় অভিসারিকার বেশে দাঁড়াইয়াছেন—সেই একই সুর—দামিনী হতাশই হইয়া পড়িল। সবাই তাহার বিপক্ষে—সে একলা কতক্ষণ আপনার পক্ষে দাঁড়াইয়া আপনাকে খাড়া রাখিবে?

হায় কাল—হায় প্রকৃতি—তোমাদের প্রভাব অতিক্রম করিয়া আসা বুঝি মানুষের অসাধ্য।

(২৩)

কাল হইল ঐ কণ্ঠহার—তাহাকে পরিতেও পারে না ফেলাইতেও পারে না, অথচ সেটা তাহার সকল কাজ ভোলাইবার

যন্ত্র হইয়া রহিল। সমস্ত কাজের অবসরে—একবার করিয়া ঐ হারটার পানে—একবার করিয়া ঐ ফটোগ্রাপটার পানে চাহিয়া লইতে হয়। সেই যে স্বপ্নে দেখিয়াছিল—হারটা সর্প হইয়া তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল, এতদিনে বুঝি সেই স্বপ্নটাই সত্য হয়। তাহার নারীত্ব, দর্প, তেজ, সমস্ত সে যেন জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। দামিনী হাল ছাড়িয়া দিল। নিজের সঙ্গে নিজে অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু—এবারকার যুদ্ধে তাহার পতনটা ভাল করিয়াই অনুভব হইল।

দামিনী সভয়ে দেখিল—তাহার হৃদয় স্রোত দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ছুটিতেছে, এক স্রোতে সে ত্যাগী; দেশের জন্য উৎসৃষ্ট প্রাণা—নারী, একটা মহা অবসানে শেষ হইবার জন্য উন্মনা।—আর এক স্রোতে সে বেদনাময়ী নারী—একটা জীবনের সুখ-দুঃখের পিছনে পিছনে উজান গতিতে ছুটিয়াছে, এ গতির—পরিণাম মৃত্যু অনিবার্য্য তবু বিশ্রাম নাই—সে যেন তার মধুর মরণ—কে যেন অহোরাত্র তাগিদ দিতেছে যাইতেই হইবে, চলো চলো ঐ প্রান্তর দিয়া নিশিদিন যিনি চলিয়াছেন—তাঁর পেছনে...ঐ ঝাপসা আঁধারের—ভিতর হইতে আলো দেখা যায়—মান অভিমানে আর কাজ নাই গো বেরিয়ে—পড়ো...যে শুদ্ধ তোমায় দেখিয়া বিবাগী হইয়া গেল, তারপরে কি তোমার—কোন কর্ত্তব্যই নাই? চলো একবার নিজের শিরায় শিরায় রক্ত মাংসে—সে ভালবাসার স্বাদ গ্রহণ করো। এখনও সময় আছে!—

কত অসম্ভব কথাই দামিনীর মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে—

শেষকালে লজ্জিত হইয়া আঙ্গুল কামড়াইয়া ফেলে। রাত্রের বেলায় পুরাণ্ কথাতেও তেমন জোর পায় না। যেন তার হঠাৎ গলা শুকাইয়া আসে। চেহারাও অনেকটা বিশীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। দামিনী নিরামিষ খাইত, সোমেশ্বর প্রস্তাব তুলিলেন—আমিষ ধরুন নহিলে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

দামিনী কহিল, কোন প্রয়োজন নাই। আপনিই সারিয়া যাইবে। মনে করছি একবার কলকতা দিয়ে ঘুরে আসবো। আপনার মত আছে?—দামিনী হঠাৎ এ কথা বলিয়া ফেলিল—

সোমেশ্বর কহিলেন—আমার অমত থাকবে কেন? তবে একবারেই ছেড়ে দিতে রাজী নই এই কথাটা ব'লতে পারি। বলেন ত আজই সব যাত্রার জোগাড় ক'রে দিতে পারি।

দামিনী কহিল, না আজই নয়। খানিক পরে কহিল আপনি একবারেই ছেড়ে দিতে রাজী নন কেন?

সোমেশ্বর কহিলেন—কেন শুন্‌বেন, এমন হিতৈষিনী আর পাবো না। পয়সা দিয়ে বন্ধুত্ব ক'রে যা পাইনি, আপনি বিনি পয়সায় তা করেছেন। এইবার আমার—ভরসা হ,য়েছে যে উঠ্‌তে পারবো।

দামিনী পরিহাস করিয়া কহিল, তাহ'লে বলুন ধূর্জ্জটি বাবুর কার্য্যটা আমা হ'তে অনেকটা শুধরে এলো? তাঁর দেনা আমিই উস্থল করলুম।...

সোমেশ্বর কহিলেন, সে কথা ত মিথ্যাও নয়—আপনার সহিত 'ধূর্জ্জটির কলকাতায় যদি দেখা হয় তাহ'লে তাকে ব'লবেন যে—

তুমি ম্যানেজার হয়ে যা পারোনি, আমি বিনি ম্যানেজারিতে তাই পেরেছি। ব'লবেন সোমেশ্বরের পাওনাগুলি আমায় দাও।

দামিনী কহিল, তাহ'লে আমি থলিয়াটা সেলাই ক'রতে বসিগে......

অনেকদিন কুমার পাড়াটার দিকে দামিনীর যাওয়া ঘটে নাই। সেদিন সন্ধ্যায়—পুরাণ কথা কহিতে যাইতেই ভাবিনী এক মুখ হাসিয়া কহিল—ওদিদি—শুনেছেন আমার কলকাতার দিদির বিয়ের দিনস্থির হ'য়ে গেছে, এখন ভোজের নিমন্ত্রণ! আজ সন্ধ্যায় পত্র এসেছে বলিয়া ভাবিনী পত্রখানা দামিনীকে দেখাইল।

দামিনী পত্রখানা পড়িয়া দেখিল সত্যই বটে।

ভাবিনী কহিল, আপনার পত্র এখনও আইসে নাই?

দামিনী কহিল, আমি বিকেল বেলাতেই বেরিয়েছি—সম্ভব এসে থাকবে।

ভাবিনি। আপনি যাবেন ত?

দামিনী। যেতে হবে বৈকি।

"আমার শ্বশুরকেও পাঠাবো মনে করেছি। বুড়া-মানুষ রাস্তাঘাট ভাল জানেন না। আপনার সঙ্গেই পাঠিয়ে দেব।"

দামিনী কহিল, বেশ। আপনার মনেও ঠিক দিয়া দেখিল—নিজেও যে কলিকাতা যাইবার সুযোগ খুঁজিতেছিল, তাহার অছিলাটাও জুটিয়া গেল।

পুরাণ কথা শোনাইয়া বাড়ী আসিয়া দেখিল। সত্যই পত্র

আসিয়াছে। কাপড় চোপড় না ছাড়িয়াই দামিনী পত্রখানা পড়িতে লাগিল—অনিমা প্রথমেই লিখিয়াছে।

সই, ধুর্জ্জটি বাবুর কথা যে বড় আমায় লেখনি, বুঝি লজ্জা হ'য়েছিল? কিন্তু তিনি যে এসে সব ফাঁশ ক'রে দিয়েছেন। দাদার কাছে এসে ব'লছিলেন আমি ওখানে গিয়েছিলুম। দামিনীর—নামে ঢি ঢি প'ড়ে গেছে, আর সে বিবাহের কনে নাই। সে হয়ে গেছে তপস্বিনী, তার মলিন রূপের ভিতর হ'তে একটা অপূর্ব্ব আভা ঠিকরে বেরুচ্চে। ধুর্জ্জটি বাবু তাই ব'ল-ছিলেন এতদিন যে মায়ামরীচিকাটা আমায় ভোলালো—সে মরীচিকা যখন সত্য মরীচিকা হ'য়েই চক্ষের সম্মুখে জ্বল্‌তে থাকলো—তখন আমাকেও ফিরতে হবে। তবে ওপথে নয়। দাদা বল্লেন কি ঠিক করবেন?—তিনি বল্লেন যাদের ঐশ্বর্য্য লুট করে, বড় হ'য়েছিলুম, তাদের তা ফিরিয়ে দিয়ে নূতন এক কর্ম্মের পথে বাহির হ'য়ে পড়বো—আর পৈতৃক ভিটেটা কোন এক বালিকা বিদ্যা-লয়ের নামে উৎসর্গ করে যাবো। সে "কোন" টা বুঝতে পাচ্ছো কি? শুনলুম নাকি লেখা পড়া সমস্ত হ'য়ে গেছে, পুরুষ কিনা তাই তোমাকেও ছাপিয়ে উঠ্‌তে চায়।—

আমার বিবাহের দিন স্থির হ'য়ে গেছে ২৫শে, আসতে রাজী—আছো কি? যে রকম শুনচি তাতে অনুরোধ করবার সে সাহসটুকুও আর নাই। ইতি—তোমারই অনিমা।

পত্রখানা দামিনীর হাত হইতে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া পড়িয়া গেল। এত প্রেম মানুষের হৃদয়ে আছে? এযে থলি উজাড়

করিয়া—বৃষ্টি ধারার মত, তাহার হীরা, মাণিক, যথাসর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিল—

পুরুষের আপনাকে এমন নিঃশেষে নারীর পায়ে বিলাইয়া দেওয়ায় কি লাভ? না।—তাঁহাকে নিবারণ করিতে যাইতে হইবে।—বলিতে হইবে এ খ্যাপামি—তাঁহার সুখের জীবন একটা নারীর জন্য মরু করা ঠিক নয়। এ দামিনীর রূপ গেছে, সে মলিন হ'য়েছে কিন্তু—পৃথিবীতে দামিনীর অভাব নাই। তাহাকে যাইতেই হইবে।

আকাশের তারাগুলি দামিনীর দিকে নিস্পন্দ চাহিয়া রহিল।

(২২)

নির্দ্দিষ্ট দিনের কয়েকদিন পরেই দামিনীকে বাহির হইতে হইল। ২৮শে ফাল্গুন ভোজের—দিনেই যাইবে স্থির করিয়াছিল, কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। কাটোয়ায় কৃত্তিবাসের এক ভাইপো কাজ ক'রিত, সে গায়ে বসন্ত লইয়া বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, সে কাকা ও কাকীর সেবা শুশ্রূষায় এই ভীষণ রোগ যন্ত্রণা হইতে একটু শান্তি অনুভব করিবে। খানসামা-গিরী করিয়া যাহা পাঁচ সাত টাকা পাইত। তাহা—তাহার কাকার হাতেই দিত। সেইজন্য রোগ একটু দেখা দিতেই চলিয়া আসিয়াছিল। কাকা, কাকীর শুশ্রূষা করা দূরে থাক, বাহিরের ঘরেই তাহার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। এবং এই

আপদের আগমনের জন্য বাড়ীর লোক এমন কি পাড়ার লোক পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ন হইয়া পড়িল। এতবড় ছোঁয়াচে রোগ লইয়া সে কেন যে কাটোয়াতেই না মরিয়া এ গ্রাম খানিকে শুদ্ধ মজাইতে আসিল সেইটেই হইল সকলের ভাবনার বিষয়।

দামিনী খবর পাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। তাহাকে তাহার হাঁসপাতাল ঘরেই লইয়া আসিল, এবং শুশ্রূষা করিয়া আরোগ্য করাইয়া ছাড়িয়া দিল। সে দামিনীকে মা বলিয়া একটা প্রণাম করিয়া আপনার কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল।

এইসব কারণে তাহার কলিকাতা যাইতে বিলম্ব-ই হইয়া গেল। একটা জায়গায় কিছুদিন স্থায়ী হইয়া বসিলে সঙ্গে কিছু না থাকিলেও বাহির হইয়া আসিতে বিলম্বই হয়। মাটিরও যে একটা মায়া আছে।

ভাবিনীর শ্বশুর গোলকবিহারীকে দামিনী গঙ্গাসিংহকে দিয়া অনিমার বিবাহ দিনে পাঠাইয়া দিয়াছিল। গোলক ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতার ঐশ্বর্য্য, জাঁক জমক ও বিবাহ বাড়ীর খাওন দাওনের কথা পাড়ার জনে জনে ডাকিয়া বলিতে লাগিল। অনিমার বিবাহে কিরূপ বাঁশী বাজিয়াছিল, কি রকম বাড়ী বিদ্যুতের আলো দিয়া সাজানা হইয়াছিল বলিতে লাগিল।

দামিনী খবর লইল—অনিমার স্বামিটি হইয়াছে ভাল এবং বিবাহ কার্য্য খুব নির্ব্বিঘ্নে সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সোমেশ্বর বিশেষ অনুরোধ করিয়া কহিলেন, যেন অতি শীঘ্রই আসা হয় নইলে এ বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয় হইবে।

দামিনী আসিব বলিয়া প্রস্তুত হইল। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা ও ভাবিনীবৌ সকলেই দামিনীকে প্রণাম করিয়া বিদায় দিল! দুই দিন পরেই দামিনী আসিবে, তবু তাহাদের চক্ষে জল বাহির হইয়া গেল। দামিনীর চোখেও জল আসিল। দামিনী কণ্ঠহারটা লইতে ভুলিল না—একরকম ঐ হারটার জন্যই তাহার এ যাওয়া।

সোমেশ্বরের আদেশে ষ্টেশন পর্য্যন্ত কৃত্তিবাস আসিয়াছিল সে সারাপথ মা কালীর কাছে প্রার্থনা করিয়া আসিতেছিল "হে মা কালী, আর যেন ঠাকরুণ পুর বন্দরে না আইসেন, তিনি যে তাহাকে কতদূর অপদস্থ করিয়া ভাইপোটাকে বাঁচাইয়া কাটোয়ায় পাঠাইয়াছেন—এই লজ্জাটা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে, কৃত্তিবাস, দামিনীর চিরবিদায়ই মাগিতেছিল।

সকাল বেলায় যখন দামিনী পুল পার হইতেছে—দেখিল, গঙ্গার ঘাটে যাত্রীরা প্রাতঃস্নান সারিয়া লইতেছে, তাহাদের স্তব গানে ঘাট মুখরিত হইয়াছে। রাত্রে সামান্য একটু বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল তাই সকালবেলাকার জলস্নাত দিবসটি রৌদ্র কিরণে নবোঢ়া বধুর মত—হীরা জহরতের ঘটা লইয়া ঝল মল করিতে ছিল। তাহার মনে হইল যেন এমন রূপ কলিকাতার—অনেক দিন চক্ষে পড়ে নাই।

দামিনীর পুলের উপর দাঁড়াইয়া একটা কথা মনে হইল। সে যখন বছর দেড়েক পূর্ব্বে হৃদয়ের একটা অসহ্য বেদনায় এই কলিকাতা ছাড়িয়া যায়—তখন না এইখানে—এই গঙ্গার উপরে দাঁড়াইয়া—বলিয়াছিল, মা আবার যদি কখনো ফিরিয়া আজি

তাহা হইলে কলিকাতা নগরীর হাটে আর নয়। তখন আসিব—সমস্ত জীবনের কামনা বাসনাকে হোমানলে আহুতি দিয়া—শুদ্ধ অহেতুক এক নিস্ফলতার রসে রসিত হইয়া, এই মানব মহাসাগরের মহাতীর্থে—মা সুরধুনী তার পরিণাম এই হইল? আজ যে চলিয়াছি দুরু দুরু হৃদয় লইয়া—জীবনের সমাস্যা সমাধান করিতে—এ বেগ রোধ করিবারও ত উপায় নাই।

দামিনী ভাবিল, না এ গহনার বাক্স আদি লইয়া আগেই অনিমার কাছে যাওয়া হইবে না। তাহাতে অনেক কৈফিয়তের সৃষ্টি হইতে পারে, এ হারটা যাহার—তাহাকে ফেরৎ দিয়া আসিয়া তারপর অনিমার ঘরে যাওয়া যাইবে।

ধুর্জ্জটির ঘরের ঠিকানারও ভাবনা ছিল না। হারের বাক্স-টাতেই তাহার নাম ও ঠিকানা দেওয়া ছিল।

নির্দ্দিষ্ট নম্বরে গাড়ী পৌঁছিতেই দেখিল ছোট বাড়ীর গেটের সামনে প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড লেখা রহিয়াছে,

"দামিনী বালিকা বিদ্যালয়"

গেটের পার্শ্বে মার্ব্বেল পাথরে লেখা রহিয়াছে এক উৎসর্গ লিপি! দামিনীর সেটা পড়িতে লজ্জায় কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল। সে যাহা নয় তাহাই বলিয়া তাহাকে বর্ণনা করিয়া শেষকালে লিখিয়াছে সেই মহিয়ষী মহিলার নামে উৎসর্গ করা হইল?—

বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবু আছেন উপরে?"

বেহারা কহিল হাঁ—বাবু বেরুচ্চেন!—

দামিনী। কোথায় বেরুচ্চেন?······

"কেন আপনি জানেন না? তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি উইল ক'রে দিয়ে তীর্থে বেরুচ্চেন—"

"আর আসবেন না?"—

"ভাবে ত বোঝায় না—মা—আপনি জিজ্ঞাসা করে আসুন না?—আপনার সঙ্গে চেনা পরিচয় আছে ত?—"

দামিনী কহিল "আজই বেরুচ্চেন?"

"হাঁ আজই······বোধহয় দশটায়—..."

দামিনী তাহার সমস্ত সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়া একবারে উপরে উঠিয়া পড়িল। আর মোটেই বিলম্ব নয়।

উঠিয়াই দেখিল, একি এ যে যাত্রীর গেরুয়া বেশ—সেই বেশেই বিছানা পত্র বাঁধিয়া বইগুলি গোছাইয়া লইতেছে—। দামিনী থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল—একটা নমস্কার পর্য্যন্ত করিতে ভুলিয়া গেল—

ধূর্জ্জটি বই গোছান ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল—কহিল, "একি অনাহুত ভাবে যে দামিনী! কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল—এত দিনের পর এলে?—যখন আমার চলে যাবার সময় হলো—ভেলভেট মোরা চেয়ারখানা সরাইয়া দিয়া বসিতে বলিয়া কহিল—"তবু ভাল যে যাবার সময়ও একবার দেখা হলো—আমার বিদায়ের প্রভাত তোমার দর্শনে ধন্য হয়ে গেল—

দামিনী নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া গিয়াছিল এত উপেক্ষার পর এখনও মনে সেই আবেগই আছে? আগে হইতেই দামিনীর হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তি ভালবাসাতে ভরিয়াছিল—এইবার

তাহা উচ্ছলিত হইয়া উঠিল! দামিনীর সংযম যেন আর থাকে না—তাহার চোখের কোনও ভিজিয়া আসিতে লাগিল—ধুর্জ্জটি একটা পরুষ বাক্য ও যে বলিল না—তাহা হইলে সে যে বাঁচিয়া যাইত। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষায় তাহার মনটি কি এমনি ভাবে তৈয়ারি হইয়া উঠিয়াছে?—

ধুর্জ্জটি গদ গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল—চেয়ে দেখ নারী এই আসন, এই সজ্জা,—এই গৃহ, এতদিন তোমারি জন্য সাজানো ছিল। অনেক দিন অপেক্ষাও করে ছিলুম—...তারপব যখন এলে না...তখন বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজিয়ে দিলুম...দেখে নাও একটা জীবন কেমন তোমারি লাগি—ধূপের মত তিলে তিলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—আর দুঃখও কিছু নাই মনে...আমার যা প্রাপ্য তা পেয়েছি,—

দামিনীরও চোখ দিয়া জল বাহির হয় হয়—হইয়া উঠিল—কোন রকমে সেটা সামলাইয়া লইয়া অবরুদ্ধ স্বরে কহিল—"আপনি ত চ'লেছেন তীর্থের পথে—আমারই বা বোঝাটা কেন বারিয়ে যান? এই নিন আপনার হার—বলিয়া ব্যাগ হইতে সেই কণ্ঠহারের বাক্সটি বাহির করিয়া ধুর্জ্জটির সম্মুখে রাখিয়া দিল—

"তুচ্ছ! তুচ্ছ দামিনী! আমি যে হার তোমায় পরিয়ে ছিলুম—সাম্রাজ্ঞীরও তা তপস্যার সামগ্রী...এতো সামান্য স্থূল বস্তু পিণ্ড মাত্র।

দামিনী জোড় হস্তে কহিল—"সেই জন্যই ত কেবল মাথায় করে বহেই বেড়ালুম...পরতে পারলুম না ঐ হারের দিকে

চাইলে যে কেবল আপনাকেই মনে পড়তো—আমি কাজ ভুলে বসতুম—আপনার ইহকাল পরকাল সর্ব্বস্ব দিয়ে যে—

"ঠিক ধরেছিলে দামিনী—আমি আমার সর্ব্বস্ব দিয়েই ও হার গড়িয়েছিলুম।"—

দামিনা উঠিয়া পড়িয়া কহিল, সেই জন্য আমারও মিনতি আর কোন রাজ্ঞী মহারাজ্ঞীকে ও হার দিবেন। আমার মত নারীর জন্য ও নয়—বলিয়া দামিনী দ্রুত বাহির হইয়া পড়িল।

ধূর্জ্জটি কয়েকবারই ডাকিল "আর একটু অপেক্ষা করে যাও—" কিন্তু দামিনী আর মোটেই দাঁড়াইল না একবারেই বাহিরে বাহির হইয়া পড়িল।

ধূর্জ্জটিও দামিনীর পশ্চাৎ সিঁড়ি পথে নীচে নামিয়া আসিতে ছিল—কিন্তু ভিতব হইতে একটা বাধা পাইয়া থমকিয়া দাড়াইয়া গেল। ভাবিল তাইত সম্ভোগের এ লালসা লইয়া পেছনে ছুটিবাব সে কে?—সে যখন যাত্রী ছাড়া কিছু নয়?—বরং আয়োজন করা উচিত যাহাতে তাহাকে চক্ষের জলের বন্যা লইয়া পথে ছুটিতে না হয়—যদি কোনদিন সত্যই তাহার প্রতি ভালবাসা জাগ্রত হইয়া থাকে।—

ধূর্জ্জটি বেহারাটাকে একটা ডাক দিয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যে বইগুলা গোছাইয়াছিল সে গুলা আবার ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া সাজাইতে লাগিল—যেন তাহার মধ্যে সুরাসুরের একটা দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছিল। একবার ভাবিতে ছিল আমার যখন যাবার সময় হইয়াছে—তখন চলিয়াই যাই—আবার

তখনি ভাবিতেছিল যাইতে যে এখনও বিলম্ব আছে, সে যে—একটা অশ্রু প্রবাহ লইয়াই চলিয়া গেল। প্রিয়তমার চোখে জল দেখিয়া পথে বাহিরই হয় বা কি করিয়া ?—

ধুর্জ্জটি বইগুলাকে লইয়া আবার ঝারাপোছায় লাগিয়া গেল। ইতিমধ্যে বেহারাটা আসিয়া একটা নমস্কার করিয়া কহিল! আমায় ডাক দিয়েছিলেন হুজুর—

ধুর্জ্জটি কহিল হাঁ। সেই স্ত্রীলোকটি বরাবর চ'লে গেল দেখলি ?

"হাঁ হুজুর তিনি কেন জানি না—রুমাল দিয়ে চোখটা মুছতে মুছতে চ'লে গেলেন।

"চোখ মুছতে মুছতে ? তুই ঠিক দেখেছিস ?"

"হাঁ হুজুর আমিত মিথ্যা বলিনি"—

ধুর্জ্জটি কহিল। হাঁ—ইয়ে—ছাখ একবার খোঁজ নিয়ে আস্‌তে পারিস ?

বেহারা কহিল, কোথায় যাব হুজুর ?

ধুর্জ্জটি তাড়াতাড়ি চকিত হইয়া উঠিয়া কহিল। কোন দরকার নাই তুই বোস্‌গে—আমি এক খানা পত্র লিখে দিচ্চি, পত্র খানা তোকে দিয়ে আসতে হবে। আর একখানা পত্র মিশনের বন্ধুদেরও দেব। তুই তাদের ব'ল্‌বি আজ আর আমার যাওয়া হলো না বুঝলি—বলতে পার্‌বি ?

"পার্‌বো হুজুর—"

"আচ্ছা যাও।" ধুর্জ্জটি দেয়াত কলম লইয়া চিঠিখানা

লিখিতে বসিয়াছে এমন সময় নীচে হইতে কে ডাকিল—ধূর্জ্জটি বাবু।

ধূর্জ্জটি মনে করিল বুঝি তাহার রামকৃষ্ণ মিশনের বন্ধুরাই আসিতেছে। উপর হইতেই বলিয়া উঠিল। অপেক্ষা করতে হবে বন্ধুগণ—আমার এখনও বিলম্ব আছে। এখনও কর্ত্তব্যের বন্ধন হ'তে মুক্তি পাইনি—

ভবনাথ তাঁহার শ্বেত শ্মশ্রুতে হাত বুলাইতে বুলাইতে আসিয়া কহিলেন। ক' দিন হ'তেই তোমার সঙ্গে দেখা করবো ব'লে ঘুরছিলুম বাবা—দেখা পাইনি!

ধূর্জ্জটি লেখা বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি নমস্কারটা সারিয়া কহিল। আপনি কাশী হ'তে এলেন কবে?

"এসেছি বাবা। বিশ্বেশ্বরের সেখানেই কোন্ সুস্থির হয়ে থাক্‌তে পারলুম! বন্ধন হ'তে মুক্ত না হ'তে পারলে দেবতাই কি অনুগ্রহ করেন? তা বলি বাবা তোমার বাড়ীর দুয়ারে ও বড় সাইনবোর্ডটা কিসের দেখলুম—এখানে কি কোন বালিকা বিদ্যালয় হয়েছে?

"হাঁ ঐ নীচের ঘরটাতেই স্কুল বস্‌বে। সুবটা ঘুরাইয়া দিয়া কহিল ও কিছু না। বুঝেছেন—এর ভিতর আমারও খানিকটা পাগলামী আছে বৈকি! জানেন খুব ছেলেবেলায় দেশে আমার একটা বিবাহ হয়েছিল, কবে যে তা আমার মনেই পড়ে না— আমার সেই স্ত্রীটির নাম ছিল দামিনী—স্মৃতি হ'তেও যখন তিনি লুপ্ত হ'তে বসেছেন তখন তার স্মৃতিটাকে স্থায়ী করতে—

ভবনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বুঝেছি বাবা পত্নী যে হারিয়েচে সেই জেনেছে সংসারের বুকে সে পুরুষের কতখানি?—স্মৃতি পূজা করো বাবা! তা পবিত্র! কিন্তু ব'লাছলুম কি...

ধুর্জ্জটি কহিল—কি বলছিলেন বলুন!—

"ব'লছিলুম"—একটা কিনারা ত আমাদের করে দিতে হয়—"এককালে তুমিও ত স্বীকৃত হ'য়েছিলে বিবাহে"—

"আমার কথা বলছেন? দেখছেন না—আমার যে আজ—গেরুয়া বেশ"—

"তাও বটে তবে উপায়?—কে বলছিলো তোমার—সঙ্গে বুঝি সোমেশ্বর বাবু ব'লে কোন বাবুর বিশেষ আলাপ আছে—তোমার কথা তিনি ঠেলতে পারেন না—যদি একটু চেষ্টা করো—

"এই মুহুর্ত্তে বলো তাতেই আমি রাজী—বাবা আর যে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারচিনে—মনে হচ্চে সংসারেব কাছে, সমাজের কাছে, আমি অসীম অপরাধে অপরাধী হ'য়েছি।—"

ধুর্জ্জটি কহিল, তবে চাদরটা জামাটা বদলে আসুন, আমিও প্রস্তুত হচ্চি—আশা করি কাজ সফল করে আসতে পারবো।

ভবনাথ একটা উৎসাহের সহিতই কাপড় বদলাইতে চলিয়া গেলেন।—

ধুর্জ্জটি মিশনেও একখানা পত্র লিখিয়া দিয়া আপনার মনে উঁকি দিয়া দেখিতে লাগিল—তাহার এ কয়দিনের জীবনের

হিসাবই কি—নিকাশই কি—জমাই বা কত? খরচই বা কত? সে ত নিজে অযোগ্য অনেক দিন হইতেই হইয়াছে। তাহার সমস্ত জীবনটাই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাহাকে ঘুরিতেই হইবে ভারতবর্ষের পথে পথে—কিন্তু আজ যদি সে সোমেশ্বরের সহিত দামিনীর বিবাহটা দিয়া যাইতে পারে—তাহা হইলে সে শুধু কর্ত্তব্যের কাছে নয়—রাষ্ট্রের নিকট হইতেও একটা ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে—সে ত পৃথিবীতে আসিয়া পৃথিবীর অনেক ভারই বাড়াইয়া গেল—এই পৃথিবী; এই পৃথিবীর মানুষ, তাহাকে অনেক দিয়াছিল বটে—কিন্তু বিনিময়ে সে কি দিয়াছে? সে শুধু একটা বাঁশিই বাজাইয়াছে—সে বাঁশিতে না ছিল একটু সুর, না ছিল একটু মোহ—সবে কেহ কাজ ভুলিয়া তাহার পথে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। তাই অদৃষ্ট ব্যঙ্গ করিয়া তাহার ব্যর্থ সাধনা দিয়া—বাঁশীকে অসি বানাইয়া দিল—এখন সে ফাঁসি গলায় দিয়া আত্মঘাতী হইয়া মরুক—তাহাই তাহার প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত।

(২৫)

অতিকষ্টে চক্ষের জলটা রোধ করিয়া দামিনী অনিমাদের বাড়ী প্রবেশ করিল।

বাড়ী প্রবেশ করিতেই সম্মুখের ঘরটায় শাক্যসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গেল। সেদিন আপিস ছিল না বলিয়া শাক্যসিংহ

বেলা ১০টা অবধি বাহিরের ঘরে খবরের কাগজ পড়িতেছিল, দামিনীকে দেখিয়া শাক্যসিংহ বলিয়া উঠিল, কে দামিনী—আজই বুঝি আস্‌চিস ?

হাঁ—বলিয়া শাক্যসিংহকে একটা প্রণাম করিয়া উঠিতেই তাহার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল বাহির হইয়া গেল।

যেন সে কত অপরাধেই অপরাধী—যেন সে তাহাদের কাছে কত অপরাধ করিয়াই এখান হইতে চলিয়া গিয়াছিল। তাহার দোষটা স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতে চক্ষের জল ছাড়া আর কিছুই নাই।

শাক্যসিংহ দামিনীর হাত হইতে ব্যাগটা লইয়া স্নেহ স্নিগ্ধ স্বরে কহিল। হয়ত তুই কৃতকার্য্য হ'তে পারিসনি। কি হাজার রকম বাধা বিঘ্নতে অকৃতকার্য্য হ'য়ে গেছিস্, তাই ব'লে মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি হারাস নাই, তা জানিস্—

দামিনী চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, না দাদা মেয়ে মানুষের ও কাজ নয়—তার আলাদা জগত।

শাক্যসিংহ কহিলেন, বুঝেছি একটা দুর্ব্বলতা তোরে পেয়ে বসেছে—মায়ের সঙ্গে দেখা করবি চল—অনিমা শ্বশুর বাড়ী গেছে বোধ হয় খবর পেয়েছিস্—একবারে যে অনেকটা রুগ্নাও দেখাচ্চে তোরে—মনে করেছিলুম শীঘ্রই একবার বন্দরে তোর সহিত দেখা করে আসবো, যাই হোক এসে পড়েছিস্ ভালই হয়েছে—মা তোরে পেয়ে কত খুসী হবেন। ভবনাথ বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে ? তিনি কাশী হ'তে এসেছেন যে—

দামিনী কহিল, না বাবার সঙ্গে দেখা হয়নি—শাক্যসিংহ কহিল। আচ্ছা খাওয়া দাওয়া করে ভবনাথ বাবুর সঙ্গে দেখা করবি এখন,—মা—ওমা এদিকে কে এসেছে দেখেছ? তোমার দামিনী যে—

সারদাসুন্দরী তখন গৃহস্থালীর রান্না-বান্না সারিয়া একবার হরিনামের মালাটা লইয়া জপে বসিয়াছিলেন—দামিনীর নাম শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিলেন, কে দামিনী আয় বাছা—বলিয়া মালা গাছটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিবার আর অবসর না পাইয়া নিজের গলাতেই ঝোলাইয়া, তারপর দামিনীর মাথাটিতে হাত রাখিয়া কহিলেন, বেশ ভাল ছিলিত মা—

দামিনী সারদাসুন্দরীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া কহিল—মা একদিন আশীর্ব্বাদ করেছিলে দেশের মেয়ে হও, হয়ত তা হ'তে পারিনি—সমস্ত পৃথিবী যে আমার বিপক্ষে ছিল মা......

"তবু তুই জয়ী বাছা—আমি তোর চেহারা, তোর চাহনিতেই তা টের পাচ্ছি—" বলিয়া সারদাসুন্দরী স্নেহভরে দামিনীর অযত্ন বিন্যস্ত অলোকের চুলগুলি সরাইয়া দিতে লাগিলেন, কোথায় একটু ধূলা লাগিয়া গিয়াছিল, সেটুকুও তিনি মুছাইয়া দিতে লাগিলেন, দামিনী মায়ের স্নেহ বুঝিতে পারিল। অবরুদ্ধ স্বরটাকে কোন মতেই পরিষ্কার করিতে না পারিয়া কহিল, মা কোটী কোটী অপরাধে অপরাধিনী আমি তোমাদের চরণে—কিন্তু আমি বুঝিনি—

সারদাসুন্দরী কহিলেন, না দামিনী আক্ষেপ করিস্‌নে, ঝঞ্ঝার

শেষে যে জীবনখানিকে পাওয়া যায়—সেইটাই খাঁটি—তার আর পতন নাই। তুই বাইরেটাকে বেশ চিনে এলি ত?

দামিনী কহিল, না—মা যেটুকু চিনেছি এখন মনে হচ্চে ওটুকু না চেনাই আমার ভাল ছিল। লাভ ত কিছুই বুঝলুম না।

সারদাসুন্দরী কহিলেন, লাভ লোকসান বুঝেই কি সবাই সংসারের পথে চলে; হাঁরে পাগলী—

শাক্যসিংহ তখন ইতিপূর্ব্বেই নীচে নামিয়া গিয়াছিল। নীচে হইতে কহিল—মা তবে ভবনাথ বাবুকে একটা খবর দিয়ে আসি?

সারদাসুন্দরী কহিলেন, যাও।

দামিনী কহিল, দেখ মা এতটা ভুল হবে—আগে তা বুঝিনি। বাইরে বেরিয়েছিলুম বটে, কিন্তু ঐ জগতটার কথা একদিনও চিন্তা করিনি—এখানে যে একটা ক্ষুধা তৃষ্ণা হাঁ করে চেয়ে ব'সে আছে, তাও ভেবে দেখিনি! তাই আপনাকে জয় করতে দুঃসাধ্য সাধনা করতে হ'য়েছিল। শেষকালটায় আপনাকেও আর ঠেকিয়ে রাখতে পারিনি।

সারদাসুন্দরী কহিলেন, না পারিস ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছিস্ সেই আমার ভাগ্যি—এখন তেল টেল মেখে স্নান করে আয় দেখি, চুলগুলি একবারে রুক্ষ হয়ে গেছে, কে যত্ন করে বেঁধে দেবে?—আয় আমিই একটু তেল মাখিয়ে দি—কাপড় চোপড় ছেড়ে ফ্যাল্।

দামিনী কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া কহিল, সই আর সইএর স্বামী তাঁরা বেশ ভাল আছেন?—খবর পেয়েছো?—

"লোক দুবেলাই আসচে আমাদের—ঝিরাও যাচ্চে—তুমি এসেছ শুনে, দেখ হয় ত আজিই এসে পড়ে—"

"না মা অনিমা যেন তার শ্বশুর শ্বাশুড়ীর মত নিয়ে তবে আসে"—

সারদাসুন্দরী বলিলেন, "জানো ত বাছা তার খেয়ালী মন"

দামিনী কহিল, "জামাই বাবুটি বেশ হয়েছে—কি বলো মা?"

সারদা সুন্দরী দামিনীর খোঁপাটা খুলিয়া তাহাতে তৈল বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন—হাঁ মা ঈশ্বরেচ্ছায় এখন ত মনের মত হ'য়েছে—বলো যে সবাই বেঁচেবর্ত্তে থাকুক্—বড্ড ভাল মানুষ আমার জামাইটি—

"বেশ হ'য়েছে মা—অনিমা যেমন চাইতো—জামাই বাবুটির সঙ্গে—আমারও একবার দেখা হবে না?"

সারদাসুন্দরী কহিলেন, হবে বৈকি—হয় ত দুজনেই বা এসে প'ড়ে—কিন্তু তুই দামিনী—বড় কাহিল হ'য়ে গেছিস বাছা—কণ্ঠা যেন বেরিয়ে গেছে—মেয়ে মানুষ বিদেশ বিভূম জায়গা তাতে একলা—কেউ ত লক্ষ্য করবাব ছিল না—তবে শুনেছিলুম সোমেশ্বর বাবু লোকটি খুব ভাল।—

"হাঁ মা খুব ভালো, মনের বলে, চরিত্রের বলে.—তাঁকে এক-জন আদর্শ পুরুষ ব'লতে—পারা যায়—

দামিনী কলতলায় স্নানটা সারিয়া লইতেছিল—শাক্যসিংহ ফিরিয়া আসিয়া বাহিরের ঘর হইতে একটু উচ্চকণ্ঠেই কহিল, মা রাঁধুনী বাম্নি খবর দিলে—ভবনাথ বাবু এইমাত্র—ধুর্জ্জটি

বাবুর লোক এসেছিল—তার সহিত চাদর জামা নিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেছেন।—

সারদাসুন্দরী কহিলেন, বেশ—তুমিও এইবার স্নান সেরে নাও—দামিনী টামিনী আছে, তোমাদের না হ'লে ত ওরা খেতে পারে না—

শাক্যসিংহ কহিল, কেন তারা আগে খেলেই বা—

সারদাসুন্দরী কহিলেন, না তোমরা যে পুরুষ—

শাক্যসিংহ কহিল, না মা এ গোঁড়ামীর প্রশ্রয় আমি ভালবাসি না—ওরা মানুষও ত বটে।

দামিনী কলতলা হইতেই কহিল, না দাদা এটা গোঁড়ামী নয়, ঠিকই—আগে আমিও ওসব—পছন্দ করতুম না, কিন্তু বাহির থেকে ঘুরে এসে বুঝেছি, কেন নারীর—পুরুষের বশ্যতা প্রার্থনীয়। তাদের ওটা যে চাইই—

শাক্যসিংহ অবাক হইয়া দামিনীর এই কথা শুনিল। যে দামিনীকে সে মনে মনে অতি উচ্চেই, নারীকুলরত্ন বলিয়া স্থান দিত।—

(২৬)

খাওয়া দাওয়ার পর দ্বিপ্রহরে বাড়ীর সকলেই একটু গড়াইয়াছে, সারদাসুন্দরীও তাঁহার অভ্যাস মত রামায়ণখানি হাতে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। দামিনীও তাহার সইএর ঘরটাতে, সইএর বিছানাটায় পড়িয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করি-

তেছিল কিন্তু ঘুম আর আসিতেছিল না। কেবলি ক্ষণে ক্ষণে কত সব অনাসৃষ্টি চিন্তা আসিয়া তাহার—মনোরাজ্যখানি ঘেরিয়া ধরিতেছিল, দামিনী গৃহের আসবাব পত্রগুলির উপর লক্ষ্য দিয়া ঐ সব চিন্তা হইতে আপনাকে ভোলাইয়া রাখিবে মনে করিতেছিল, কিন্তু পারিতেছিল না। যত মনে করিতে চায় যে—দুই সখীতে মিলিয়া বারান্দার টব হইতে ফুল সংগ্রহ করিত, এইখানে এই গৃহে বসিয়া সুখ দুঃখের গল্প করিত, তত তাহার মাঝখানে কাহার একখানি মুখ ভাসিয়া উঠে, কে আসিয়া তাহার পার্শ্বে করুণ নয়নে কিসের প্রার্থনায় দাঁড়ায়। তাহার বয়সটাও যে শেষকালে তাহার বিরুদ্ধে এমন করিয়া দাঁড়াইবে কে ভাবিয়া রাখিয়াছিল? হায় ভবিতব্য!—ইচ্ছা করিলেই মানুষের মুক্তির অবসর কোথায়? বাহিরের—জগতের আকর্ষণে যে তাহাকে থামিতেই হইবে।

সহসা বাহিরে একখানা পাল্কী আসার—শব্দশ্রুত হইল।

দামিনী উন্মুখ হইয়া চাহিতেই দেখিল—সিঁড়ি বাহিয়া দ্রুত তাহার সই অনিমা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

অনিমা আসিয়াই দামিনীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, এসে পড়লুম সই। যেমনি শুনলুম তুমি এসেছ—আর কি ঘরে রইতে পারি? কত মানা করলেন সবে—শুনলুম না—বললুম সই যখন এসেছে, তখন আমায় যেতেই হবে।

দামিনী তাড়াতাড়ি কহিল, তোমার শাশুড়ীও বারণ করলেন?—

অনিমা কহিল, শাশুড়ী ঠিক নাই দি'দি শাশুড়ী, হাঁ আমি ত তাঁর কথা শুনে বসে আছি। কর্ত্তাটিও আটকাতে পারলেন না। বল্লেন যাচ্চো যাও—আমাকে আজ পাচ্চো না। আমি স্পষ্ট ব'লে এলুম—দরকার নাই, সইএর সঙ্গে দেখা করতে যাবার স্বাধীনতা টুকু যে স্বামী নষ্ট করতে চান......

দামিনী সভীতি ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, তাহ'লে তুমি ঝগড়া করেই এসেছ।......

"না ঝগড়া ঠিক নয়—ওসব—যাক্‌গে ভাই, এখন বলো শুনি কেমন ছিলে—রোগাও ত অনেকখানি হ'য়ে গেছ দেখছি—সই অসীম সৌভাগ্য তোমার—ইতিহাসে তোমার নাম স্বর্ণ অক্ষরে লেখা থাকবে।

"সোণার হরপে লেখা হবার আগে সমস্ত ইতিহাস শুদ্ধ আগুনে ভস্ম হ'য়ে যাক্—আমার মত এ সৌভাগ্য যেন কোন নারীকে না স্পর্শ করে—অনিমা তুই জানিস্‌নি, তুই বুঝিসনি কি করে বোঝাবো বল্।—কথাটা বলিতে বলিতে দামিনীর স্বর কাঁপিয়া উঠিল।

অনিমা কহিল, "কি সই কেঁপে উঠ্‌লি যে—তবে জীবনে ত্যাগটাই কি বড় নয়? ভোগের আকাঙ্ক্ষা কতদিন হ'তে—আবার তোমায় পেয়ে বসলো—

দামিনী কহিল, "কতদিন হ'তে জানিনি; কিন্তু একা থাকার অসীম যন্ত্রণা—"

"আমি মনে করেছিলুম আমিও যে তোমারি মত ব্রত নেব। সারাজীবন কাজ দিয়ে আপনাকে ভরিয়ে রাখবো। বিয়ের

সুখটা ত দেখলুম—বিয়ে হ'লেই স্বামীগুলা—যেন একবারে পেয়ে বসে। আমি তাই মুক্তির জন্য......"

"আমি আশীর্ব্বাদ করচি অনিমা জন্ম জন্ম ঐ রকম স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হ'য়েই থাক্, যেন আমার মত কোন দিন সর্ব্বনেশে নেশায় মেতে উঠিস্‌নে। জানিস্‌নে সে কি যন্ত্রণা—সে বোঝাবার ভাষা আমার নাই—যদি সত্যিই ঝগড়া করে এসে থাকিস্ বল্—মিটিয়ে দিয়ে আসি—স্বামীর উপেক্ষা নিয়েও যে তৃপ্তি আছে......"

দামিনীর চোক দিয়া হঠাৎ জল বাহির হইয়া গেল। কিন্তু তাহার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না—আজ তাহার কেবলি মনে হইতে-ছিল—তাহার জীবন, যৌবন ইহকাল পরকাল—সকলেরই মূলে আগুন লাগিয়া গিয়াছে—সে আগুনে তাহাকে ভস্মীভূত হইতেই হইবে। তাই—তাহার আর আয়োজনও নাই—উদ্যোগও নাই সত্যের পথ হইতেও অনেক দূরে দাঁড়াইয়াছে।—

অনিমা কহিল "একি সই কেঁদে ফেল্‌লি যে—"

দামিনী কহিল, কাঁদলুম সই—কেন কাঁদলুম তা জানিনি—তবে আজ—তোদের দিকে চেয়ে আমার মনে হচ্চে—আমার মত এত বড় অনাবশ্যক সৃষ্টি, ভূভারতে আর কখনো হয়নি—একবার এর ভবিষ্যতের পানে চেয়ে দ্যাখ্, সত্যিই তাই কিনা—তোরা হয় ত ভাব্‌বি—আমি কাজ,—সম্মান, উচ্চ আদর্শ কত কি পেয়েছিলুম—, কিন্তু সে যে কত বড় ফাঁকি, তা আমিই জানি—আমার ডাক শুনে আমার পাশে সমবেত হ'য়েছিল কারা—যারা সমাজের চির-অবজ্ঞাত, লাঞ্ছিত, ঐ কুমার—কৈবর্ত্ত—ওরাই। ভদ্র গৃহস্থ

ঘরের একটা নারী পুরুষ কেউই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ?—বরং অবজ্ঞা ক'রেই চ'লে গেছে—বিবি খৃষ্টান আরও কত বিশেষণ এই নামটার পেছনে লাগিয়েছে—তাই বলছিলুম অনিমা ঘরের লক্ষ্মীর বাইরে অসীম লাঞ্ছনা—বাইরে যে তার—স্থান নয়—আমার দেখে শিখ্‌তে চেষ্টা কর্‌—স্বামীর সঙ্গে ও সব ঝগড়া ঝাঁটির কথা গুলো স্বপ্নেও মুখে আনিসনে—বুঝলি—

অনিমা মুখ টিপিয়া কহিল—"তাই বলে এতটা অধীনতা নাই স্বীকার করলুম। খেলা ঘরের পুতুল হওয়ার চাইতে ত' ভাল—"

দামিনীর আজ বলিয়াও আশ মিটিতেছিল না, তাহার মনে হইতেছিল তাহার যদি হাজার জিহ্বা থাকে, তবে হাজার জিহ্বায় সে তার মর্ম্মকথা জনে জনে ডাকিয়া বলিয়া আইসে। অনিমার কথায় তাই বলিয়া উঠিল। "এযে কত বড় মধুর অধীনতা অনিমা—দূরে একটু না দাঁড়ালে ঠিক বুঝে উঠিতে পারবিনে নারী সে রাষ্ট্রের জন্য সৃষ্টি হয় নাই, সে সৃষ্টি হয়েছে মা হবার জন্য—"মা" না হ'লে যে তার জন্মই বৃথা—

অনিমা হাসিয়া কহিল—তাহ'লে ঘটক ঠাকুরকে ঘটকালীর ফরমাস করে পাঠাই—

"পাঠাও, আমার আপত্তি হবে না—"

"কানা কুজো খোঁড়া যাই জুটিয়ে দি' কেমন ?—তা গোপনে আমাকেই কোন্‌ একখানা চিঠি লিখ্‌লি, আমাদের কর্ত্তাটিকে না হয়— তোর জন্য রিজার্ভ ক'রে রেখে দিতুম। কি পারা যায়না সই; আমি এত পেয়েছি এই কয় দিনের মধ্যে, আমার মনে হয়

আর দরকার নাই, সমস্ত জীবন এ কয় দিনের স্মৃতিতেই ভরিয়ে রাখতে পারবো।

দামিনী কহিল, অনিমা অন্যায় কথা তুলিস নে—আমার রাগ হবে।

সারা বৈকালটা অনিমার সহিত দামিনীর কথাবার্ত্তায় কাটিয়া গেল সন্ধ্যা বেলায় অনিমার স্বামী শিখরেশ আসিয়া যোগ দিল! তারপর সে কি হাসি—কি আনন্দ, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসার প্রত্যক্ষ রসাস্বাদনে দামিনীর হৃদয় একেবারে কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিল। সে বঞ্চিত কিনা—তাই রাত্রে বিদায় লইবার সময় উভয়ের সমক্ষে দামিনী উচ্চকণ্ঠেই কহিল। "আমি মর্ত্ত্য লোকও চাই না—স্বর্গও চাই না। মুক্তিরও কামনা রাখি না—যদি একবার অতীতটাকে ফিরে পাই, যে অতীতে আমি বালিকা জ্ঞানহীনা—সখীর হাত ধরে ফুলতুলে বেড়াই; পুণ্যিপুকুর করি;—সেঁজুতি করি, প্রত্যহ শিবমূর্ত্তি গড়ে গঙ্গার ঘাটে পূজা দিয়ে আমার দেবতার জন্য কামনা করি, সেই সরল সুখময় শৈশব—আসে না কি তা—বিনিময়ে আমার ইহকাল, পরকাল বিসর্জ্জন দিতে রাজি আছি। তুচ্ছ এই জ্ঞানের আলো—আমি চাইনা তা—এ যে আলেয়ার মত নিজের আলোয় নিজেকেই উদভ্রান্ত করে দেয়, তখন আর পথ পাইনা—

শিখরেশ অনিমাকে কহিল, ব্যপার কি বলো দেখি ব্রত-ধারিনীর মুখ হ'তে এসব কি কথা বেরিয়ে গেল?

অনিমা খানিক চুপ চাপ থাকিয়া কহিল। দরকার আছে;

ও গুলো প্রকাশ করবার তার নিতান্ত প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়েছিল—নইলে ফেটে মরে যেতো। যৌবন যে তার বুকের ভিতর হ'তে রক্তের দাবী ক'র্‌চে, সে কি নিয়ে রুদ্র দেবের সম্মুখে দাঁড়ায়? সম্বল যে সব হরিয়ে ফেলেছে—আজ তাই ও মনে করেছে কথা দিয়ে আপনাকে ভরিয়ে রাখবে, কিন্তু তাই কি পারে? কিন্তু তুমি আমায় উদ্ধার করেছ। অনিমা ভক্তিভরে স্বামীর পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল!

শিখরেশ কহিল— এযে দেখি আজ নূতন ভঙ্গী।

অনিমা কহিল—হাঁ তাই গো তাই—স্বামীর হাত ধরিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

(২)

বসন্তের প্রভাত। পৃথিবীর অধরে আজ যেন হাসি আর ধরিতেছে না—এমনি একটা পুলক চাঞ্চল্যতায় চারিদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, মধ্যে মধ্যে একটা মল্লিকার সৌরভের সহিত পাখীর কল-কাকলী ভাসিয়া আসিতেছে—

দামিনীর খুব ভোরে একবার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, প্রভাতের শীতল হাওয়ায় আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এ নিদ্রাটুকু তাহার স্বপ্নে ভরা, সে যেন স্বপ্নে দেখিতেছিল পিতা ভবনাথ স্বর্ণরথে করিয়া আকাশ হইতে একটি দেবতা সঙ্গে করিয়া আনিলেন। তারপর এই বাড়ীতে বিবাহ উৎসবের ধুম লাগিয়া গেল। দামিনীর

মত মেয়ের জন্য ত আর যে সে জামাই আইসে নাই, সকলেই একবাক্যে জামাইয়ের প্রশংসা করিয়া যাইতেছে—

দিদি স্বর্ণলেখার পর্য্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের বিরাম নাই চারিদিক হইতে কত জন আসিতেছে, কতজন যাইতেছে, কিন্তু কে ঐ একজন দীর্ঘ শুষ্ক যুবক গেরুয়া বসনে অঙ্গ আবৃত করিয়া—চারিদিকে একটা উদাস দৃষ্টি হানিয়া—এই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। কে—ঐ...দামিনীর মনে হইল অনেকবার অনেকদিন তাহাকে দেখিয়াছে—ও যে নিতান্তই তাহার পরিচিত। কিন্তু নামটা কিছুতেই মনে পড়িতেছে না। ঐ যে ঐ কণ্ঠহারের বাক্সটাও আনিয়াছে—ও কোন্ বাজীকর?—হীরা জহরতের হারটা যে আবার সর্প হইয়া তাহার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল। ইহ জীবনে বুঝি দামিনী আর সেটাকে ছাড়াইতে পারিল না। যত ছাড়াইতে চায়,ততই সেটা জোর করিয়া তাহার বক্ষে চাপিয়া বসে। ঐ যে দেবতাও তাহার সেটা দেখিয়া ফেলিয়া হাসিতেছেন। কি পরিতাপ—হায় অভাগিনী নারী—স্বপ্নাবস্থাতেই দামিনী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

কবাট ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে অনিমা দেখিল, দামিনী ফোঁপাইতেছে,—অনিমা না হাসিয়া পারিল না। কহিল ওঠো সই—আর কাঁদবার দরকার নাই—আজ যে তোমার বিয়ে—

দামিনী ধড়্মড়্ করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িল।

অনিমা দামিনীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল।—"বড় সুসংবাদ ভাই—বক্‌শিশ্ পাবার আশাটাও রাখি......"

দামিনী কহিল "সকাল বেলাতেই কি জ্বালাস্ ভাই—তার ঠিক নাই।"

"ঐ বাঁশী বাজচে শুনতে পাচ্ছো না? আচ্ছা—টেলিগ্রাম-গুলো দেখাই তাহ'লে বিশ্বাস করবে ত? সারারাত্রি কাল টেলিগ্রাম এসেছে—দাদারও একদণ্ড নিদ্রা হয় নি—সই—বাবা নয়টার গাড়ীতে এলেই সব খবর পাবে—স্বর্ণ দিদিরও কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্চো না?—

দামিনী কহিল, দিদি এসেছেন নাকি?—অনিমা কহিল হাঁ—

দামিনী তাড়াতাড়ি মুখে জল দিয়া—দিদি স্বর্ণর কাছটিতে উপস্থিত হইয়া তাহার পায়ের কাছটাতে—ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া দিদির ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইল!—

স্বর্ণ দামিনীকে কোন কথাই বলিল না। একবার দামিনীর দিকে চাহিয়া তারপর মুখটা ফিরাইয়া লইয়া লইয়া পার্শ্বে উপবিষ্টা সারদাসুন্দরীকে কহিল। তাহ'লে মা একদিনেই গায়ে—হলুদ, বিয়ে, সব হ'য়ে যাবে?

সারদাসুন্দরী কহিলেন তা হয় বাছা—তাতে দোষ হয় না—

স্বর্ণ কহিল তাহ'লে বরণডালার যোগাড়টা ত আগে চাই—ওটার যে এখুনি দরকার পড়বে। সারদাসুন্দরী কহিলেন, হাঁ।—

স্বর্ণ কহিল, কিসে কি লাগে বাছা আমার ওসব ভাল মনেও নাই। পুরোহিত ঠাকুরকে তাহ'লে একবার—শাক্যদাকে দিয়ে ডেকে পাঠালে ভাল হয় না? আর অনিমা তুই ভাই—

সারদাসুন্দরী কহিলেন। অনিমা দামিনীর কাছেই থাকুক না—একটা সঙ্গী থাকা ভাল।

অনিমা কহিল। ভয় নাই মা—এবার আর আসামী পলাতকা নহে—

দামিনী আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। সে এখনও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অথচ চারিদিকের আয়োজন দেখিয়া তাহার অবিশ্বাস করিবারও কিছু নাই—স্বপ্নটা যে তাহার জীবনে এত শীঘ্র ফলিয়া যাইবে—কে ভাবিয়া রাখিয়াছিল? কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার সে অবসরও তাহার নাই—স্বর্ণ ছেলেটিকে কোলে লইয়া উপর তলায়—অদৃশ্য হইয়া গেল, কিন্তু—কাণ তাহার বাড়ীর ভিতরের দিকেই রহিল।

স্বর্ণ অনিমাকে কহিল। তোমাদের বাড়ী হ'তে—পিঁড়ি দুখানা বর কনের জন্য—আর শঙ্খ আর—দূর্ব্বা করগাছি—এই কটা ভাই—তোমায় জোগাড় করে রাখতে হবে।

সারদাসুন্দরী কহিলেন, ওর সইএর বিয়ে, তা আর পারবে না?

স্বর্ণ কহিল, আমার বাছা বড় ভিচি কিচি লাগচে সারারাত্রি দেখ না—এক রকম রেগে জেগে ব'সে এসেছি। তারপরে এসেই সব নয় নতুনের বন্দোবস্ত—বাবার কাজই ঐ রকম—

সারদাসুন্দরী কহিলেন, তোমার—বাবার কাজ মন্দ নয়—বাছা—এবার পাত্র যে হচ্চে পাত্র যার নাম—

স্বর্ণ কহিল—শাক্যদা ব'লছিলেন। ধূর্জ্জটি না গেলে—বাবার সাধ্য কি ছিল?......

সারদাসুন্দরী কহিলেন, সে কথা বড় মিথ্যে নয় মা—স্বর্ণ কহিল পাত্রটির নাম কি বল্লে মা ?—সর্ব্বেশ্বর বাবু—বুঝি ?—

সারদাসুন্দরী কহিলেন—না—সোমেশ্বর বাবু ! যদিও দ্বিতীয় পক্ষের তিনি, তবু বয়স একবারে কাঁচা, আর—লেখাপড়ায় বিদ্যায় বুদ্ধিতে একবারে অতুলনীয়—

স্বর্ণ গুরু গুরু হৃদয়ে কহিল, যতক্ষণ দুহাত একহাতে না হচ্চে মা, ততক্ষণ ত বিশ্বাস নাই ও মেয়ের যে রকম কপাল !—

স্ত্রী আচারাদি হইলে পর অপরাহ্নের দিকে কয় সখী মিলিয়া ও অনিমা শুদ্ধ দামিনীকে সাজাইতে বসিয়াছিল। অনিমা, দামিনীর কালো মেঘের মত একরাশ চুল এক হাতে করিয়া জড়াইয়া তাহাতে গন্ধ লেপন ও চিরুণ দিয়া দিতেছিল। আর এক সখী পুরবালা—আলতা দিয়া বেশ ধরিয়া ধরিয়া পা কামাইয়া দিতেছিল !—

দামিনী আজ কাহাকেও কোন কথা কহে নাই। নবোঢ়া বালিকাটির মত, সখীদের খেয়ালের মুখে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিল। একবার অনিমা চুলের গোছাটা দুই হাতে করিয়া সামলাইতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল। এত কেশ—যে সোমেশ্বর বাবুর বোধহয়—বিছানারও দরকার হবে না। কেশের শয়নেই আরাম অনুভব করবেন। কিন্তু সই—এক জায়গায় তোমার পরাজয় হ'লো—স্বয়ম্বরা সভার যাত্রীই হ'য়েছিলে "স্বয়ংবরা" আর—হ'তে পারলে না। এ বিষয়ে কিন্তু আমারই জিত—তা বলতে হবে।

দামিনী কোন উত্তর দিল না।

অনিমা কহিল, আজ যে তোর কোন কথাই নাই। কথা-টুকুও কি দেবতা হরণ করে নিলেন ?—

দামিনীর দিদির "দামাল" ছেলেটির একখানা লাল রঙের চিরুণীর উপর নজর পড়িয়াছিল। সে সেইটা মুখে পুরিয়া ও কামড়াইয়া তাহার ভিতর হইতে কোন রকম রসবস্তু সংগ্রহ করিতে পারা যায় কি না—তাহার প্রচেষ্টায় নিযুক্ত ছিল। দামিনী সেটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া ছেলেটিকে আপনার কোলে বসাইয়া লইল।

অনিমা কহিল, ছেলে তোমারও বৎসরান্তে একটি কোলে হবে তা জানি, কিন্তু—কথাটার ত উত্তর দাও।

পুরবালা কহিল, ওকি উত্তর আজ দেবে ভাই—ওর যে আজ—বিসর্জ্জনের দিন। নদী সাগর সঙ্গমের মুখে এসেছে, ওর—আর কোন নাম নাই—কোন রূপ নাই, কোন বাক্যও নাই, দেশ, ধর্ম্ম—সব হারিয়েছে—ও আজ শুধু উৎসর্গিতা......পারাবার—বিহারিণী......

পার্শ্বে এক কবিত্বশক্তি সম্পন্না প্রৌঢ়া বসিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন ঠিক ব'লেছ। হৃদয়ে তার আজ একটা তরঙ্গও নাই।

* * * * *

চারিদিকে হাঁক, ডাক, গাড়ী ঘোড়া আসিতেছে, যাইতেছে, একদিনের মধ্যে কি বিষম ব্যাপার—পাড়ার লোকেরও তাক লাগিয়া গিয়াছে; ওদিকে রান্নাশালায় স্বর্ণ শত হস্ত হইয়া

রাঁধুনীদের জোগাড় করিয়া দিতেছে, হালুইকররাও আসিয়াছে, ভবনাথ গাড়ী হইতে নামিয়া একটু জলস্পর্শও করেন নাই। তাঁহার—সংকল্প আছে, একবারে বিবাহাদি সারিয়া তবে জলস্পর্শ করিবেন।

এমন সময় সন্ধ্যাবেলায় বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিশও বরের সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স্বর্ণর বর দেখিয়া আনন্দ আর ধরে না। সবচেয়ে বরের হীরা জহরত মণ্ডিত গলাবেড়া চেনহারটাই তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। সারদাসুন্দরীকে কহিল, ঢের গলাবেড়া হার দেখেছি মা, কিন্তু আমাদের দামিনীর স্বামিটির যেমন হার গাছটি, এমন তর...সারদাসুন্দরী হাসিয়া কহিলেন, যেমন বর—তেমনি ত হার হবে মা—

দামিনীও ঘর হইতে কথাটার কতকটা শুনিতে পাইল। সে শিহরিয়া উঠিল, ভাবিল সেই হারটা নয়ত?—এতদিন ধরিয়া যে হারটাকে সে বক্ষের কাছে রাখিয়া আসিয়াছিল এবং যে হারের বোঝা বহিতে বহিতে তাহার পঞ্জরের খানিকটা দিক একেবারে ধসিয়া গিয়াছিল—অনেক কষ্টে ফেরৎ দিয়া আসিয়া তবে নিষ্কৃতির হাঁপ ফেলিতে পাইয়াছে। কে বলিতে পারে—ধুর্জ্জটি তাহার ভাবী স্বামীকে সেইটাই দিয়া আইসে নাই?—যে রকম শোনা যাইতেছে এ বিবাহ এক রকম ধুর্জ্জটি হইতেই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ধুর্জ্জটি নহিলে আর কেহ তাঁহাকে বিবাহে লওয়াইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

পবিত্র দাম্পত্য সম্বন্ধের মাঝখানে আবার কি একটা স্মৃতি বহন করিতে হইবে ?

সবটা অমূলক একটা কল্পনা মাত্র, তথাপি সে না শিহরিয়া উঠিয়া পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন হীরা চুনির ছদ্মবেশে সেই হারটা আবার তাহার বক্ষের মধ্যেই নীড় খুঁজিয়া ফিরিতেছে —কোথাও পলাইবার যে অবসর আর নাই—সাগরের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এখন একটি ঢেউএর অপেক্ষা মাত্র।—

কিন্তু কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন এই নারীচিত্তের—বিবাহের মন্ত্র কয়টা পড়িবার পর মুহূর্ত্ত হইতে যে এই পৃথিবীর রংএরও পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। দুই দিন আগে পর্য্যন্ত যে ধূর্জ্জটির কথা তাহাকে চিন্তা করিতে হইয়াছে এই এক রাত্রির মধ্যে তাহার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। হৃদয়ের কোন একটা নিভৃত প্রান্তেও যে তাহার আর স্থান নাই—তাহার জীবন যৌবন ইহকাল পরকাল সবই যে উন্মুখ হইয়া এই সোমেশ্বর রূপী দেবতার দিকে ছুটিয়াছে একি—নূতন কূল লাভ ?—

যেন কত হাজার বৎসর ধরিয়া শৃঙ্খলভারে পীড়িত হইতেছিল। এক মুহূর্ত্তে এই দেবতাটির পরশে সে শৃঙ্খলভার মুক্ত হইয়া গেল। —এখন সে নারী, কল্যাণী—কি আরাম! আর সে বন্দিনীও নহে দেবতা তাহাকে সোনার রথে চড়াইয়া লইয়াছেন।

ফুল, জল, বেদ মন্ত্রের, যে এত সম্মোহন শক্তি, জানিত না তাহা

এই প্রথম বুঝিল। স্তব তাই আর বাধা মানিল না। আপনি তাহার ভিতর হইতে উচ্ছসিত হইয়া উঠিল।—

হে দেবতা বাঁধো! বাঁধো!—তোমার হৃদয়ে বাঁধো! তোমার অন্তরে বাঁধো! তোমার বাহিরে বাঁধো! এ বন্ধনের ভিতর হ'তে যে মুক্তির একটা অমৃত গীতি শুনতে পাচ্চি—এতদিন ধূর্জ্জটি রূপে ভুলাইয়া ছিলে—এইবার সোমেশ্বর রূপে তীর্থক্ষেত্রের দিকে টেনে নিয়ে যাও। হে আমার সর্ব্বস্ব—আমার ইহকাল পরকালের কাণ্ডারী হয়ে আমাতেই অধিষ্ঠান করো—

বাসরঘরে অনিমা ও স্বর্ণ-লেখা সোমেশ্বরকে ধরিয়া পারিয়া কহিল। বর তোমায় বলতেই হবে, দামিনীকে মনে ধরচে কি না—না বল্‌লে কিছুতে ছাড়চিনে—

সোমেশ্বর কহিলেন, কি বলবো বলুন—উনিত আমার আজকের পরিচিত নন। ওঁর ভিতরে এমন একটা তেজস্বিতা আছে—এমন একটা শুচিতা আছে—যাতে পুরুষের দৃষ্টি ওঁয়ার দিকে না অবনত হ'য়ে পারে না—আমি মনে মনে ভক্তিই করতুম—হৃদয়ে রাখবো সে কথা কখনো মনে হয়নি—কারণ, জানতুম যোগ্যপাত্র ওঁর...আমাদের মত বদ্ধ জীব নয়।—

অনিমা হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল, যাই হোক সোমেশ্বর বাবুর নিস্কৃতি—সরল সত্য কথা ব'লেছেন। নইলে দিদির হাতটা আপনার কানটার দিকে যে রকম লক্ষ্যে ছুটে ছিল......

সোমেশ্বর হাসিয়া কহিলেন, আমার ভাগ্য—

অনিমা। এইবার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী পেয়েছেন মনে হচ্চে ত?

সোমেশ্বর। তা হচ্চে বটে, কিন্তু প্রথমা স্ত্রীর স্মৃতির হাতটাও এড়ানোও যে দুষ্কর।—

সকাল বেলায় আবার সানাই বাজিতে আরম্ভ হইয়াছে, কি করুণ সুরেই আজ বাঁশি বাজিতেছে।

সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ যেন আজ এই বাঁশির সুরের বিলাপ গাথায় অশ্রু ফেলিয়া জাগিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ ভবনাথের চক্ষু দুটিও আজ ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিতেছে, কত ঝড় কত ঝঞ্ঝার পর—মেয়ের আজ বিবাহ হইয়া গেল। স্বর্ণও সকাল হইতে চোখ মুছিতেছে—কত বড় কাটনাই সে ভগ্নীকে করিয়াছিল।—পাড়া প্রতিবেশী সারদাসুন্দরী ও অনিমা কাহারও মন বেশ ভাল নাই। আসন্ন বিদায়ের ব্যথায় সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে

সোমেশ্বরও সকাল বেলায়, ভাড়া গাড়ি উঠিয়া ধূর্জ্জটিকে একটা ডাক দিয়া পাঠাইলেন, এবং পকেটে যে হারের কেসটা রাখিয়াছিলেন, সেটা ঠিক যথাস্থানে আছে কিনা টিপিয়া দেখিলেন।

ধূর্জ্জটি সোমেশ্বরের আহ্বানে একেবারে—অন্দরের ঘরটাতেই সোমেশ্বরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরের মধ্যে খাটের এক ধারটাতে দামিনী যে মুখে কাপড় ঢাকা দিয়া ঘুমাইতেছিল, তাহাতে তাহার সমীহা হইল না। সমীহ হইবে কি জন্য, আজ যে তাহার যাত্রীর গেরুয়া বেশ—

সোমেশ্বর কহিলেন, কি হে ধূর্জ্জটি তোমার যে দেখছি বহুরূপী সাজেও বের হবার অভ্যাসটা আছে—বেড়ে কাটালে জীবনটাকে খেয়ালের উপর দিয়ে......এখন ব'লছিলুম কি, হার-টাকে ত কাল জোর জবরদস্তি করে সেই বন্দরপুরে আমার গলায় পরিয়ে দিলে—আমি কাল রাত্রেই খুলে ফেলিয়েছিলুম যদিও, এখন ফেরৎ নেবে কিনা—তাই জান্তে চাই—এই নাও ভাই—বলিয়া কেসটা হইতে হারটা বাহির করিয়া ধূর্জ্জটির সম্মুখে রাখিয়া দিলেন।

ধূর্জ্জটি কহিল। "থাক্ ও হার আমি আপনাদের জন্যই গড়িয়েছিলুম—"

"আমাদেব জন্য ?..."

"হাঁ !..."

"একি তোমার হেঁয়ালী, কিছু অর্থ বোধ করতে পাবলুম না—"

"পারবেন না—আর তা শুনেও কাজ নাই, কিন্তু সত্য বল্‌ছি আপনাদের একজনার জন্যই তা গড়িয়েছিলুন—"।

"তবে কি এই দামিনীর সহিতই তোমার বিবাহ হবার কথা হ'য়েছিল ? কই আমায় ত তা একদিনও বলো নি। তুমিই বা কেন বিবাহটা না করলে ?—"

ধূর্জ্জটি গম্ভীরস্বরে কহিল, সোমেশ্বর বাবু আজকের দিনে দেশের পক্ষে যে চরিত্রে মনে, দেহে, বলিষ্ঠ ব্যক্তিব প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজন সিদ্ধ করতে আপনাদিকেই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আমাদের কথা তুলছেন ? আমাদের মধ্যে অনেক গলদ, অনেক

ফাঁকি বিদ্যমান। জীবনের একটা যুদ্ধেও জয়লাভ করতে পারিনি, —তবে সংকল্প আছে—ভারতবর্ষের পথে পথে বেড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত-টাও করতে হবে। আর আপনি কত ঝড়, ঝঞ্ঝা মাথায় করে দেশের মুখ রক্ষা করেছেন। তাই একটা ত্যাগের উন্মাদনায় আমার সর্ব্বস্বর সঙ্গে, এই হারটাকেও আপনার চরণে রেখে গেলুম—ভরসা আছে একদিন আমাদের এই উৎসর্গের ফল দেখতে পাবো। কেমন পাবো না—কি সোমেশ্বর বাবু? আচ্ছা নমস্কার—বিদায়—বলিয়া পালঙ্কোপরি শায়িতা রূপের প্রতিমাখানির মত দামিনীর দিকে একটা সতৃষ্ণ চাহনি চাহিয়া ধুর্জ্জটি অদৃশ্য হইয়া গেল।

সোমেশ্বর আর একবার ধুর্জ্জটিকে ডাকিতেও পারিলেন না। হারটা তেমনি খোলা পড়িয়া রহিল। আর নহবতের আলাপটা যেন কোন রহস্য লোকের এক বার্ত্তা আনিয়া কক্ষের মধ্যে গুমরিয়া মরিতে লাগিল।

দামিনী সহসা ধড়্মড়্ করিয়া যেন একটা স্বপ্ন হইতেই জাগরিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, কে এসে চলে গেল?—ওঃ আমার বুকের ভিতরটা যে এখনও কেঁপে কেঁপে উঠ্ছে।

সোমেশ্বর কহিলেন, কে—বল দেখি?—

দামিনী কহিল, আমি ত দেখিনি—শুধু তার পায়ের শব্দ পেলুম। যেন কে চলে গেল।...

সোমেশ্বর কহিলেন, হাঁ গেল বটে একজন—এই দেখ এই হারও রেখে গেছে, তোমার জন্য তুমি হয়ত এইবার চিনতে পারবে, বলিয়া হারটা হাতে করিয়া তুলিলেন।

দামিনী সভয়ে চমকিয়া উঠিয়া পিছাইয়া গিয়া কহিল, ও হার কে রেখে গেছে? যেন হীরামানিকের ছটায় তাহার চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছিল, সে আর চাহিতেও পারিতে ছিল না—দুই হাত দিয়া চোখ ঢাকিয়া ফেলিল।

সোমেশ্বর কহিলেন, এখন যেই রেখে যাক্—পরো-ত বলিয়া হারটা তাহার গলায় পরাইয়া দিলেন। দামিনী সেটাকে আর ছুঁইয়া—খুলিয়া ফেলিতেও পারিল না—দ্রুত বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। তখন বিবাহ বাড়ীর কলরবের মধ্যে দ্বারে এক বাউল আসিয়া গাহিতে ছিল।

"ওরে মন যখন জাগলি নারে
তখন মনের মানুষ এলো দ্বারে
তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙলরে ঘুম—
ও তোর ভাঙলরে ঘুম অন্ধকারে।"

সমাপ্ত।